মাউ মাউএর দেশে

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

অশোক পুস্তকালয়
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬০

মূল্য এক টাকা বারো আনা মাত্র

৬৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীঅশোক কুমার বারিক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ২০৯, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, **ব্রহ্মী-সরস্বতী প্রেস** হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ পান কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

কেনিয়া কলোনীতে বর্তমানে যে বিপ্লব চলছে তার পুরাতন ইতিহাস আছে। ইতিহাস তত পুরাতন নয়। খুব বেশি হয় ত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই কেনিয়া কলোনীর বিপ্লবের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে। সেই বিপ্লবের ক্রমবিকাশের কথাই পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। যে সকল তথ্য প্রচ্ছন্নভাবে গল্পচ্ছলে বলা হয়েছে, সেই তথ্য বৃটিশ পূর্ব-আফ্রিকা ভ্রমণ করার সময় অনুধাবন এবং সংগ্রহ করেছিলাম।

কেনিয়া কলোনীর কিকুউ জাতি বিপ্লবের সময় হারাবে না কিছুই, কিন্তু বিপ্লবে কৃতকার্য হবার পর যা পাবে তা হবে আফ্রিকার নিগ্রোদের অমূল্য সম্পদ। সেই বিপ্লবই কৃতকার্য হয় যে বিপ্লবের ক্ষতির দিকে শুধু আত্মাহুতি এবং পাওনার দিকে থাকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য পার্থিব অমূল্য সম্পত্তি। কেনিয়ার বিপ্লব ফলবতী হবে নিশ্চয়ই। কেনিয়া মুক্ত হবে আর হবে সর্বাংগীন স্বাধীন। আমরা কেনিয়ার সর্বাংগীন স্বাধীনতা কামনা করি।

গ্রন্থকার

মাউ মাউএর দেশে

(১)

আমাব নাম জম্বো। বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া কলোনীতে আমার জন্ম। বর্তমানে যাদের মাউ মাউ বলা হয় আমি সেই মাউ মাউ জাতের লোক। আমার নাম শুনেই তোমরা হাসবে। হাসবার কথাই। জম্বো নামধাবী কোনও লোক নিশ্চয়ই তোমাদেব দেশে নেই। অনুরোধ করছি, আমাব নাম শুনে তোমবা হেসো না। পৃথিবীতে নানা জাতিব বাস। প্রত্যেক জাতিব ভাষা অনুযায়ী নাম হয়ে থাকে। এমন অনেক দেশ আছে, যে সব দেশে নামেব অর্থ হয়। আমাদেব দেশে নামেব কোন মানে হয় না। জম্বো শব্দেব অর্থ জানবাব জন্যে চেষ্টা কবো না। যদি চেষ্টা কব, তবে কোন লাভও হবে না।

এখন আমাব দেশের কথা একটু শোন, তারপর আমাব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাব কথা তোমাদেব কাছে বলব। আমার দেশের উত্তরে সোমালীল্যাণ্ড, ইথোপিয়া এবং সুদান, দক্ষিণে টেংগানিয়াকা, পুর্বে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে কংগো। তোমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই মানচিত্র রয়েছে। মানচিত্র খুললেই দেখতে পাবে, আমাব দেশেব অর্ধেকেরও বেশি সমতল ভূমি এবং বাকি পঁয়তাল্লিশ ভাগ পার্বত্য অঞ্চল। পার্বত্য অঞ্চলে ইউরোপীয়ানরা বাস করে। সমতল ভূমিতে আমরা, নবাগত ভারতবাসী, আবব, তুরুক, চীনা এবং অন্যান্য জাতি বাস করে।

আমার দেশের পাশ দিয়ে বিষুব রেখা চলে গেছে। তোমরা ভাববে দেশটা কতই গরম, সেখানে কি মানুষ বাস করতে পারে? তোমাদেব

কাবো যদি সেরূপ ধাবণা থাকে, তবে সেই ধারণা ভুল। ভারত মহাসাগর হতে যখন পূর্ব্বে বাতাস আমার দেশের উপর দিয়ে বয়ে যায়, তখন বিষুব বেখা কাছে থাকাব জন্য যে গবম হয়, তা আব থাকে না। তারপর উত্তব-পশ্চিম হতে যখন বাতাস বইতে আবম্ভ কবে, তখন ত দস্তবমত শীত কবে। এই ত গেল সমতল ভূমির কথা।

শুনেছি তোমাদেব দেশে হিমালয় পর্বতের পাদদেশে অনেক শহর আছে, আরও আছে কাশ্মীব। যখন তোমাদেব দেশেব দিল্লী, লাহোব, পাটনা প্রভৃতি স্থানে ১১৮ ডিগ্রী উত্তাপ হয়, তখন কাশ্মীবেব লোক গরম কাপড় গায়ে বাখতে বাধ্য হয়। সিমলা, নাইনিতাল, মুসৌবী, নীলগিবি এ-সব স্থানে গবমের সময়ও লোক শীতে থবথব কবে কাঁপে। এব একমাত্র কাবণ হল, এই সব স্থান সমুদ্রেব লেভেলেব অনেক হাজাব ফুট উচ্চে অবস্থিত। আমাদেব দেশেব পার্বত্য অঞ্চলও সমুদ্র লেভেল্ হতে পাঁচ-ছয় হাজাব ফুট উচ্চে অবস্থিত, সেজন্য বৎসবের সব সময়ই পার্বত্য অঞ্চলে শীত লেগে থাকে।

যদিও পার্বত্য অঞ্চলে আমাদেব বসবাসেব অধিকাব নেই, তবুও এমন অনেক পার্বত্য জাতি আছে যাবা এখনও সমতল ভূমিতে আসতে রাজী হচ্ছে না। হয়ত ভবিষ্যতেও বাজী হবে না। কে নিজেব জন্মভূমি পবিত্যাগ করে অন্যত্র যেতে চায় বল ত?

যারা কখনও জন্মভূমি পরিত্যাগ কবে নি, তাবা ভাল ঘব অথবা গ্রাম তৈরী কবে থাকাব মত অধিকাব পায় না। আমার মায়েবও হয়েছিল সেই অবস্থা। ভাল ঘব তৈবী কবতে পাবেন নি বলে মা কখনও দুঃখিত ছিলেন না। কিন্তু যেখানে আমাদেব ঘর তৈবী কবা হয়েছিল, সেই স্থানটি বড়ই সুন্দর। ঠিক উত্তর দিকে নিকুরু লেক্, দক্ষিণে মস্ত বড় একটা জংগল, তাবই পাশে আমাদের ঘব। ঘবটা কাদাব তৈরী, ছাউনি উলুখড়ের। পৃথিবীর অনেক সভ্য দেশেও আমাদের ঘবের মত ঘর আছে।

বাংলা, বিহাব, উডিষ্যা, আসাম প্রভৃতি দেশেব লোক নাকি আমাদের ঘবেব মত ঘবে থেকেও বেশ উঁচু গলায় নিজেদেব সভ্য বলে পবিচয় দেয়।

আমার মা এদিকের মধ্যে একজন প্রতাপান্বিতা মহিলা। অনেকগুলি ভুট্টাব জমি ত আছেই, উপবন্তু আছে অনেকগুলি গাই। গাইএব ছুধেব উপবই আমবা নির্ভব কবি সবচেয়ে বেশি। আমাদের বাড়িব কাছে অনেক ইণ্ডিয়ান্ বাস কবে, তাবা গাইয়েব ছুধ ছুইয়ে গরম কবে, তাবপব গ্লাসে ঢেলে খায। আমবা কিন্তু সেরূপ কবি না। বাছুবটাকে একদিকে সবিয়ে দিযে গাইযেব বাঁট চাবটা ভাল কবে ধুয়ে মুছে ফেলি, তাবপর বাছুব যেমন তাব মাব ছুধ চুষে খায, আমবাও তেমনি ছুধ খাই। কিন্তু পুবাতন প্রথা বোধ হয থাকবে না। আমাদেব মধ্যে যাবা শহবেব কাছে থাকতে পায়, তাবা ইণ্ডিয়ান্দেব মত ছুধ দোহন কবে এবং পবে গবমও করে। এব পবে কিসে কবে খায আমি দেখি নি।

তোমবা যেমন কাপড ব্যবহাব কব, আমবা ঠিক সেরূপ কাপড় ব্যবহাব কবি না। অনেকে হাফপ্যাণ্ট ব্যবহাব কবে। মেয়েবা ব্যবহার কবে নানারূপ জীবজন্তুব চামডা। জীবজন্তুব চামড়া ব্যবহাব কমে আসছে। অনেকে ইংলিশ ফ্যাসনে ফ্রক ব্যবহার আবম্ভ কবেছেন। মনে হয ভবিষ্যতে এটাই চলবে, চামড়া চলবে না। আমার একটি বোন সেদিন শহবে গিয়েছিল। শহবে আমবা খুব কমই যাই। সেদিন আমার বোন অনেকগুলি খবগোশ বিক্রি কবতে নিয়ে গেল। খবগোশ বিক্রি কবে প্রায় ত্রিশ শিলিংএর মত পায়। অন্যান্য মেয়েবা যখন কাপড় কিনছিল, তখন সেও কাপড় কিনতে যায় এবং তাব জন্য একটি ফ্রক কিনে আনে। ফ্রক তাকে বেশ মানায়। এখন থেকে সে ফ্রক ব্যবহার কবছে, কিন্তু আমাব মা এখনও চামড়াই ব্যবহাব কবছেন।

খবগোশ বিক্রিতে অর্থ পাওয়া যায় দেখে আমার ইচ্ছা হল অনেকগুলি খবগোশ ধবে এনে আমাব বোনকে দেব এবং সে বাজারে এ-সব বিক্রি

করে আরও ফ্রক কিনবে। মনে রেখো, আমাদের অন্য কোনও অভাব নেই। এর মানে হল আমাদের কিছুই কিনতে হয় না, যা আমাদের দরকার সবই আমরা আমাদের ক্ষেত এবং জংগল হতে কুড়িয়ে আনি।



জুলু সর্দার

যদি আমার বোন ফ্রক না কিনত, তবে হয়ত আমি গভীর জংগলে খরগোশ ধরতে যেতাম না।

আমাদেব বাড়ি হতে বেশি হয় ত তিন মাইল দূরে পশুস্থানেব আরম্ভ হয়েছে। সবকাবী আইনমতে পশুস্থানে মানুষ বাস করতে পাবে না। সবকাবের এই আইন সকল জাতেব নিগ্রোই আনন্দেব সহিত মেনে চলে। ভুলেও আমবা সেদিকে ঘব তৈবী কবার কল্পনাও কবি না। কিন্তু যারা এই আইন কবেছে, তাবাই কিন্তু আইন ভঙ্গ করে। ইউরোপ হতে আগত শ্বেতকায়বা মাঝে মাঝে কাপড়েব ঘব করে। যাকে তোমবা তাঁবু বল, সেই ঘবে বাস কবে এবং পশু হত্যা কবে। এটা কিন্তু ভয়ানক অন্যায়। যাদেব স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তাদেব হত্যা কবা কি অন্যায় নয়?

পূর্বেই বলেছি, আমাব বোনকে আবও কয়েকটা ফ্রক কিনে দেবাব ইচ্ছা ছিল, সেজন্য একদিন মায়েব কাছে বললাম, "আচ্ছা মা, পশুস্থান হতে খবগোশ ধবে আনলে হয় না?"

কি ভেবে মা বললেন, "পশুস্থান হতে পশু হত্যা কবা সবকাবী আইন মতে নিষেধ বয়েছে, কিন্তু ইউবোপীয়ানবা পশু হত্যা করে এবং পশুর চামডা, হাড, শিং, এমন কি দাঁত পর্যন্ত বিদেশে চালান দেয়। আমরাও যদি পশুস্থান হতে পশু হত্যা কবি, তবে আইন অমান্য কবা হয় না, কিন্তু কথা হল পশুস্থানে যেতে হলে অস্ত্রের দবকার, তোমার কি অস্ত্র আছে?"

হাতেব কাছে মস্ত বড চাবুকখানা উঁচিয়ে বললাম, "এর চেয়ে বড অস্ত্র আব কি হতে পাবে?"

মা বললেন, "এই যদি যথেষ্ট হয় তবে যাও। ঘরে বসিয়ে আজীবন ত খাওয়াতে পারব না, বাইরে যেতেই হবে, আজ না হয় কাল; জবু, তুমি তোমাব ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যেতে পাব।"

এটা কিন্তু আমাব মায়ের আদেশও ছিল না, অনুরোধও ছিল না। পুরুষ ছেলে কখনও ঘবে বসে থাকে না, এটাই হল আমাদের নিয়ম।

পরের দিন সকালে মস্ত বড় ছোরা কোমরে বেঁধে একটি শক্ত লাঠি হাতে করে আমি বের হলাম খরগোশ শিকারে। খরগোশ শিকারে বের হয়ে মনে হল, আস্ত পশুস্থানটা (Reserve for Animals) বেড়িয়ে আসব। যদি হাতীর দাঁত পেয়ে যাই, তবে অনেক কিছু কিনতে পারব।

বিদায়ের সময় মা একটি কথাও বললেন না, বোনটা একটু কাঁদল। আমার বোন একটু বোকা, সেজন্যই কেঁদেছিল। বড় হলে সেও আর কাঁদবে না। গম্ভীর হয়ে থাকাই হল দুঃখ প্রকাশের লক্ষণ। যারা কেঁদে ফেলে, তাদের মন বড়ই কোমল। তারা জানে না দুঃখ কাকে বলে।

এই ত কয়েক বৎসর পূর্বে আমার এক কাকাকে অন্য একটা লোক খুন করেছিল। সংবাদ শুনে আমার বাবা একটুও দুঃখ প্রকাশ করেন নি। গম্ভীর হয়ে রয়েছিলেন অনেকক্ষণ। কেউ তাঁকে সান্ত্বনা দেয় নি। কয়েক বৎসর পর আমার কাকার হত্যাকারী একদিন নিজেই আমাদের বাড়িতে এল এবং আমার বাবাকে হত্যার কারণ বলল। বাবা বলছিলেন, "তোমার কথা যে ঠিক তার প্রমাণ নিয়ে এস।" লোকটি তার সাক্ষী নিয়ে এসেছিল একটি পাথর। পাথর দিয়ে আমার কাকা এই লোকটির উপর ঢিল ছোঁড়েন। সেও অন্য পাথর দিয়ে ঢিল ছুঁড়েছিল। যে পাথর দিয়ে সে ঢিল ছুঁড়েছিল, সেই পাথরটাই সংগে করে নিয়ে এসেছিল। বাবা যখন বুঝলেন, ঢিল ছোঁড়াছোঁড়ির জন্যই আমার কাকার মৃত্যু হয়েছে, তখন তিনি হত্যাকারীকে বিদায় দিলেন। আমাদের সামাজিক নিয়মমতে যারাই ঢিল ছোঁড়ে, তখন তাদের জ্ঞান থাকে না। অজ্ঞান হয়ে একজন অপর জনকে হত্যা করার জন্য 'অজ্ঞান ভূত' দায়ী। অজ্ঞান ভূত যাতে কারো ঘাড়ে না চাপে, সেজন্য আমরা প্রত্যেক বৎসর একটা করে পাঁঠা অজ্ঞান ভূতকে উপহার দেই। আমাদের পুরোহিত সেই পাঁঠাকে এক কোপে কেটে তার রক্ত পান করে, আমরা সেই পাঁঠার মাংস খাই।

বিদায়েব সময় আমাব মায়েব গাম্ভীর্য ভয়েব সৃষ্টি কবে নি, এনে দিয়েছিল দীর্ঘ সময়েব বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা। আমিও জানতাম না, একবাব গভীব জংগলে ঢুকলে সহজে বেব হওয়া যায় না।

প্রথম দিনই পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম কবে জংগলেব কাছে পৌছলাম। সন্ধ্যাব পবই নানা বকমেব হিংস্র জীব আহাব অন্বেষণে বেব হয়, তা' আমাব জানা। সেজন্য তাডাতাডি কবে চকমকি পাথব বেব কবে আগুন জ্বালিযে ফেললাম। আমাদেব কোমবে একটি বশি বাঁধা থাকে, সেই বশিতে নানাৰূপ জিনিস আমবা বেঁধে বাখি। চকমকি পাথব এবং একটি লোহাব টুকবা সেগুলিব মধ্যে দু'টি জিনিস।

তাডাতাডি কবে আগুন জেলে অনেকগুলি গাছেব ডাল তাতে দিয়ে দিলাম। আগুনটা বেশ বড হয়ে উঠল। আমিও মাযেব দেওয়া এক টুকবা মাংস আগুনে ঝলসিযে খেয়ে ফেললাম। তাবপব ঘুম। এক ঘুমেই প্রভাতী সূর্যেব দেখা পেলাম। প্রভাতী সূর্য আমাব নাকে মুখে কিবণ ঢেলে দিচ্ছিল, সেজন্য ঘুম ভেংগে গেল।

তোমবা হযত ভাববে, সেদিন আমাব পাশ দিযে কোনও বন্য জন্তু যাওযা আসা কবে নি। কিন্তু জেনে বেখো, আগুনেব পাশ দিয়ে কোনও বন্য জীব যাওয়া আসা কবে না। যদি আগুনেব পাশ দিয়ে যাওয়া আসা করত, তবে আজ পৃথিবীতে এত লোক দেখা যেত না। আগুনকে বন্য জীব বডই ভয কবে। বনে জংগলে যদি তোমবা কেউ কোন দিন যাও এবং ঘুমোতে ইচ্ছা কব, তবে পাশে বেশ জমকালো একটি আগুন জেলে বেখো, দেখবে বনেব পশু তোমাদেব কাছে কখনও আসবে না।

ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম একটু দূবে একটি খবগোশকে হত্যা কবে কোনও বন্য জীব অর্ধেক খেয়ে বাকিটুকু ফেলে বেখে গেছে। আমাবও বেশ ক্ষুধা হয়েছিল, কিছু খেতে হবে, নতুবা বাঁচব কি করে? সেজন্য আমিও খবগোশেব অন্বেষণে বেব হলাম। দিনের আলোতে খরগোশ

ধরা বড়ই সহজ। খবগোশ কোনও ঝোপে অথবা পাহাড়ের গুহায় দল বেঁধে চুপ কবে বসে থাকে, কিন্তু সেই ঝোপ অথবা গুহা অনুসন্ধান করতে বড়ই বেগ পেতে হয়।



কিকুউ যুবক

আমাদেব দেশে যাবা সভ্য বলে পবিচয় দেয়, তারা সকালে ঈশ্ববের নাম স্মবণ কবে। আমবা হলাম অসভ্য, ঘুম থেকে উঠেই আমবা ভাবি কি কাজ করতে হবে। খাবারের কথাই প্রথম মনে হয়। খাবার কোথায়

পাওয়া যাবে, সে বিষয় চিন্তা হয় প্রথম , সেই সংগে চিন্তা হয় খাদ্য আহরণ কবতে গিয়ে যদি বিপদে পড়ি, তবে কি কবে আত্মরক্ষা কবব। আমার মনেও সে ধারণাই প্রথম হয়েছিল, সেজন্য সর্বপ্রথমই মনে হল ছুরির কথা। ছুরি কোমরে বাঁধাই ছিল। চট্ করে ছুবিটা বেব করে একটু ধার দিয়ে নিলাম, তারপর কোথায় খরগোশ পাব তারই অন্বেষণে জংগলে প্রবেশ কবলাম।

জংগলে প্রবেশ কবলেই জানোয়াবের সন্ধান পাওয়া যায় না। জংগল সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা দবকার। আমাদের দেশে জংগল নানা প্রকাবের। গবম প্রধান স্থানে যে সকল বন আছে, সেই বনে কোনও জানোয়াব প্রবেশ কবে না, এমন কি সাপও না। প্রত্যেকটি গাছে বড় বড় কাঁটা থাকে, এমন কি সাধাবণ লতাব কাঁটায় যে কোন জীবের প্রাণনাশ হতে পাবে। এই প্রকাবেব জংগলে কোন জীবের অন্বেষণে যাওয়া মূর্খতা ছাড়া আব কিছুই হতে পাবে না। আফ্রিকাব যে সকল স্থান চাব হাজাব ফুটের বেশি উচ্চ, সেই সকল স্থানের জংগলেই বন্যপশু দেখতে পাওয়া যায়। হাজাবে হাজাবে জেব্রা, বনগরু, আবও অন্যান্য উদ্ভিদজীবী জন্তু যখন পবিষ্কার তৃণভূমিতে চবে, তখন পাহাড়েব উপব থেকে দেখলে মনে হয় যেন ধূসব বর্ণেব একটি হ্রদ এবং তাতে ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। তৃণভোজীরা দিনে আক্রান্ত হয় না, আক্রান্ত হয় রাতে। অনেক তৃণভোজী উন্মুক্ত মাঠেই শুয়ে থাকে। তাদেব দু'একটা কেন, দু'-দশটাকে হিংস্র জন্তু যদি নিয়ে যায় তবুও টেব পায় না—যেমন মনে কব জেব্রা। হাজাব হাজার জেব্রাব মাঝ থেকে যদি দুটো কি দশটা জেব্রা সিংহ অথবা চিতাবাঘ টেনে নিয়ে যায়, তবে জেব্রাদের মধ্যে ক্ষণিকের তরে চাঞ্চল্য হয়, তাবপবই যেমন তেমন।

যে সব স্থানে হাজার হাজাব জানোয়ার থাকে সেখান থেকে আমার বাড়ি অন্ততঃ দু'শ মাইল দূরে। জেব্রা, বনগরু, হরিণ এ-সব মেরেও লাভ

হবে না, কেউ এ-সবের চামডা আমার কাছ থেকে কিনবে না। লাইসেন্স থাকলে তবে এ-সব জীবের চামড়া বিক্রি করা চলে। পশু-চামডা বিক্রি করার অধিকার আমাদের নেই। নিগ্রো ছাড়া সবাই পশু-চামডা বিক্রি করতে পারে, লাইসেন্সও পায়। আমরা খরগোশ, হাঁস, মোরগ, ছাগল, ভেড়া, পালা গরু এবং শূকর বিক্রি করতে পারি, কিন্তু কোন জীবের চামডা বিক্রি করতে পারি না। কাজেই খরগোশ ছাডা আর কিছু মারবার অথবা চামডা বিক্রি করবার অধিকার আমার ছিল না।

বনের দিকে এগিয়ে চলছিলাম। এ-সব বনের গাছ এবং লতাপাতাতে কাঁটা নেই, সেজন্য হেঁটে যেতে কোন কষ্ট হচ্ছিল না। ভয় হচ্ছিল, পেছন থেকে যদি চিতাবাঘ ঘাডে লাফিয়ে পড়ে, তবে বাঁচবার উপায় থাকবে না। আরও ভয় ছিল সিংহের। সিংহের যদি পেট ভরা থাকে এবং তার পাশ দিয়েও যাওয়া যায়, তবে কোন মতেই আক্রমণ করে না। আমি যেদিকে চলছিলাম সেদিকে সিংহ ছিল না। তবুও মনে হচ্ছিল যদি দু'জন হতাম তবুও ভাল ছিল। আমি যে একেবারে একাকী। সংগের মাংসের টুক্‌রা বয়ে নিয়ে যেতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না, প্রথমত সংগের টুক্‌রা শেষ করে নেই এই ভেবে যখন আগুন জ্বালতে আরম্ভ করছিলাম, তখন এক প্রকারের একটি বেঁটে অজগর সাপ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সাপটা আমাকে দেখতে পাচ্ছিল। বোধ হয় ইচ্ছা ছিল আমাকে আক্রমণ করতে, কিন্তু আগুনের ভয়ে দূর দিয়েই চলে গিয়েছিল। সাপটারও বোধ হয় ক্ষুধা ছিল, নতুবা এত কড়া দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাবে কেন?

সাপটা তাডাতাডি চলতে পারছিল না। ইচ্ছা হ'ল সাপটাকে হত্যা করতে। বোধ হয় এটার চামড়া ভাল দরেই বিক্রি হবে। চিন্তা অনুযায়ী কাজ। তাডাতাড়ি করে একটি গাছের ডাল কেটে নিলাম এবং সেই ডালটি দিয়ে পেছন থেকে সাপের মাথায় আঘাত করতেই

সাপটা পাশের গাছটা জড়িয়ে ফেলল। সাপের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করা কত বিপজ্জনক বুঝতে বাকি থাকল না। চট করে আর একটা ডাল দিয়ে সাপের মাথাটাতে বারবার আঘাত করে যখন দেখলাম, সাপটার মাথা টুকরা টুকরা হয়ে গেছে, তখন আগুনের কাছে ফিরে এলাম এবং ঝলসানো মাংস খেয়ে সাপের চামড়াটা নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। আমি জানতাম, এ-সব সাপের বিষ থাকে না, সেজন্য সাপটার চামড়া উঠাতে ভয় হয়নি। জেনে রেখো, এটাই কিন্তু আমার জীবনের প্রথম হিংস্র জীব হত্যা। এতে যেমন আনন্দ হয়েছিল, তেমনি ভয়ও হচ্ছিল। আমার শরীরটা খুব কাঁপছিল। ভয়ে না আনন্দে তা জানি না,—হয়ত ভয়েই কাঁপছিল। সাপটা যদি সুযোগ পেত তবে আমার মত একটা লোককে গিলতে কতক্ষণ ?

বাড়িতে ফিরে এসেই শুনলাম পুলিশ এসেছিল। আমার নাকি পোল-ট্যাক্স দেবার সময় হয়েছে। আঠার বৎসর বয়স না হলে পোল-ট্যাক্স দেবার নিয়ম নেই। প্রত্যেক পুরুষকেই পোল-ট্যাক্স দিতে হয়। কেনিয়া প্রদেশের শতকরা পঞ্চাশজনের বেশি হ'ল নিগ্রো, এক্ষণে ভেবে দেখ আমরা কত পোল-ট্যাক্স দিই, অথচ সরকারী সহায়তা আমাদের জন্য মোটেই নেই। সরকারী চাকরি আমরা পেতে পারি না। যদিও পাই, তবে সেই চাকরির মাইনে চল্লিশ শিলিংএর বেশি হতে পারে না। শিক্ষিতই বা কত জন আর চাকরিই করে কত জন ? অতি সামান্য।

পরের দিন একজন আস্‌কারী এল। কনেস্টবলকে আমাদের দেশে আস্‌কারী বলা হয়। ইউরোপীয়ানরা আস্‌কারীর কাজ করে না, তারা অফিসার হয়। আস্‌কারী আমাকে দেখেই হেসে ফেলল এবং বললে, আমার বয়স পনর বৎসরের বেশি হতে পারে না। ঘরের সামনে সাপের চামড়া ছিল। জিজ্ঞাসা করে জানলে, আমিই সাপটা হত্যা করেছি।

আমাব সাহস দেখে বললে, আমি নাকি বড়ই সাহসী, চামড়াটার দাম কমের পক্ষে ষাট-সত্তর শিলিং হবে। কোনও আস্কাবী কুড়ি শিলিংএর বেশি মাইনে পায় না। একজন আস্কারীব তিন মাসেব মাইনে এক দিনে বোজগার হয়েছে জেনে মনে বেশ উত্তেজনা হ'ল। সে দিনই বিকালে সাপের চামড়া একজন আববেব কাছে বিক্রি কবে ফেলি। সে আমাকে ষাট শিলিং দিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসা কবে জানলাম, চামডাটা একটু পরিষ্কাব কবে এক শত শিলিং পাবে। আববেব চামডা বিক্রি কবাব লাইসেন্স আছে, আমাব নেই, সেজন্য বড়ই দুঃখ হ'ল ; কিন্তু মনে মনে স্থিব কবে বাখলাম এরূপ অন্যায়েব প্রতিকাব কবতে হবে।

অনেকগুলি শিলিংএব মালিক হবাব পব বোনকে নিয়ে আব একদিন বাজাবে গেলাম। বোন অনেক কিছু কিনলে, আমি মাত্র পাঁচ সেণ্টেব নিগ্রো-মদ খেয়ে এলাম। তোমবা যাকে মদ বল আমবা কখনো সে জাতীয় মদ খাই না, আমবা নিগ্রো-মদ খাই, যা খেতে তোমাদেব সববতেব চেয়েও ভাল লাগে। যত ইচ্ছা খাও, বেশ মিষ্টি লাগবে, তৃপ্তি হবে। ভুট্টাব ছাতু ভেজে জলে সিদ্ধ কবে তাতে সামান্য চিনি দিলেই আমাদের নিগ্রো-মদ হয়ে যায। চিনি বিদেশী জিনিস। আমাদের দেশে এক বকমেব মিষ্টি আলু আছে, তাকেই আমবা চিনিব মত ব্যবহাব কবি। অনেকে চিনি খেতে পছন্দ কবে না, সেজন্য মিষ্টি আলুব ছাতু ভুট্টাব সংগে সিদ্ধ কবে খায।

বোনকে সুখী দেখে বেশ আনন্দ হয়েছিল। কয়েক দিন পব আবার বনে যাবাব মনস্থ কবে একটি তীর-ধনু প্রস্তুত করতে আবম্ভ করলাম। জানি না তীব-ধনু অন্য দেশে প্রচলিত আছে কি না, আমাদের দেশের প্রধান অস্ত্রই ছিল তীব-ধনু। বর্তমানেও অনেকে তীর-ধনু পছন্দ করে। বন্দুক ছুঁড়লে শব্দ হয়, তীব-ধনুতে সেরূপ শব্দ নেই। ফস্ করে একটি শব্দ হয়, তাও দূবেব লোক শুনতে পায় না। আসল কথা হ'ল, ধনুর

বাঁশ যোগাড় করা বড়ই কঠিন। সাধারণ বাঁশ দিয়ে ধনু তৈরী হয় না। কয়েক দিন কেটে গেল শুধু বাঁশ খুঁজতে। আমাদের দেশের জংগলে বাঁশ খুঁজে পাওয়া বড়ই কষ্টকব ব্যাপাব। শুনতে পাই, ইণ্ডিয়ার মধ্য-প্রদেশে আমাদেব দেশেব মত কণ্টকিত বাঁশ পাওয়া যায়, সেই বাঁশই ধনুর পক্ষে উপযোগী ; সহজে ভাংগে না।

একদিন বাঁশের খোঁজে যেয়ে ত মহাবিপদে পড়তে হয়েছিল। একটা চিতাবাঘ আমাব মাথা লক্ষ্য কবে লাফ দেয়। বাঘটা ছিল কাঁটা-বিহীন একটি গাছের উপব, আব আমি ছিলাম কাঁটাপূর্ণ বাঁশবনে। একটু শব্দ হতেই আমি বাঁশেব ঝাড়েব মধ্যে প্রবেশ কবি। চিতাবাঘটাব বোধ হয় বেশি ক্ষুধা হয়েছিল, সেজন্য তাব বুদ্ধিব বিপর্যয় ঘটে। বাঁশবনেব নীচে পডামাত্র বড় বড কাঁটা তাব থাবাব মধ্যে ঢুকে যায়। চলবাব ক্ষমতা ছিল না। নিজেব বক্ত নিজেই চুষে খাচ্ছিল। দা নিয়ে যে বাঘটাকে আক্রমণ কবব, সে সাহস আমাব হয় নি। আমি আবও একটু ভেতবে চলে যাই। কিন্তু স্থান ত্যাগ কবতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না। অনেকক্ষণ সেখানে ছিলাম। চিতাবাঘটা ক্রমাগত তাব থাবা চাটছিল। একটা পা পবিষ্কাব কবাব পবই আমাব দিকে তাব দৃষ্টি যায়, কিন্তু আবও তিনটা পা পবিষ্কাব না কবলে ত আক্রমণ করতে পাববে না, সে ধাবণা আমার ছিল। ব্যাঘ্র শ্রেণীব যত জীব দেখেছি, তাদেব শরীবের অন্যত্র যে কোন স্থানে আঘাত কব, তার একটুও কষ্ট হবে না ; কিন্তু যেই থাবাতে কোনরূপ আঘাত পায়, তখনই খাদ্যের কথা ভুলে যায়, থাবা চাটতে থাকে। ব্যাঘ্র শ্রেণীব জীবেব সত্যিকাবের অসুবিধা যদি থাকে তবে সেই একমাত্র থাবা।

চিতাবাঘটা আমার দিকে চেয়েছিল বটে, কিন্তু উঠে দাঁড়াবার পব অতিকষ্টে চলতে পাবছিল। চিতাটা চলছিল অতি সন্তর্পণে। আমাব কথা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিল। চিতাবাঘটা চলে যাবাব পর মনের মত

একটি বাঁশ কেটে তাব এক দিক বেশ কবে চোখা কবে নিয়ে ঘবেব দিকে বওনা হলাম। চিতাবাঘটাকে কিন্তু আব দেখতে পাই নি।

সেদিন ছিল মাসেব শেষ। আমবা সেদিন কোন কাজই কবি না, কিন্তু মাসেব শেষেব কথা ভুলে গিযেছিলাম, চলে গিয়েছিলাম জংগলে। পৃথিবীব সব জাতেব মধ্যেই কুসংস্কাব আছে। আমাদেব মধ্যেও যে নেই তা বলা চলে না। মাসেব শেষেব দিনে কাজ কবলে বিপদ হয, এই কথা আমাদেব লোকেবা প্রায়ই বলে। ঘবে ফিবে মায়েব কাছে যখন চিতাবাঘটাব কথা বললাম, তখন মা হঠাৎ বলে ফেললেন, “আজ মাসেব শেষ, তুইও ভুলে গিযেছিলি তা, আমিও ভুলে গিযেছিলাম। তাবপব এটা হ’ল বমজান্ মাস। শযতানবা না খেযে থাকে, মানুষ পেলেই খেযে ফেলে, বোধ হয চিতাবাঘটাই শযতান ছিল। শযতান রূপ বদলাতে পাবে।”

আমাদেব নিজস্ব কোনও মাস, দিন অথবা ক্ষণেব নাম নেই। সবই আববদেব কাছ থেকে কর্জ কবা। আববদেব সংগে আমাদেব পবিবাবের মনেব মিল ছিল না, সেজন্য আমবা আববী মাস, দিন অথবা ক্ষণেব ধাব ধাবতাম না। আমাব মা যে পবিবাবেব মেযে, তাবা সকলেই আববদেব বৎসব, মাস এবং দিন অনুযাযী হিসাব বাখতেন। সেজন্য মা মাসেব শেষেব কথা বলা মাত্র আমাব মনটা বিগডে গিয়েছিল। আমাদের গ্রামেব লোক আবব, পর্তুগীজ এবং তুরুকদেব সংগে অনেক বৎসব লডাই কবেছিল; ইথোপিয়াব বাজা আমাদেব পূর্বপুরুষকে সাহায্য কবেছিলেন; সেজন্য আমবা গ্রীক মাস, বৎসব এ সবই মেনে চলতাম। বৃটিশ আমাদেব দেশে আসাব পব যে মাস, বৎসব এবং দিনেব প্রচলন কবেছে তাও নাকি গ্রীকদেবই। প্রকৃতপক্ষে বৃটিশেবও নিজস্ব কোন মাসেব নাম অথবা দিনেব নাম নেই। আমবা খৃস্টান নই। আমবা কোন ধর্মেব অন্তর্ভুক্ত নই; সেজন্য প্রত্যেকেব জন্মবৎসব হতে প্রত্যেকে বৎসব গণনা করে।

তোমবা বল ১৯৫১ খৃস্টাব্দ। আমি বলব দশ জব্বো, পাঁচ মাস, দশ দিন। আমাদেব মাসেব হিসাবের সংগে বৃটিশ প্রচলিত মাসের মিল থাকে বলে সবকাবী কাজে কোন গণ্ডগোল হয় না। তবে ভবিষ্যতে আমাদের পূর্ব নিয়ম চলবে কি না সন্দেহ। অনেকে খৃস্টধর্ম মেনে নিয়েছে। মুস্‌লিম ধর্মও অনেকে গ্রহণ করেছে।

আমাদেব মধ্যে যাদেব একটু আত্মসম্মান জ্ঞান আছে তাবা কোনও বিদেশী ধর্মপ্রচাবকেব আদেশ কিংবা উপদেশ মানতে রাজী নয়। অল্প বযসেই বুঝতে পেবেছি, সমাজকে সংগঠন কবাব জন্য প্রত্যেক ধর্মপ্রচাবক চেষ্টা কবেছেন এবং সেই সময়েব ঘটনা ও সামাজিক নিয়ম ধর্মপ্রচাবকদের অনেক বিষয়ে সাহায্য কবেছে। আমাদেব দেশেব একজন জ্ঞানী লোক অতিকষ্টে লণ্ডন গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি এই অভিজ্ঞতা অর্জন কবে আমাদেব সমাজেব সবাইকে বলে দিযেছেন। ইংলণ্ড থেকে তিনি শিখে এসেছিলেন নৃতত্ত্ব। বর্তমানে আমবা নৃতত্ত্ব নিয়েই মাথা ঘামাই। তোমাদেব দেশে ছোটবেলা হতে যেমন ঈশ্ববেব প্রতি ভক্তি ও ধর্মকর্ম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ তোমাদেব মা-বাবা দিয়ে থাকেন, আমবা যতই অসভ্য হই না কেন, আমাদেব মা-বাবাও আমাদেব নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেন।

ভূত, প্রেত এ-সবেব সম্বন্ধে অনেক আজগুবি কথা আমবা আরব, গ্রীক, ইটালীয়ানদেব কাছ থেকে শুনে শুনে নিজেদেব মনকে দুর্বল কবেছি। আমাব দাদু—যাঁব বয়স এখন এক শত জব্বোবও বেশি, তিনি কিন্তু বিদেশীদের কিছুই গ্রহণ করেন নি। এখনও তিনি বেশ হাঁটতে পারেন। দু' পাউণ্ডেব মত দুধ এবং আট আউন্স ভুট্টার ছাতু প্রত্যহ খান। তাঁর একটি দোষ আছে। তিনি প্রায় সময়ই তামাক-পাতা চিবিয়ে খান। আমবা সেই জিনিসটি কেউ ছুঁই না। হাতে লাগলেই হাঁচি হয়। তামাক আমি মোটেই পছন্দ কবি না।

আমাব ধনু অনেকটা তৈবী হয়েছিল। আরও এক সপ্তাহের মধ্যে ধনু হবে কিনা সন্দেহ। আজকাল আমার দাদু ধনুর বাঁশখানা একটা চাকু দিয়ে কেটে যাচ্ছেন। এতেই নাকি তাঁর সপ্তাহ যাবে। তারপর ধনুর বাঁশকে জলের নীচে রাখতে হবে সাত দিন। জল থেকে উঠিয়ে আবাব চাছাপুছা কবতে হবে। তাবপর বৌদ্রে শুকিয়ে আগুনে শুকাতে হবে। এ-সব কাজ আমাব দাদুই কববেন। ইত্যবসরে আমি শহবে যাব ঠিক করেছি। শহবের কথা বলবাব পূর্বে আমার দাদুর সংবাদটা বলা চাই, নতুবা আমাদেব নিয়ম-কানুন কিছুই তোমাদেব জানা হবে না।

তোমাদেব যেমন দাদু থাকেন, আমাদেব দাদু বলতে কিছুই নেই। আমাদেব আছেন পিতা। গ্রামেব যিনি সবচেয়ে বয়সে বড়, তাঁকেই সকলে বাবা বলে। তিনি আমাবও বাবা, আমাব বাবাবও বাবা। তোমাদেব কানে কথাটা বডই বিতিকিচ্ছে শুনাচ্ছে, কিন্তু কবব কি বল? এটাই আমাদেব নিয়ম। গ্রামেব সকলেব বাবা অর্থাৎ দাদু আমাব ধনুব কাজ করছেন, এতে আমাব গর্ব কবাব অনেক কিছু আছে। আমি সাহসী বলেই তিনি আমাকে ধনু কবে দিচ্ছেন।

আমার দাদু অর্থাৎ আমাদেব ছোট্ট গ্রামেব সকলেব বাবা, বড়ই ভাল মানুষ। কাবো অসুখ কবলে তিনি পাশে বসে থাকেন। চেয়ে থাকেন রোগীব দিকে। রোগীব যখন যা দবকাব, তখনই দিয়ে থাকেন। আমাদের দাদু ঔষধ দেন। তাঁব সাধারণ ঔষধ হ'ল গবম জল ঠাণ্ডা করে বোগীর মুখে বাব বাব দেওয়া, গবম জলে গামছা ডুবিয়ে গামছাটা নিঙড়িয়ে রোগীব শবীর মুছে দেওয়া, নাপিত ডেকে রোগীব মাথার চুল কেটে ফেলা। আমাদেব চুল উলেব মত হয়, সেজন্য ধূলা এবং মাটিতে অপরিষ্কার হয় তাড়াতাড়ি। চুল ছেটে দেওয়া, নখ কাটা, পরিষ্কার বিছানাতে বোগীকে রাখা, এ-সব কাজ তিনি যেমন করতে পারেন, তেমন আর কেউ পাবে না।

আমবা সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা কবি। যাব ঘবে যে-কোনো ভাল খাদ্য হউক, দাদুকে না দিয়ে কেহ খায় না। আমাদেব দাদুব শরীরেব চামড়া অনেক স্থানে কুঁকড়িয়ে গেছে, সেজন্য সপ্তাহে একদিন করে গরম জল দিয়ে স্নান কবিয়ে দিতে হয়। গ্রামেব মেয়েবাই এই কাজটি কবে। ছেলেদেব সময থাকে না, অথবা এ-সব কাজ পছন্দ করে না। যাবা আমাব বয়সী তাবাও দাদুব শবীব পবিষ্কাব কবে দেয়। আমিও দাদুব শবীব পবিষ্কাব কবি, চুল কেটে দিই।

হালে দাদুব মেজাজ একটু খিটখিটে হযেছে। তাঁব কাছে কেউ চীৎকাব কবে কথা বললে বড়ই চটে যান। জানি না, তোমবা রাগ কবলে কি কব; আমাদেব মধ্যে যাবা বাগ কবে, তাবা একেবাবে চুপ মেবে যায়, একটুও হাসে না। আমবা তখন বুঝি কোথাও কিছু ঘটেছে। জিজ্ঞাসা কবে জানতে চেষ্টা কবি কে কি কবেছে। হদিস্ পাওয়া মাত্র অন্যায়কাবীকে শাস্তি দেওযা হয।

আমাদেব হোল গ্রাম্য বিচাব। অনেক সময বিচাবে ভুল হয়, অনর্থক শাস্তি দেওয়া হয। যাব প্রতি অন্যায বিচাব কবা হয়, সে আব গ্রামে থাকে না, গ্রাম ছেড়ে জংগলে নূতন গ্রাম পত্তন কবে। এরূপ করেই নূতন গ্রামেব সৃষ্টি হয়। নূতন গ্রামেব লোক খুব কম অন্যায় বিচার করে। তাদের মধ্যে যদি কেউ উত্তেজিত হয়ে কথা বলে, তবে উত্তেজিত লোককে বেশি শাস্তি দেওয়া হয়। আমাদেব দেশের নূতন গ্রামগুলিতেই সভ্যতা বেশি অনুভূত হয়। যতই গ্রাম বাড়ছে, ততই সভ্যতাবও প্রসাব হচ্ছে।

গৃহপালিত জীবজন্তু গ্রামে থাকতে দেওয়া হয় না। গ্রাম থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। গরুই আমাদেব একমাত্র গৃহপালিত জন্তু। গরুর দুধ আমবা খাই। দই, ঘি, মাখন, ছানা—এ-সব কবতে দেওয়া হয় না। এ-সব কবাকে আমবা পাপ মনে কবি। তোমাদেব দেশে পাপের কি মানে হয় জানি না। আমাদেব দেশেব খৃস্টান পাদরী এবং

ইস্‌লাম মৌলভীবা বলে, “পাপীদেব ঈশ্বর শাস্তি দেন।” আমবা পাপ বলতে বুঝি অসামাজিক কাজ এবং যারাই অসামাজিক কাজ করে তাদেবই আমবা শাস্তি দিই। আমাদেব দাদুব সংগে কেউ যদি রাগ কবে কথা বলে, তবে তাকে গ্রাম হতে বেব কবে দেই।

গরুব দুধে কেউ জলও মিশায় না অথবা মাখনও উঠায় না। গাভীহত্যা আমাদেব মধ্যে প্রচলন নেই। তা বলে আমরা গরুকে পূজা কবি না। শুনা যায়, আমাদেব দেশেব উত্তব দিকেব লোক বিড়াল, কচ্ছপ এবং শূকব পূজা কবত। যাবা এই সকল জীবকে পূজা কবত, তাবা এখনও পূজিত জীবেব মাংস খায় না। আমাদেব দু'টা বিড়াল আছে। বিড়াল আমবা ভালবাসি, কিন্তু বিড়াল হত্যা কবি না অথবা বিড়ালেব মাংস খাই না।

একবাব আমাদেব গ্রামে কযেক জন জাপানী ‘প্রভু’ এসেছিলেন। আমাদেব মতে জাপানীবাও শ্বেতকায়, অতএব প্রভু (Boss)। তাঁবা বিড়াল কিনে বিড়াল হত্যাব চেষ্টা কবেন। আমবা কিন্তু চুপ কবে বসে থাকিনি। এক দল লোক পুলিশ স্টেশনে, অন্য দল জাপানী প্রভুদের বাড়িব সামনে চীৎকাব কবতে থাকি। বিকালে ইংলিশ প্রভু এসেছিলেন এবং দু'টি বিড়ালকে মুক্ত কবে আমাদেব কাছে দিয়েছিলেন। দুটো বিড়াল লাফ দিযে এক দৌড়ে গ্রামে পৌছে হাঁপাচ্ছিল। জিহ্বা দিয়ে টস্‌টস্‌ কবে জল পড়ছিল। বিড়াল এবং বেজি আমবা পালি। এই দু'টি জীব আমাদের প্রায় বাড়িতেই থাকে। সাপ দেখামাত্র উভয় জীবই আক্রমণ করে এবং হত্যা কবে। এই প্রকাবের বন্ধু শ্রেণীর প্রাণীকে হত্যা করা আমবা মোটেই পছন্দ কবি না। তোমরা কি কব তোমরাই জান। আমবা হলাম অসভ্য। অসভ্যদেব নিয়ম-কানুন তোমাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে না।

আমার মনে হয়, তোমরা আমাদের আচার-ব্যবহার জানতে মোটেই

রাজী নও, তোমরা বোধ হয় আফ্রিকাব জংগলেব কথাই শুনতে ভালবাসবে। তোমবা আফ্রিকাব জংগল সম্বন্ধে যে সকল আজগুবী গল্প শুনতে পাও, তা কিন্তু সত্য নয়। আমাদেব গ্রামে আবুইয়া নামে একটি ছেলে আছে। সে একটি বিড়াল-ছানা পুষেছিল। আবুইয়া আদব করে বিডাল-ছানাব নাম বেখেছিল মেনী। মেনী আবুইয়ার কাছে ঘুমাত, এক সংগে খেত। কুকুবের মত বাড়ি হতে কিছু দূবেও যেত, কিন্তু বেশি দূব যেত না। আবুইয়া মেনীকে দূবে নিয়ে গেলে এক দৌড়ে বাড়িতে চলে আসত, কিন্তু আবুইয়া মেনীকে একটু একটু করে বাড়ি হতে দূরে যাবাব অভ্যাস কবাচ্ছিল। অবশেষে একদিন আবুইয়া মেনীকে নিয়ে গভীব জংগলে প্রবেশ করল। মেনী বাড়ি হতে দূবত্বেব কিছুটা আভাস পেয়েই আবুইয়াব মাথায় উঠে বসল, আব হাঁটল না। আবুইযা খরগোশ শিকাব কবতে বেব হযেছিল। খবগোশ শিকাবে অনেকক্ষণ কাটিয়ে অবশেষে যখন কিছুই পেল না, তখন আবুইয়া ভিন্ন পথে বাড়িব দিকে বওনা হোল। চলাব পথে হঠাৎ একটা পাতা আবুইয়াব পা জড়িয়ে ফেলল। বিডালটা আবুইয়ার মাথায় আব বসে থাকল না, লাফ দিয়ে নীচে নেমেই পাতাটাব ডগায কামড় দিয়ে চাবটা পা দিয়ে খামচাতে আরম্ভ করল। ডগা থেকে রক্তবর্ণের এক প্রকার বস বেবিয়ে আসামাত্র বিডালটা জিভ দিয়ে চাটতে আরম্ভ কবল। কতক্ষণ চাটাব পরই ডগা নেতিয়ে পড়ল। আবুইয়াব পা হতে পাতা আপনি খসে পড়ল। আবুইয়া পাতা হতে মুক্ত হয়েই মেনীকে ডাকল। মেনী আবুইয়াব ডাকে সাড়া দিল না। ক্রমাগত পাতাটা চেটে যখন আর বস পেল না, তখন মেনী পুনবায় আবুইয়ার মাথায় উঠে বসল। আবুইয়া মেনীকে নিয়ে ঘরে ফিরল এবং গ্রামের সকলের কাছে নূতন উদ্ভিদেব কথা জানাল। আবুইয়ার কাছ থেকে নূতন উদ্ভিদেব কথা শুনে গ্রামবাসীবা নূতন উদ্ভিদের সন্ধানে বের হোল এবং আবুইয়ার কথামত অনেকগুলি উদ্ভিদ দেখতে পেল। যে

উদ্ভিদ মানুষেব এবং অন্যান্য জীবজন্তুর রক্ত চুষে খায়, গ্রামবাসী সকলে মিলে এই মানব-শত্রু উদ্ভিদেব বনে আগুন ধবিয়ে দিল। উদ্ভিদগুলি যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তখন তাবা মহানন্দে ঘবে ফিবে এসে দেখল তাদেব মেনী বিষাক্ত পাতা চুষে আধমরা হয়ে শুয়ে আছে। তাড়াতাড়ি কবে মেনীকে দাদুব কাছে নেওয়া হোল। দাদু একটা গাছেব শিকড় বেটে মেনীব মুখে ঢেলে দিলেন। মেনী অনেকক্ষণ বমি কবল, তাবপব সুস্থ হয়ে দাদুব ঘবে এক কোণে শুয়ে থাকল। মেনী আবাম হয়েছিল। এখন মেনী বনে জংগলে যায় না, গ্রামেই থাকে এবং ছোট ছোট সাপ মেবে গ্রামেব লোককে সর্পদংশন হতে বক্ষা কবে। ভেবে দেখ ত বিড়াল আমাদেব কত উপকাবী! তোমাদেব এরূপ বিড়াল আছে কি?

বেজি প্রত্যেক বাড়িতে একটা করে ত আছেই, পাবলে কেউ দুটো করেও বাখে। আমাদেব মতে বেজি হত্যা মহাপাপ। একবাব আমাদেব গ্রামেব একটি ছেলে বেজি হত্যা কবেছিল। গ্রামেব লোক সেই ছেলেটাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছিল। প্রত্যেক গ্রামে একজন ডাক্তাব থাকেন। তিনি যখন শুনলেন ছেলেটা বেজি হত্যা কবেছে তখন তিনি বললেন, "ছেলেটা নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়েছে, এব হাত-পা বেঁধে বাখা অতীব দবকাব, আজ বেজি হত্যা কবেছে, কাল শিশু হত্যা করবে, আবও বড় হলে গ্রামেব লোক হত্যা কববে, ও কি না কবতে পারে?" ছেলেটা গ্রামেব লোক দ্বাবা কয়েকদিন অত্যাচাবিত হবাব পব গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল। তাব বাবা একজন গ্রীক, সে বোধ হয় তাব বাবার বাড়ি চলে গিয়েছিল। তার বাবা থাকতেন তিউনিস্। তোমবা হয়ত মনে করবে, এতদূব কি কবে ছেলেটা গিয়েছিল। চলাব পথে আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদেব দুটো ভয় আছে। প্রথম ভয় বন্য জন্তুর, দ্বিতীয় ভয় আববের। আববা এখনো নিগ্রোদেব মানুষ বলে স্বীকার করে না। এ-সব দুষ্টপ্রকৃতিক লোকের সংখ্যা বর্তমানে খুবই কম। দ্বিতীয়ত আরব মাত্রেই এখন

শহববাসী। কিন্তু বন্য পথে যখন কোনও আবব চলে এবং তখন যদি কোনও নিগ্রোব সংগে তাব দেখা হয় তবে সাধাবণতই নিগ্রো লোকটাকে মোট বইতে বলে। যদি আমরা তাব আদেশ অমান্য কবি তবেই সে একটুও দ্বিধা না কবে গুলি কবে হত্যা কবে। আমবা বন্দুক বাখতে পাবি না কাবণ আমবা আফ্রিকাব নিগ্রো। নিগ্রো ব্যতিবেকে সকল জাতেব লোকই আগ্নেয়াস্ত্র বাখবাব লাইসেন্স পায়। বনে জংগলে চলাব সময আববদের মন এতই কঠোব হয় যে পনব ষোল বৎসবের ছেলেও যদি ভুল কবে আববেব তাঁবুতে চলে যায, তবে তাকেও ক্রীতদাসে পবিণত কবাব চেষ্টা কবা হয়। এতে অবাধ্য হলে মৃত্যু অনিবার্য।

আমাদেব সামাজিক জীবনেব কথা অনেক বলা হয়েছে, এখন আমাব তীব-ধনুব কথা বলি। ধনুটা ঠিক হয়ে যাবাব পব তীব তৈবীতে মনোনিবেশ কবলাম। প্রায় দুই শত তীব তৈবী হবাব পব বনে জংগলে বেব হ'ব ঠিক কবেছি, অমনি একজন লোক বললে, যুদ্ধ আবম্ভ হয়েছে, বৃটিশ সবকাব অনেক নিগ্রো সেপাই নিযুক্ত কববে। এ বিষয নিয়ে দাদুব ঘবে সভা হয়, দাদু সকলকে বললেন, "এই যুদ্ধেব সংগে আমাদেব কোনও সম্পর্ক নেই। বোগে এবং বন্য জন্তুব কবলে পড়ে আমাদেব অনেক লোক প্রত্যেক বৎসবই মবে; বৃটিশ থাকুক আব জার্মান আসুক ক্ষতি-বৃদ্ধি আমাদেব মোটেই হবে না। তোমাদেব মধ্যে যাবা সেপাই হবার উপযুক্ত, বনে জংগলে চলে যাও এবং নূতন গ্রাম তৈবী কব।" দাদু আমাকে বললেন, "তোমার তীব-ধনু হয়েছে, এখন গ্রাম ছেড়ে বনে যাও। বনে একা থাকবে জব্বু, তাতে জ্ঞান অর্জন হবে।"

দাদুব আদেশ পাওয়া মাত্র আমি বনে জংগলে নিজের যথাসর্বস্ব, তীর-ধনু ও একখানা চাকু নিয়ে রওনা হলাম। উদ্দেশ্য গভীর বনে যাওয়া কিন্তু এবাবেব অভিজ্ঞতা বলবার পূর্বে তোমাদেব কাছে আমার একটি পুরাতন অভিজ্ঞতা বলব যা শুনলে বুঝতে পাববে বনে জংগলে দিন কাটানো কত কষ্টকর।

তখন আমি বেশ ছোট ছিলাম। বয়স পনর হতে ষোল। খেয়াল চাপল নাইরবী দেখতে হবে। নেওয়সা হতে নাইরবী রেলগাড়ি যায়। গাড়ির ভাড়া যোগানো কঠিন ব্যাপার। আমার আগ্রহ দেখে মা কোথা হতে গাড়িভাড়া এবং আরও একটি শিলিং আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এখন থেকেই তোমার জেনে রাখতে হবে, আমরা টাকা পয়সার মালিক হতে পারি না। বৃটিশ সরকার আমাদের সে পথ বন্ধ করে রেখেছে। নাইরবী হতে ফিরে আসার খরচ সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। যদি বাড়িতে ফিরে আসতে হয় এবং টাকা পয়সা না থাকে তবে হেঁটেই ফিরে আসবে।"

নাইরবীতে কোথায় থাকতে হবে, কি খাব সে কথা আমার মা মোটেই উত্থাপন করেননি। তিনি বোধ হয় জানতেন খেটে যারা খায় তারা কোনও উপায়ে নিজের খাদ্য যোগাড় করতে পারে। মায়ের মনে আর আঘাত দিতে ইচ্ছা হল না, রেলগাড়িতে করে নাইরবীতে রওনা হলাম।

আমরা যে গাড়িতে ভ্রমণ করি সেই গাড়ি রেলস্টেশনে পূর্বে যেত না, বর্তমানে যেতে আরম্ভ করেছে। পূর্বে শুধু বিদেশী যাত্রীদের গাড়িই রেলস্টেশনে পৌছত। আমাদের গাড়িটা স্টেশন হতে অনেক দূরে থামল। আমরা গাড়ি হতে শেষে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। কতদূর যাবার পরই একজন শ্বেতকায় দৌড়ে এসে বললেন, "এদিকে নয় প্লেটফর্মের বাইরের দিকে যাও।" ভাবলাম আবার কি নিয়ম?

শ্বেতকায় প্রভুর আদেশ মান্য করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আমরা বাইরের দিকে প্রায় দু'মাইল হেঁটে শহরে পৌছলাম। শহর দেখতে খুবই সুন্দর। ইচ্ছা হচ্ছিল এমন শহরে সারাজীবন কাটিয়ে দেই। কিন্তু আমাদের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়।

ভাবছিলাম নাইরবীতে খাবার এবং থাকবার জায়গা অতি সহজে

যোগাড় কবতে পাবব কিন্তু সেই কাজটি তত সহজ ছিল না। শহরে থাকতে হলে পাশের দরকাব হয়, আমি তা জানতাম না। এই নিয়ম শুধু নিগ্রোদেব প্রতিই প্রযোজ্য। বুঝে নাও আমরা কত দুর্ভাগা জাত। নাইববী আমাদেব দেশেব একটি শহব অথচ আমাদেবই শহবে থাকতে পাশেব দবকাব হয়। এটা কি অপমানজনক নয়? আমরা মান অপমান কাকে বলে জানি না ; সেইজন্যই বৃটিশ সবকাব আমাদেব এই ব্যবস্থা কবেছেন।

নিগ্রোদের জন্য যিনি পাশ মঞ্জুব কবেন তিনি হলেন একজন বৃটিশ পুলিশ অফিসার। তাঁব কাছে উপস্থিত হলেই তিনি শহবে যাবার পাশ মঞ্জুর কবেন না। যাব বাড়িতে খেটে খেতে হবে তিনি যদি নিজে অথবা চিঠি লেখে দেন তবে পাশ পাওয়া যায়। এই অবস্থায় চাকবি অর্থাৎ মজুরী কার বাড়িতে পাব তাই হয়ে দাঁড়াল সমস্যা।

চাকবি যোগাড় করা সহজ কাজ নয়। যতদিন কাজ যোগাড় না হবে ততদিন শহবেব বাইবে থাকতে হবে। শহরেব বাইবে থাকাব বন্দোবস্ত সহজে হয়ে গেল। কিন্তু বোজ সাড়ে তিন মাইল দুব থেকে এসে চাকবি খোঁজ করবাব পবিশ্রমেব কষ্ট সহজেই বুঝতে পার। তাবপর অভুক্ত অবস্থায় শহব হতে ফিবতে হ'ত নিগ্রো গ্রামে, তা আব একটা বড় পবিশ্রম। শহব ছোট হলে কি হয়? এক বাড়ি হতে অন্য বাড়ি যেয়ে চাকবি আছে কি না জিজ্ঞাসা করা, কর্তা বাড়িতে না থাকলে অপেক্ষা কবা, অপেক্ষা করাব সময় হয় ত কর্তাব স্ত্রী একটা কাজের আদেশ দিলেন, সেই কাজ যদি না কবা যায় তবে গিন্নী নিশ্চয়ই রাগ কববেন ; সেই কাজ করে দেওয়া, তাতে পবিশ্রম হয়, ক্ষুধা হয় কিন্তু কিছুই খেতে পাওয়া গেল না অর্থাৎ চাকরি পাবার পুর্বে কারো কাছে কিছু চাইতেও ইচ্ছা হয় না। এই করে যখন শহব হতে সাড়ে তিন মাইল উঁচুনীচু পাহাড়ে পথ অতিক্রম কবে গ্রামে ফিরতাম তখন দাঁড়িয়ে থাকবারও ক্ষমতা থাকত না।

শহব হতে ফিবে যেয়ে মাটিতে শুযে থাকতাম, উঠতে ইচ্ছা হ'ত না। যাঁর বাড়িতে থাকতাম তিনি বডই দয়ালু। একটু বিশ্রামেব পবই কিছু খেতে দিতেন। লক্ষ্য কবে দেখেছি আমার পরিশ্রান্ত শবীব এবং শুষ্ক মুখ দেখে একটি বিদেশীব প্রাণে একটুও দয়া হয়নি। যাদেব দয়া নাই, মায়া নাই তাবাও নাকি সভ্য ?

একদিন একজন আববেব বাডিতে যাবাব পব শুনলাম তাঁব একজন মজুবেব দবকাব আছে। আমি তাঁর বাডিতে কাজ করতে বাজি হলাম। সর্ত হল তিনি দুই বেলা তাঁদেব উচ্ছিষ্ট খেতে দেবেন এবং বাবান্দার বাইবে থাকতে দেওযা হবে। আমি তাতে বাজি হলাম।

তিনিই আমাব জন্য পাশ কবালেন। পাশ পেযে যাবার পব আপ্রাণ পবিশ্রম কবে কাজ কবতে থাকলাম এবং আমার প্রভু যাতে সুখী হন তাবও চেষ্টা কবছিলাম। একদিন প্রভুব বাড়িতে একজন অতিথি এসেছিলেন। তিনি এসেছিলেন উগাণ্ডা হতে।

অতিথি জাতে ইণ্ডিযান্। একদিন তোযাজ কবে যখন ইণ্ডিয়ান্ খাচ্ছিলেন তখন আবব বলতেছিল, "তুমি হলে ইণ্ডিযান্ থাকো উগাণ্ডাতে, দেখেছ ত সেখানকাব লোক কতকটা সভ্য, এখানকাব লোক কিন্তু সভ্যতাব আলো মোটেই পায় নি। অনেকে আল্লার নামও জানে না। এখানে নিগ্রোদের কাফেব ছাড়া আব কি বলা যেতে পারে? কাফেরগুলির বিবাহের কোনও নিযম নাই, যে-কোনও যুবতীকে ধরে নিলেই হল।"

আরবটাব কথা শুনে দুঃখিত হয়েছিলাম কিন্তু প্রতিবাদ করবার মত সাহস ছিল না। আমাদের বিবাহ-পদ্ধতি পরে তোমাদের কাছে বলব। এখন একজন ইণ্ডিয়ানেব বিবাহ-পদ্ধতি তোমাদের কাছে বলছি। পাশেব বাড়িতেই একটি ইণ্ডিযান পবিবাব থাকতেন। যুবক এসেছিল তাব ভবিষ্যৎ স্ত্রী কেমন হবে দেখতে। অনেকক্ষণ কথা বলার পব যে যুবতীর সংঙ্গে বিয়ে হবার কথা হয়েছিল সেই যুবতী দাঁড়ালেন

এবং হাতজোড় করে যুবককে নমস্কাব কবলেন। যুবতীব অবস্থা দেখে অবাক হলাম। স্ত্রীলোক পুরুষকে সম্মান দেখাবে সে কেমন কথা? তাবপব শুনলাম ছেলেব বাবা নাকি হাজাব দশেক শিলিং মেয়ের বাবাব কাছে বিবাহেব যৌতুক দাবী কবেছেন।

আমি হলাম কিকুউ জাতেব লোক। আমবা তোমাদের কাছে অসভ্য কিন্তু আমাদেব মা-বোনেবা কখনও কোনও পুরুষের কাছে মাথা নত কবেন না। স্ত্রীলোকেব পক্ষে পুরুষেব কাছে মাথা নত কবা আমবা তা সহ্য কবতে পাবি না। ছোটবেলায় মা আমাদের সকল বিপদ হতে বক্ষা করেছেন, সেই মা একটা পুরুষেব কাছে মাথা নত কববেন তা কি কবে সহ্য কবা যায়? আমবা হাজাবো অসভ্য হই, হাজাবো নেংটা থাকি তবুও আমাদেব মা-বোন আমাদের সম্মানের। আবব এবং ইণ্ডিয়ান্‌রা স্ত্রীলোককে কি ভাবে জানি না, বোধ হয় মা-বোনই ভাবে কিন্তু কার্যে তাব পবিচয় পাওয়া যায় না।

এই ত হোল এক গোছের জীবন-বাহিনী। অন্য গোছেব জীবন-বাহিনীও বলছি একটু মন দিয়ে শোন। আববটা বলছিল আমাদের মায়েবা নাকি তাদেব শিশুদেব বন্যজীব দিয়ে খাইয়ে ফেলেন। এব চেয়ে বড মিথ্যা বোধ হয় আব নাই। আমাদেব মায়েদেব অনেক কাজ করতে হয়। বাত্রে ঘবে ফিবে এসে শিশু কোলে নিয়ে শোওয়ামাত্র গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে যান। মায়েব নিদ্রাবস্থায় পিতা যদি সন্তানের প্রতি লক্ষ্য না বাখেন তবেই বিপদ আসে। অনেক মা পিতাকে স্বগৃহে থাকতে দেন না। এটা আমাদেব নিয়ম, বয়স্ক মেয়েদের নিয়ে যে ঘবে মা থাকেন সেই ঘবে পিতার স্থান নাই। মায়েব ঘুমন্ত অবস্থায় হায়েনা নামক জানোয়াব শিশুব প্রতি লোভ দৃষ্টি রাখে এবং সুযোগ পেলেই শিশুকে নিয়ে খেয়ে ফেলে। যাতে এরূপ দুর্ঘটনা না ঘটে সেইজন্য মায়েরা এবং বাবারা মিলে ঘর বেশ শক্ত করে তৈরী করার চেষ্টা করেন।

আজকাল আমাদের গ্রামে শিশু-চোব হায়েনা দেখামাত্র গ্রামবাসী সকলে মিলে আক্রমণ কবে এবং যে পর্যন্ত হায়েনাকে ধরে হত্যা না কবতে পাবে সেই পর্যন্ত সকলে মিলে শিশুদের পাহাবা দেয়।

দুঃখেব সহিত বলছি আমাদের শিশু হায়েনার কবলে পড়ে যত না মবে তাব চেয়ে বেশী মবে না খেতে পেয়ে। আজকাল আমবা যেই একটি বিজার্ভ আবাদ কবলাম অমনি সবকাব থেকে আমাদেব আবাদী বিজার্ভ কেনা হযে যায় এবং আমাদেব নূতন জংলী জায়গাতে নূতন কবে আবাদ কবতে হয়।

আমবা নাকি বিদেশীদেব ছেলেমেযেকে বডই ঘৃণা কবি—এটা শুধু গল্প নয় সংবাদপত্রেও প্রচাবিত হয। আমাদেব দেশে বান্তু নামে এক শ্রেণীব লোক আছে তাবা বিদেশী ভাষা খুব যত্নেব সহিত শিখে। ইংলিশ, আববী এমন কি কেহ কেহ ফবাসী ভাষা লিখতে এবং পড়তে পাবে। তাবা সংবাদপত্র কিনে এবং পড়ে। তাদেব মুখে শুনেছি আমরা বিদেশী শিশুদেব ঘৃণা কবি এবং পাবলে হত্যা কবি। তোমবা শুনে অবাক হবে, আবব, ইণ্ডিযান্ এবং বৃটেনদেব ছেলেমেযেবা তাদেব মাতৃভাষা শিখবাব পূর্বে আমাদের সাধাবণ ভাষা সোহেলী শিখে ফেলে। তাব একমাত্র কাবণ হল শিশুব জন্ম হবাব পবই নিগ্রো স্ত্রীলোক বিদেশীদেব ছেলেমেয়েকে লালনপালনের ভার গ্রহণ করে। বিদেশী মায়েবা অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে স্তনেব দুধ পর্যন্ত দিতে পছন্দ কবেন না। স্তনেব দুধ বেশি কবে সন্তানকে খাওয়ালে মায়েব শবীব নষ্ট হবে এটাই সভ্য বিদেশী স্ত্রীলোকের ধারণা, আমাদেব ধাবণা একেবাবে পৃথক। আমাদেব মা-বোন নিজেব স্তনেব দুধ দিয়ে বিদেশীদেব ছেলেমেয়ে পালন কবতে একটুও দ্বিধা করেন না। যারা নিগ্রো স্ত্রীলোকেব স্তনেব দুধ খেয়ে বড় হয় তারা নিগ্রো ভাষা শিখবে প্রথম তাতে আব আশ্চর্য কি হতে পাবে?

এব পবেও বলছি, আমরা শিশু, স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদেব কোনও মতেই আঘাত কবতে পাবি না। আমাদেব সামাজিক আইনেব আদেশ হল যদি কাউকে শিশু হত্যা কবতে দেখতে পাও অমনি তার ঘাড়ে চাপবে এবং শিশুহত্যাকাবীকে সেখানেই হত্যা কববে। স্ত্রীলোককে যদি কেউ অপমান কবে তবে তাব বুকে বল্লম ঢুকিয়ে দেবে। যদি কেউ বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাকে অপমান কবে তবে তাকে গ্রাম হতে বেব কবে দেবে। তোমবা তোমাদেব ধর্ম পবিত্যাগ কবতে পাব কিন্তু আমবা আমাদেব সমাজ এবং সমাজেব নিয়ম কখনও লঙ্ঘন কবি না। লঙ্ঘন কবতে গেলেই আমাদেব বুক কাঁপে, মনে হয় সন্নিকটে অমঙ্গল দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদেব মধ্যে একটি প্রবাদবাক্য আছে সেই প্রবাদবাক্য মতে পৃথিবীতে যত জাতেব লোক আছে তাবা সবই শ্বেতকায় হয়ে যাবে। এই প্রবাদবাক্যেব সুযোগ নিয়ে আবব এবং পর্তুগীজেবা আমাদেব দেশে প্রবেশ কবেছিল। আমবা সেই প্রবাদবাক্যেব দাদন অনেক দিয়েছি। আবব এবং পর্তুগীজবা আমাদেব দেশেব লোক ধবে নিয়ে বিদেশে বিক্রি কবেছে শুনেছি। আবও শুনেছি জান্‌জিবাবেব এবং মোম্বাসাতে নিগ্রোদেব গুহাতে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হত। তা বলে প্রবাদবাক্য বিফল হয নি, ফলতে আবম্ভ হয়েছে। আমাদেব দেশে সুমালী নামে এক জাতেব লোক দেখা যায়; আমাব মা বলেছেন, সুমালী জাতেব সৃষ্টি হয়েছে গ্রীক, তুরুক, আবব এবং নিগ্রোদেব সংমিশ্রণে। সুমালীদেব শবীবেব বং ক্রমেই ফর্সা হতে চলেছে। পুর্বে সুমালাবা আববদেব মেয়ে বিয়ে কবতে পারত না, বর্তমানে অনেক আবব মেয়ে স্ব-ইচ্ছায় সুমালীদেব বিয়ে কবে এবং তাদের ছেলেমেয়েদেব রং অবিকল শ্বেতকায়দের মতই হচ্ছে। তোমরা যদি সিসেল্ দ্বীপে যাও দেখবে সেখানেব লোক সবাই

শ্বেতকায় হয়ে গেছে। পূর্বে সবাই ছিল নিগ্রো, পবে এসেছিল ফবাসী। ফবাসীবা সেখানকাব নিগ্রো মেয়ে বিয়ে কবত এবং এখনও বিয়ে কবে। তাদেব সন্তানেবা একেবাবে শ্বেতকায হচ্ছে। আমাদের প্রবাদবাক্য মিথ্যা নয়। হযত ভবিষ্যতে আমাদেব প্রবাদবাক্য সঠিকভাবেই সকলেব কাছে প্রমাণিত হবে। প্রবাদবাক্য ঠিক হোক তাতে আমাদেব ক্ষতি নাই কিন্তু আমবা আব কাবো গোলাম থাকব না।

আববেব বাড়িতে দুই মাস চাকবি কবাব পব শবীব দুর্বল হয়ে যায়। হাড়ভাঙা খাটুনি তাবপব বাত্রে ঘুম মোটেই হত না। আবব আমাকে ঘবে শুতে দিত না। ঘবেব বাবান্দায় কুকুবের মত কুণ্ডলী পাকিযে শুযে থাকতে হত। নাইববী শীতেব জায়গা। এখানে বাইবে ঘুম হতে পাবে না। সকালবেলাব কন্‌কনে ঠাণ্ডা কে সহ্য কবতে পাবে? বাধ্য হযেই চাকবি ছেড়ে দিযে নেওযাসাব দিকে ফিবতে হযেছিল। নেওযাসা অস্বাস্থ্যকব স্থান অর্থাৎ নীচু জায়গা যতটা সবটাই আমাদেব বিজার্ভ। বিজার্ভ হলে কি হয, মাঝে মাঝে ইণ্ডিয়ান্ অধ্যুষিত শহব বযেছে সেখানে, আমবা মাল-মসলা কিনতে পাবি কিন্তু বিক্রি কবতে পারি না। আমাব ইচ্ছা ছিল একখানা দোকান কবি। মাকে সেই বিষযটা বলেওছিলাম। মা বলছিলেন আইনমতে আমবা দোকান কবতে পাবি না, দোকান হতে সওদা কিনতে পাবি মাত্র। মায়েব মুখ থেকে এই অন্যায় আইনেব কথা শুনাব পব বৃটিশ প্রভুদেব প্রতি আমাব শ্রদ্ধা কমে গিয়েছিল।

নাইববী হতে ফেববাব পথে দেখা হযেছিল এক বাল্যবন্ধুর সংগে। বাল্যবন্ধু মোম্বাসা শহবে গিয়েছিল। সেখানে জাহাজ আসে, জাহাজে কবে বিদেশী লোক আসে, অনেক দেখাব মত জিনিসও বয়েছে। সে প্রথমত আমাব কাছে মোম্বাসা শহবে নিগ্রো নির্যাতনেব স্থড়ং এব কথা বলেছিল। পর্তুগীজ এবং আবববা যখন নিগ্রো ব্যবসায়ের

ব্যবসা বেশ জমিয়েছিল তখন বৃটিশ প্রভুবা প্রতিবাদ করেছিলেন। কে কাব প্রতিবাদ শোনে। অবশেষে বৃটিশ প্রভুরা আবব এবং পর্তুগীজ প্রভুদেব নৌকা দেখলেই কামানেব গুলি ছুঁডতেন। আফ্রিকাব বন্দবে হানা দিয়ে দেখতেন কেউ নিগ্রো দাস ব্যবসা চালাচ্ছে কি না? মোম্বাসা শহরে অনেকবারই বৃটিশ প্রভুবা পর্তুগীজদেব কুঠি হানা দিয়ে পবীক্ষা কবতেন। বৃটিশবা যাতে নিগ্রো দাসদেব না দেখতে পায় সেইজন্য সুড়ং খুদে তাবই মধ্যে নিগ্রো দাসদেব বাখা হত। আমাব বাল্যবন্ধু সেই সুড়ংটা দেখে এসেছে। কি দুর্গন্ধময় সেই সুড়ং। অনেক নবকংকাল সেখানে দেখতে পাওযা যায়। এতেই বুঝতে পাব আমাদেব প্রতি পূর্বে কত অত্যাচাব হযেছে এবং এখনও ভিন্ন পন্থায কত অত্যাচাব চলছে।

আমাব বাল্যবন্ধু অতি সাহসী লোক। সে কখনও কাউকে ভয় কবত না। একদিন একটা আবব আমাব বাল্যবন্ধুকে ছোবা নিয়ে আক্রমণ কবে। সে পালায় নি। একেবাবে সোজা হযে দাঁড়িযে আক্রমণকাবী আববেব পেটে পদাঘাত কবে। সেই পদাঘাতেই আরবেব মৃত্যু হয়। দুঃখেব বিষয় হল, আবব প্রথম আক্রমণ কবেছিল আমাদেব বৃটিশ প্রভু সেই বিষয় একটুও মানতে বাজি ছিলেন নি। আববকে পদাঘাত কবেছে তাই দেখছিলেন বেশি কবে। আমাব বন্ধু দেখলে যদি বৃটিশ আদালতে বিচাব হয় তখে অনেক বৎসব জেলে থাকতে হবে। বৃটিশ জেল ভয়াবহ স্থান। সেখানে না যাবাব জন্য সে পালিয়েছিল জংগলে। জংলী পথেই তার সঙ্গে আমাব দেখা হয়। সে বলছিল, "ভ.ই. যদি মানুষেব মত বেচে থাকতে হয় তবে আমাদেব দেশ থেকে বিদেশীকে তাড়াতে হবে। বিদেশীকে তাড়াতে হলেই বৃটিশকে তাড়াতে হবে প্রথম।"

বৃটিশকে তাড়ানো সম্ভব হবে কি না জানি না কিন্তু আমার প্রায় বন্ধুবাই বিদেশীদেব পছন্দ কবে না। তা বলে আমবা বিদেশীদের

ছেলে-মেয়েকে ঘৃণা কবি না অথবা অযথা চোখ লাল কবে কথাও বলি না। আমাদের সমাজ শিশুব প্রতি অত্যাচাব কবা গর্হিত কাজ বলেই মনে কবে।

আমাব বন্ধুব নাম নিক্কু। তাকে জিজ্ঞাসা কবেছিলাম, বর্তমানে যেমন কবে বন্য জীবন কাটাচ্ছে, এইভাবেই তাব সারাজীবন যাবে কি ?

সে বলছিল দববাব হলে এইভাবে সে সমস্ত জীবন কাটিয়ে যাবে, ইতিমধ্যে সে বৃটিশ তাডাবাব কথাই ভাবছে বেশি কবে এবং সুযোগ পেলেই বৃটিশ তাড়াবাব কাজে ব্রতী হবে।

নিক্কু জিজ্ঞাসা কবেছিল, দববাব হলে আমাব সাহায্য পাবে কি না ?

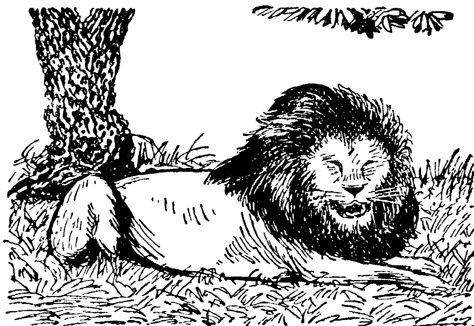
আমি বলছিলাম, "নিশ্চযই আমাব সাহায্য পাবে।"

আমি চলছিলাম আমাব গ্রামেব দিকে, নিক্কু চলছিল নাইববীর দিকে। তাকে বললাম, "নিক্কু, আমাদেব গ্রামে যাবে ?"

হাঁ ভাই নিশ্চযই যাব, আমাব ত গ্রাম নেই, আমাব গ্রামে গেলেই আমাকে পুলিশ ধববে, চল তোমাদেব গ্রামে যাই মাস দুই থাকা যাবে।

আমবা চললাম আমাদেব গ্রামেব দিকে। দুই বন্ধুতে নিশ্চিন্ত মনে চলেছি। আমাদেব ধাবণা ছিল, সাত হতে দশ দিন পর্যন্ত গ্রামে পৌছতে লাগতে পাবে। খাদ্যের অভাব ছিল না। পথের দুই পাশে জংলী লতাপাতা এবং পশুমাংসই খাদ্যরূপে ব্যবহাব করতে পারব। আমাদেব চিন্তাব বিষয় ছিল রাত কাটানো। এদিকে হিংস্র পশুর সংখ্যা খুবই বেশি। পথেব পাশেই পশুদের রিজার্ভ। পশুদের রিজার্ভ নাইরবী যাবার পথে দেখতে পাই নি, ফেববার পথে পশুস্থান দেখে যাবার ইচ্ছা ছিল। নিক্কুকে মনের কথা বলায় সে বললে, "তাতে আর দোষ কি, আমার সময় কাটানো নিয়েই কথা। যে-কোনও রূপে সময় কাটালেই হল।"

যাতে তাড়াতাড়ি পশুস্থানে পৌঁছতে পারা যায় সেইজন্য আমরা আরও দক্ষিণ দিকে চলতে আরম্ভ করলাম। কতক্ষণ যাবার পরই নিক্কু থমকে দাঁড়ালো।



সংরক্ষিত বনে সিংহ

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে ?

নিক্কু বললে, চুপ কর, এদিকে যেন একটি আস্কারী (পুলিশ) আস্তে দেখলাম।

তোমার পুলিশাতংক রোগ হয়েছে।

নিক্কু আমাকে ধমক দিয়ে বললে, জেলে গেলেই হল না। বাইরে থাকতে হবে, মুক্ত বিহংগমনের মত এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে হবে, কিকুউ জাতকে জাগাতে হবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ ?

এর মানে, পাখীর মত উড়া, কিকুউ জাতকে জাগানো বেশ ভাল করেই বুঝেছি, কথা হল আমরা কেউ ঘুমিয়ে থাকছি না, তুমিও না। সকালবেলা যদি কেউ ঘুমিয়ে থাকে তবে তুমি তাকে জাগাতে পার,

রাতে যদি কেউ ঘুমায় তবে তাকে কেউ জাগায় না। বাস্তুরা অনেকেই বলে "দেশটাকে জাগাবে।" দেশ ত হল মাটি। মাটি কি ঘুমায়?

নিক্কু আব কথা বললে না, চুপ কবে থাকল। কতক্ষণ পব বললে, এবাব চলা যাক, এটা পুলিশ নয় একটা চিতা বাঘ। আমাদেব আস্কাবীদেব দেখতে অনেকটা চিতা বাঘেব মতই দেখায়। এদেব জ্ঞানও চিতা বাঘেব মতই, জানে শুধু খেতে আব শুতে।

আমি বললাম, আসকাবীবা কাজও কবে।

হাঁ, কাজ কবে বই কি, নিজেব জাতেব লোককে ঠেঙ্গাতে জানে, আবও কিছু জানে তাবা—শ্বেতকায প্রভুদেব পদসেবাও করতে জানে।

নিক্কু এব বেশি একটি কথাও বললে না। সে চলতে আবম্ভ কবলে।

নিক্কু যা বলছিল সবই মনেব দুঃখে বলছিল বুঝতে পেবেছিলাম। বুঝতে পেবেছিলাম বলেই আব উচ্চবাচ্য কবিনি। সে যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকে চলতেছিলাম। আবও ভাবছিলাম একজন আস্কাবী যা মাসিক মাইনে পায তা অতি সামান্য, একটি খবগোশেব চামডাব দামেব চেয়েও কম তবুও তাবা দেশদ্রোহী হয় কেন? তাদেব যে অভাব আমাদেবও সেই অভাব। আবব যখন আমাদেব দেশে লুটপাট কবত, পর্তুগীজ যখন আমাদেব লোক ধবে নিযে বিদেশে গোলাম কবাব জন্য চালান দিত, তখন আবব অথবা পর্তুগীজদের কেউ সাহায্য করত না, কেউ তাদেব কাজ কবত না। বৃটিশ নিশ্চয়ই আরব এবং পর্তুগীজ হতে বুদ্ধিমান, সেজন্যই অনেক বেতনভোগী গোলাম পাচ্ছে।

পশুস্থানে পৌছতে আবও দুই দিন লাগবে। পথে গ্রাম ছিল না। রাত্রে একটা পবিষ্কাব স্থানে আগুন জ্বালিয়ে থাকতে হবে। আমাদেব সে মতলবই ছিল। কতক্ষণ যাবার পর অনেকগুলি লোকেব সংগে দেখা হল। তাবা নাইববী যাচ্ছিল। তাদেব পুরোভাগে যিনি ছিলেন তিনি একজন পাদবী। ঈশ্বরের কথা শুনিয়ে আমাদের

জাতেব লোককে পরিত্রাণ করতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এদেব দেখে আমবা গা-ঢাকা দেবার জন্য জংগলে প্রবেশ করলাম। জংগলটা ভালই ছিল। গাছেব নীচে অনেক শুকনা পাতা পড়ে রয়েছিল। চকমকিতে আগুন ধবিয়ে শুকনা পাতাতে লাগিয়ে দিলে বেশ ভালই দেখায়, কিন্তু সেরূপ দুষ্ট বুদ্ধি যদিও উঁকিঝুকি মাবছিল তবুও বনে আগুন দিতে প্রবৃত্তি হল না। বনে আগুন লাগলে অনেক প্রাণী মাবা যাবে। হয় ত আমাদেব লোকও বনে কোনও কাজে যদি এসে থাকে তাবাও পালাবাব পথ পাবে না। বনেব আগুন দেখতে ইচ্ছা হল না।

সন্ধ্যাব পূর্বেই আমবা একটি পবিষ্কাব জায়গা খুঁজে বেব কবলাম। সর্বপ্রথম কাজই ছিল আগুন জ্বালানো। আধঘণ্টাব মধ্যে বেশ বড় একটা আগুন জ্বালাতে পাবলাম। তাবপব স্নান। পাশেই একটি নালা বয়ে যাচ্ছিল। পাহাড়েব ঠাণ্ডা জল বয়ে যাচ্ছিল সাগবেব দিকে। আমবা নালাতে ভাল কবে স্নান কবে নিলাম। নিক্কুব মাথায় চুল ছিল না, আমাব মাথা ত একেবাবে পবিষ্কাব করা ছিল। মাথা মুণ্ডন কবা আমাদেব মধ্যে প্রচলন নাই, কিন্তু যাবাই একটু শিক্ষিত হয়েছে তাবাই খুব দিয়ে মাথাব চুল চেঁছে ফেলে দেয। কেহ কেহ ক্লিপ দিযেও চুল কাটে। আমাদেব চুল কাটতে কাঁচি ব্যবহাব খুব কমই হয়। যাদেব মাথায প্রচুব চুল থাকে তাবা মাথা ধুতে পারে না। ধুলে অন্তত দুই তিন ঘণ্টা সময় চুল শুকাতে লেগে যায়।

আরও একটি মজাব কথা বলি, যাবাই খুব দিয়ে ক্রমাগত চুল চেঁছে ফেলে দেয়, ভবিষ্যতে তাদেব চুল পাতলা এবং মোটা হতে আবম্ভ কবে। ভবিষ্যতে হয় ত আমাদেব চুল পাতলা এবং মোটা হবে, তখন ভেড়ার লোমেব মত চুল আব আমাদেব কষ্ট দেবে না।

স্নান কবে ফেরবার পথে কয়েকটি বনজ গাছেব গোড়া নিয়ে এলাম এবং তাই পুড়িয়ে খেয়ে বাত কাটাতে মনস্থ কবলাম। নিক্কু

একটা ফাঁদ পাতলে। তাতে যদি বন মোরগ অথবা সেই ধরণের কোনও পাখী পড়ে তবে আমাদের খাদ্যেব কোনও কষ্ট হবে না। ফাঁদ পাতা হয়ে গেলে কয়েক টুকরা মিষ্টি গাছের চামড়া অতি পাতলা করে কেটে ছাড়িয়ে দিলে নিক্কু।

নিক্কু বড়ই চতুব, দেখতে দেখতে একটি গিনি ফাউল ফাঁদে পা দিল। গিনি ফাউলটাকে ধবে তখনই হত্যা করা হল। নিক্কু রান্না কবতে জানত। সে গিনি ফাউলটাকে পবিষ্কাব কবে কেটে মাংসের সংগে লবণ মাখিয়ে কয়েকখানা কাঠেব মধ্যে জড়িয়ে আগুনে ফেলে দিলে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ঝলসানো মাংস বেব কবে আমাকে কিছুটা খেতে দিলে এবং নিজেও খেতে আরম্ভ কবলে। বেশ উত্তম মাংস, সব্জী খেতে মোটেই ইচ্ছা হল না। মাংস খেয়েই পেট ভরে নিলাম। তাবপব ঘুমাবাব পালা। নিক্কু বললে সে শেষবাত্রে ঘুমাবে। তাব সংগে একটা বই ছিল। উত্তপ্ত আগুনের আলোতে সেই বই পড়তে আবম্ভ কবলে, আমি নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে আরম্ভ করলাম। কতক্ষণ পব নিক্কু আমাকে অতি সন্তর্পণে জাগালে এবং বললে, "জব্বু, ভয় করিস্ নে, সামনে যাই আসুক আমবা দস্তবমত লড়াই করে মবব।"

চোখ খুলেই দেখি সামনে একটা প্রকাণ্ড সাপ। আমাদের গেলাব জন্য তৈবী হয়ে আছে। কাছেই কতকগুলি উদ্বৃত্ত কাঠ ছিল, আমি সেই কাঠ একটি একটি করে আগুনে দিতে আবম্ভ করলাম। কাঠ যখন আগুনের উত্তাপে পট পট শব্দ কবছিল তখন সাপটা লেজ নাড়িয়ে বুঝাচ্ছিল আমাদের আর বক্ষা নাই। ধীরে ধীবে আগুনটা যখন বেশ জেগে উঠল তখন নিক্কু এক মুঠা ছাই ধুলার সংগে মিশাতে আরম্ভ করলে। ছাই এবং ধুলা বেশ ভাল করে একত্রিত করে নিক্কু বললে, "জব্বু, আগুনটা ছড়িয়ে দে।"

একটা লম্বা কাঠ দিয়ে আগুনটাকে ছড়িয়ে দেওয়ামাত্র সাপটা একটু সববাব জন্য যেই মুখ ফেবাতে যাচ্ছিল অমনি নিক্কু পেছন দিক থেকে সাপেব চোখে ধুলা মারলে। সাপটা তবুও একগুঁয়েব মত আমাদের কাউকে ধববাব জন্য বেশ নির্ভীকভাবেই কুণ্ডলী পাকিয়ে বয়েছিল।

নিক্কু সাপটাব গায়ে এক টুকৃবা জ্বলন্ত কাঠকয়লা ফেলে দিলে। সাপ তখন বুঝতে পারল তাব ভুল হয়েছে। আগুনেব কাছে তার কোন বুদ্ধি অথবা শক্তি ব্যবহাব চলবে না। প্রথমত সাপটার চোখ অন্ধ হয়েছিল, দ্বিতীয়ত ক্ষুধা তাকে কাবু করেছিল। দিশেহাবা হযে শেষটায় আগুনেব দিকেই এগিযে চলল। আগুনেব কাছে আসা মাত্র আবাব মুখ ফেবাতে হল। এবাব নিক্কু আবও জ্বলন্ত কাঠ-কযলা সাপেব উপব ফেলে দিল।

সাপটা এবাব আবও উন্মত্ত হযে নিবাপদ দিকে অগ্রসব হতে থাকল। সাপটাকে হত্যা কবার ইচ্ছা আমাব ছিল না। নিক্কুর মতলব অন্য বকমেব ছিল। সে সাপটাকে হত্যা কবাব জন্য সাপের মুখেব দিকে একটা ডাণ্ডা দিযে যেই খুঁচা দিলে অমনি সাপটা মুখ খোলা মাত্র ডাণ্ডাটা সাপেব মুখে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিক্কু সরে দাঁড়াল। আর কি বক্ষা আছে, সাপ ডাণ্ডাটা জড়িয়ে ফেললে। ডাণ্ডা ত জীব নয়, এক টুকৃবা কাঠ মাত্র। সাপ যখন ডাণ্ডার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছিল তখন নিক্কু তাব লম্বা দা প্রজ্বলিত আগুন হতে উঠিয়ে নিয়ে সাপেব উপব ছুঁড়ে মাবল। লম্বা দা আপনি সাপের শরীরে প্রবেশ কবল। সাপটা যন্ত্রণায় ছটপট কবল না, পালাবার জন্য ধাবমান হল। কিন্তু প্রকাণ্ড সাপ খুব কম চলতে পারে। অতি বিপদ দেখলে এক রকমের শব্দ করে। সাপটা শব্দ কবতেছিল। সাপের শব্দ শোনা মাত্র আশপাশের যত জানোয়ার পালাতে আরম্ভ করল।

সাপের শব্দ অতি অল্প শোনা যায়। যা শোনা যায় তা শুধু ফুস্ ফুস্, কিন্তু অজগব শ্রেণীব সাপ বহু বকমেব শব্দ কবতে পারে। সাপটা যখন শব্দ কবছিল, তখন নিক্কু সাপটাকে হত্যা কববাব জন্য জ্বলন্ত কাঠকয়লা সাপেব উপব ঢালতে আবম্ভ করলে। এবাব সাপটা সত্যিই শবীবেব ভার ছেড়ে দিয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে থাকল। আমি ত দূবে বসেছিলাম তবুও নিক্কু বললে এবার সাপটা মরণ কামড় দেবাব চেষ্টা কববে, আবও দূবে সবে যাও। নিক্কুও দূবে সবে এল। মবণ কামড দেবাব জন্য সাপটা লেজ হতে মাথা পর্যন্ত আছড়াতে থাকল। তারপব অনেকটা অচেতন হল। আমবা কিন্তু কাছে গেলাম না। সাপ সহজে মবে না। দূব থেকে জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মাবতে থাকলাম। অবশেষে জ্বলন্ত কাঠ সাপটার মাংস জ্বালাতে থাকল। আমবা দেখলাম সাপটাব অনেকটা পুড়ে গেছে।

সুখেব বিষয় সাপটা মবে যাবাব পব আমবা ঘুমাতে পেবেছিলাম এবং ঘুমন্ত অবস্থায় অন্য কোনও জানোয়াব আমাদের কাছেও আসেনি।

সকালেই আমাদেব ঘুম ভাঙল। নিস্তেজ শবীব নিযে পথ চলতে আরম্ভ করলাম। এখন থেকে জংগল ক্রমেই কমতে আরম্ভ হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে আমবা তৃণভূমিতে আসলাম। তৃণভূমি কাকে বলে বিদেশীরা সহজে বুঝতে পাবে না। আফ্রিকাতে অনেক পাহাডিয়া অঞ্চল আছে যেখানে বড় বড় গাছ মোটেই হয় না। এরূপ স্থানে তৃণজীবী জন্তু থাকতে পছন্দ কবে।

আমবা যে অঞ্চলে পৌছেছিলাম সেখান থেকে তৃণভূমি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। আমাদেব দৃষ্টি সেই সুন্দর তৃণভূমিব দিকেই ছিল কিন্তু বেশিক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে হাঁটতে পাবছিলাম না। অদূবে কয়েকটি সিংহ বিশ্রাম কবছিল। তৃণভূমিব নিকটে সিংহ, চিতাবাঘ এবং অন্যান্য জাতেব হিংস্র জীব বাস করে। এবা কিন্তু দিনে কাউকে আক্রমণ কবে না,

যদি কেউ তাদেব বিবক্ত না করে। অবশ্য বাত্রে তাবা মানুষও আক্রমণ কবে শুনতে পাওয়া যায়।

নিক্কু সিংহ দেখেই চিন্তিত হযে পড়ল। এবাব আমি তাকে সাহস দিয়ে বল্লাম, ভয নাই বন্ধু, এদেব পেট ভর্তি বয়েছে। এবা আমাদেব আক্রমণ কববে না। তবুও নিক্কু ভযে ভয়ে চলতেছিল। সিংহদেব ছাড়িয়ে আমবা আসলাম একটি ছোট্ট নদীব পাশে, ইচ্ছা জল খাওয়া। নদীব জলে কয়েকটা মহিষ শুয়ে বযেছিল। আমাদেব দেখামাত্র মহিষেবা সন্ত্রস্ত হযে উঠল এবং আমাদেব আক্রমণ কবাব জন্য কুচকাওয়াজ করে দিল। আমি জানতাম মহিষ কত হিংস্র জীব। তাড়াতাড়ি করে আমবা একটা জংগলে প্রবেশ কবলাম। নিক্কু জংগলে প্রবেশ কবতে বাজি ছিল না, তাকে টেনে নিয়ে জংগলে প্রবেশ কবতে হয়েছিল।

আমবা যখন জংগলেব মধ্যে প্রবেশ কবেছি তখন মহিষগুলি আমাদের আক্রমণ কবাব জন্য জংগলেব পাশে ঘুবাফেবা কবতেছিল কিন্তু জংগলে প্রবেশ কবার মত শক্তি তাদেব ছিল না। জংগল কণ্টকাকীর্ণ। কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষবাজিব ভেতব দিযে মহিষ প্রবেশ কবে না। মহিষ জানে কণ্টকাকীর্ণ বনে প্রবেশ কবলে আব ফিবতে পাববে না। প্রত্যেকটা বৃক্ষে বড বড় কাঁটা। প্রত্যেকটা কাঁটা তিন ইঞ্চিবও বেশি লম্বা। একজন মানুষ সহজেই ঘন বৃক্ষপূর্ণ বনে প্রবেশ কবতে পাবে কিন্তু একটা মহিষ প্রবেশ কবতে পাবে না।

আফ্রিকার যে-কোনও হিংস্র জীব হতে রক্ষা পাওয়া যায় কিন্তু মহিষেব হাত থেকে বেহাই পাওয়া অসম্ভব। সে কথা কে না জানে?

আমরা জংগলে প্রবেশ করাব পর থেকে মহিষগুলি আমাদেব আক্রমণ করাব জন্য কণ্টকিত বৃক্ষবাজিব এক পাশে বার বার আসতে লাগল। আমবা জংগল থেকে বেব হলেই মহিষ আক্রমণ করবে সে ভরসা বেখেই মহিষ আসা-যাওয়া কবছিল।

যে পথ দিয়ে আমবা কণ্টকিত বনে প্রবেশ করছিলাম, সেই পথে অন্তত সপ্তাহের মধ্যে বের হতে পারব না মনে হচ্ছিল। উপায়ান্তব না দেখে আমবা অন্য পথে বেব হবাব চেষ্টা করছিলাম। পুর্বেই বলেছি, আমরা জল খেতে বন্য নদীতে গিয়েছিলাম। আফ্রিকাব বন্য নদী সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। নদীব তুই দিক ক্রমেই নীচেব দিকে চলে গিয়েছে। এক তুই শত ফুট নয়, কমেব পক্ষে পাঁচ শত ফুট ত হবেই। নদীব জলেব কাছে যত বড় বড় গাছ ঘন হয়ে বয়েছিল তাতেই কাঁটা ছিল। উপবেব দিকেব গাছগুলিতে কাঁটা মোটেই ছিল না। গাছে কাঁটা হওয়া না হওয়া আবহাওয়াব উপব নির্ভব কবে।

আমরা মাইল পথ হেঁটে মোড় ফেরলাম। জংগলেব মধ্যে মাইল পথ চলতে অন্তত ঘণ্টা তিনেকেব মত সময় লাগে। তিন মাইল কণ্টকিত পথে হেঁটে আমবা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লাম। নিক্কু বল্লে, "বাতটা কণ্টকিত বলেই কাটানো ভাল, অন্তত সাপ, সিংহ, চিতাবাঘ এদেব কাছ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি খেয়ে বাত কাটাতে হবে ?"

নিক্কু বল্লে, আগে ত থাকবাব জায়গা ঠিক হোক, তাবপব ভেবেচিন্তে দেখব বাত্রে কি খাওয়া যায়। আমবা বাত কাটানোব জন্য একটি উত্তম স্থান বেব করে নিলাম। চাবদিকে চাবটা মোটা কণ্টকিত গাছ, তাবই মধ্যে বেশ প্রশস্ত একটি স্থান। প্রথমত জায়গাটা পরিষ্কাব কবে শুকনা লতাপাতা দিয়ে ছোট্ট একটি আগুন করা হল। আগুন চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে পিঁপড়া এবং অন্যান্য কীট নষ্ট করে পুনবায় পরিষ্কার কবতে বেশিক্ষণ লাগল না। জায়গা পরিষ্কার করে নিক্কু আব একটা আগুন জাল্‌লে— একটু দূবে নয়, অনেক দূবে। তারপব পরিষ্কাব জায়গাটায় শুয়ে পড়ল।

আমার কিন্তু ভয়ানক ক্ষুধা হয়েছিল। কি খাব ভাবতেছিলাম। নদীতেও যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। এত উঠা-নামা করার মত শক্তি ছিল

না। কতক্ষণ পব আমিও নিক্কুব কাছেই শুয়ে থাকলাম। একটানা নিদ্রা। ঘুম থেকে উঠে দেখি সূর্য ঠিক আমাদেব মাথাব উপবে। বুঝতে বাকি থাকল না আমবা চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম।

নিক্কু ঘুম থেকে উঠেই একটা গাছের গোড়ায় গেল এবং একটা খরগোশকে খপ কবে ধবে নিয়ে এল। আমি জানতাম না, কণ্টকিত বৃক্ষবাজিব গোড়াতে খবগোশ গর্ত কবে বাস কবে এবং গাছেব নীচে যে সকল কোমল তৃণ হয়, তাই খেয়ে প্রাণধাবণ কবে। খবগোশেব মাংস খেয়ে আমাদেব তৃষ্ণা হয়েছিল কিন্তু জল বহু নীচে। আমি বল্লাম, "আব নীচে যেযে কাজ নাই, চল উপবে যেযে জলেব সন্ধান কবি।" নিক্কু আমাব কথার প্রতিবাদ কবলে না। আমবা উপবে উঠলাম। উপবেব স্নিগ্ধ মুক্ত বাতাস আমাদেব প্রাণে চেতনা এনে দিল। গভীব বনে মুক্ত বাতাস পাওয়া যায় না। বন্য বাতাসে ভ্যাপসা গন্ধ থাকে।

বন থেকে বেবিয়ে দেখি আমবা বেল লাইনেব কাছে পৌছেছি। রেলপথ ধবে চলতে আমাব কোন আপত্তি ছিল না, নিক্কু বেলপথ দেখেই ভীত হয়েছিল। সে ছিল পলাতক, পুলিশ দেখলেই তাকে কয়েদ করবে। আমাব কিন্তু পুনবায় জংগলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। নিক্কুকে বল্লাম, "ভাই, নিকটেই গ্রাম আছে, চল গ্রামে, আস্‌কাবীব ভয় কর না। হয় ত গ্রামে আস্‌কাবী নাও থাকতে পাবে, চল গ্রামে যাই।"

নিক্কু বল্লে, "জব্ব্‌, গ্রামে যেতে আপত্তি নেই কিন্তু গ্রামে আস্‌কারী আছে কি নেই তোমাকেই সে দায়িত্ব নিতে হবে। জানই ত আমাকে যে আস্‌কাবীই গ্রেপ্তার করবে সে পাঁচ শত শিলিং পাবে।"

আমি জানতাম না নিক্কুকে গ্রেপ্তাব কবাব জন্য পাঁচ শত শিলিং পুরস্কাব ঘোষণা করা হয়েছিল। নিক্কু আমাকে বিশ্বাস করতে পেরেছে বলেই তাব বিশেষ গোপন কথা আমার কাছে বলে দিয়েছে। তাকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে ভাল কি মন্দ হবে বুঝতে

পাবছিলাম না। চলার পথে চিন্তা কবছিলাম, সামান্য সুখেব জন্য যদি নিক্কু পুলিশেব কবলে পড়ে তবে সমাজে মুখ দেখাতে পাবব না। যদি কচি ছেলে হতাম তবে ভয়ের কাবণ ছিল না, এখন আমি বয়স্ক, আমার অন্যায় কাজ কেউ সমর্থন কববে না। কতক্ষণ যাবার পব নিক্কুকে বল্লাম, "ভায়া, তোমাকে আমি গ্রামে নিয়ে যাব না। গ্রামে যদি আস্কারী থাকে এবং তোমাকে দেখতে পেয়ে গ্রেপ্তাব করে তবে গ্রামেব লোকের কাছে মুখ দেখাতে পাবব না। আমি গ্রামেব আশেপাশেই থাকব বটে কিন্তু তুমি গ্রামেব মধ্যে প্রবেশ কববে না, দবকারও হবে না। গ্রাম থেকে আমিই ভুট্টাব লেই চেয়ে নিয়ে আসব।"

আমাব দাযিত্ব-জ্ঞান আছে বুঝতে পেবে নিক্কু সন্তুষ্ট হল এবং চলার গতি বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে চল্ল। আমবা গ্রামেব কাছে একটি ঝোপের মধ্যে থাকবাব ব্যবস্থা কবলাম। সর্বপ্রথমই গ্রাম্য চলন্ত জলেব নালা হতে জল এনে নিক্কুকে খেতে দিলাম। তাবপব আমি গ্রামে প্রবেশ করে একজন লোকেব কাছ থেকে কতকটা ভুট্টাব লেই চেয়ে এনে দুজনাতে মিলে খেযে নিলাম। বাস্তবিকপক্ষে অনেক দিন ভুট্টাব লেই না খাওয়াতে আমাদেব শবীব দুর্বল হযেছিল এবং ভুট্টাব লেই খাবাব পব শবীরে বেশ শক্তি হয়েছিল।

এবাব বাত কাটানোব বন্দোবস্ত কবতে হবে। গ্রামটা বেড়িয়ে দেখলাম কোথাও আস্কাবী নাই। গ্রামে মাত্র চাবখানা ঘব এবং তিনটি পবিবাব সে গ্রামে বাস কবে। সন্ধ্যাব পব খালি ঘবটাতে আমরা প্রবেশ কবলাম এবং লোকে ঘুম থেকে উঠবাব পূর্বেই গ্রাম হতে বেরিয়ে এসেছিলাম। এব পব থেকে আমবা ক্রমাগত গ্রামে বাত কাটাতে সক্ষম হই। পশুস্থান দেখার ইচ্ছা পবিত্যাগ কবতে হল।

এই করে যেদিন গ্রামে পৌছলাম সেদিন আনন্দ হবারই কথা ছিল, কিন্তু নিক্কুকে কোথায় রাখি সে চিন্তায় আমাকে পেয়ে বসেছিল।

অবশেষে মায়েব কাছে বলে নিক্কুকে আমাদের ঘরের পেছনের একটি ছোট্ট ঝোপে থাকতে দিয়েছিলাম। নিক্কু তাতেই সন্তুষ্ট হয়েছিল এবং প্রায় মাস খানেক থেকে আমাদেব গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র গিয়েছিল।

নিক্কুব সংগে পথ চলে বুঝতে পেবেছিলাম আমাদের গলদ কোথায়। বোঝা যায় সবই কিন্তু যা অনুভব হয় সেই অনুযায়ী কাজ কবা কঠিন। নিক্কুব সংগে পুনবায় দেখা হয়, তখন নিক্কু গ্রামেই থাকত এবং আস্‌কারী দেখলে পালাত না, ববং আস্‌কাবীবা নিক্কুকে দেখলে পালাত। নিক্কু আস্‌কাবীদেব যদিও ঘৃণা কবত তবুও অত্যাচাব কবত না। আস্‌কাবীদের পবীক্ষা কবত এবং দেখত তাব আদেশমত আস্‌কাবীরা কাজ কবে কি না?

আস্‌কারী (পুলিশ) চবিত্র বড়ই জঘন্য, এদেব শাস্তি না দিলে কোন কাজই হত না। এদেব শাস্তি পৃথক ধবণে দেওয়া আবম্ভ হযেছিল সে কথাই এখন একটু বলে বাখি, নয় ত গল্প বলাব ফাঁকে ভুলেও যেতে পারি।

কলোনিয়েল দেশেব পুলিশও মানুষই, তাদের বিবেক-বুদ্ধি সবই থাকে যেমন থাকে কশাইদেব। কশাই যখন জীব হত্যা কবতে থাকে, তখন শুধু মনে বাখে জীবহত্যাব কথা। ঠিক তেমনি পুলিশ যখন ডিউটিতে থাকে তখন সে মনে বাখে শুধু আদেশ পালনের কথা। আদেশ পালন কবে যে পর্যন্ত তার পরিবাবের উপব কোনও আঘাত না পায়। সমাজেব বয়কট আমাদেব দেশেব আস্‌কাবীবা ভয় কবে না। তারা ভাল করেই জানে যদি গ্রামেব লোকের সংগে মেলামিশা না কবে, তবে একটুও ক্ষতি হবে না। পুলিশের এরূপ মনোবৃত্তি বুঝতে পেবে নিক্কু অতি গোপনে আস্‌কারীদের আত্মীয়দেব হত্যা কবতে আবম্ভ করে। সুযোগমত আস্‌কাবী পেলেও সে হত্যা করত। এতে করে আস্‌কারীরা বুঝতে পেরেছিল নিক্কুর মতই কয়েকটি দুর্দান্ত লোক তাদেব শত্রু, গ্রামের লোক তাদের শত্রু নয়। নিজের আত্মীয়দের শহরে নিয়ে যাবারও উপায় ছিল না। সেজন্য আস্‌কারীরা নিক্কুর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল।

এড্‌ভেন্‌চাব শুনবাব জন্য সকলেরই আগ্রহ হয়, কিন্তু বল ত এড্‌ভেন্‌চাব বলতে কি বুঝ? তোমবা বলবে, এমন কিছু ঘটনা যা বাস্তবিকই বোমাঞ্চকব, অথচ সেই বোমাঞ্চকব দুর্ঘটনা হতে অতি কষ্টে অথবা কৌশলে রক্ষা পাওয়া যেতে পাবে। এড্‌ভেন্‌চাব সেরূপ কিছু নয়, তার চেয়েও কঠোব এবং আয়ুক্ষয়ী। আমাদেব গ্রামেব অনেকেরই অকালে চুল পেকেছে। তাবা জীবন-মরণ নিয়ে খেলা কবত এবং এখনও খেলা কবে।

পূর্বেই বলেছি আমার বাড়ি নেওসা হ্রদেব কাছে। নেওসা হ্রদেব আশেপাশে যত জংগল ছিল, প্রায়ই পবিষ্কাব হয়েছে। বাড়িতে ফিবে এসে দেখলাম গ্রামেব অবস্থা আবও ভাল কিন্তু গ্রামে থাকতে ইচ্ছা হ'ল না। ইচ্ছা হ'ল আবও দেখতে, আবও শিখতে তাই পুনবায় রওনা হলাম। এবার আমার গন্তব্য স্থান হ'ল আবও নীচে যেখানে গভীব বন বযেছে।

শুনতে পেয়েছিলাম, চূণীয়া অঞ্চলে সোনাব খনি বযেছে। দু'হাত মাটির নীচে সোনাব দানা, গুঁড়া এবং টুক্‌বা পর্যন্ত পাওয়া যায। আমার কিন্তু জানা ছিল না, চূণীয়া কোথায়; শুধু চূণীয়াব কথা শুনেছিলাম, দক্ষিণ দেশে চূণীয়া নামক অঞ্চলে স্বর্ণখনি বয়েছে। অনেকে সোনার সন্ধান পায, অনেকে পায় না।

দুঃখেব বিষয় আমাব দাদু সোনাব সন্ধান কাউকে দিতেন না, যে কেহ তাঁব কাছে সোনাব খনির কথা জিজ্ঞাসা করত, তাকেই তিনি বলতেন, "ঘবের চারপাশে প্রচুব পবিমাণে উর্বর জমি বয়েছে, মকাই, আক, আম এবং অন্যান্য ফলেব গাছ লাগাও, দেখবে সোনাব চেয়ে সুন্দব এবং সুস্বাদু খাদ্য পাবে। ঘব তৈবী কবাব উপকবণ আমাদেব আছে,

নিজের হাতে ঘর তৈরী করে বসবাস কর, দেখবে আমার মত দীর্ঘায়ু এবং সুখী হবে। আমাদের কিছুরই অভাব নেই। অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ সবই পাচ্ছি, তবে কেন মাটির নীচের সোনা অন্বেষণ করতে গিয়ে জীবন বিপন্ন করব এবং তোমাদেরও সেই পথে ঠেলে দেব? এটা হতে দেব না। গ্রাম বাড়াও, গ্রামের লোকসংখ্যা বাড়ুক, আজ যদি বৃটিশ চলে যায়, তবে পূর্বের মত আরব এবং পর্তুগীজদের সংগে লড়াই করতে হবে। বৃটিশ ত যুদ্ধ না করেই আমাদের দেশ দখল করল, সেজন্য আমরাও দুঃখিত নই, বৃটিশও দুঃখিত নয়। বৃটিশ যদি আমাদের দেশে না আসত, তবে হয় আমরা আরবদের গোলাম, নয় ত নির্বংশ হয়ে যেতাম। এখন বৃটিশেরও মতিগতির পরিবর্তন হয়েছে, আমরাও কতকটা শক্ত হয়েছি। হয় ত আমাদের বৃটিশের বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে।" আমাদের দাদু জানতেন না বৃটিশের সংগে আমাদের লড়াই বাধবে অতি সত্বর। যদি তিনি সেই সত্য বুঝতে পারতেন তবে আমাদের ভিন্ন রকমের উপদেশ দিয়ে যেতেন। আমরা হয় ত আরও উত্তম পথ অবলম্বন করে বৃটিশকে কাবু করতে পারতাম।

আমাদের দাদুর কাছে এই ধরণের কথা শুনতে হোত বলে কেউ তাঁর কাছে সোনার খনির কথা উত্থাপন করত না। দাদু যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করতেন, কোথায় যাচ্ছ, তবে সবাই উত্তর দিত, শিকারে যাচ্ছি। শিকারে যাওয়া মানে বস্ত্র এবং অন্যান্য মনোহারী দ্রব্য কেনার জন্য পশুর হাড়, পশুর চামড়া এ-সব যোগাড় করে আরবের আছে বিক্রি করা।

দক্ষিণে স্বর্ণখনির উদ্দেশ্যে যাবার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিল। আমার মনের কথা বলার মত লোক পাচ্ছিলাম না। সমবয়সী যারা ছিল প্রায় সকলেই বিদেশে চলে গিয়েছিল। কাউকে কিছু না বলে চলে যাওয়াই যেন রেওয়াজ ছিল। আমার কিন্তু সেই রেওয়াজটা ভাল

লাগছিল না। ভাবছিলাম সকলকে বলে বিদেশে বওনা হব। অবশেষে মনটা বড়ই উথলা হয়ে উঠল। কাউকে কিছু না বলেই রওনা হতে মনস্থ কবলাম। দাদু কেন, মাযেব কাছেও বললাম না, কোথায় যাচ্ছি। একদিন সকাল বেলা দক্ষিণ দিকে বওনা হলাম। শুধু দক্ষিণ দিকই আমাব লক্ষ্য। সংগে তীব-ধনু নিতে ভুল্লাম না। চলে যাবাব সময় মা ঘবেও ছিলেন না।

বনে জংগলে পাযে-চলা পথ দু'একটা থাকে। আমিও সেই বকম একটি পথ ধবে চললাম। বেশিক্ষণ চলতে পাবলাম না। পাশেই একটা নাবিকেল গাছ ছিল। গাছ থেকে একটা নাবিকেল পেড়ে প্রথমত জল খেলাম, তাবপব নাবিকেল। বেশ সুস্বাদু খাদ্য। চলতে ইচ্ছা হ'ল না, একটু দূবে যেযে বিশ্রাম কবতে বসলাম।

আমাদেব দেশে নাবিকেল গাছেব আশেপাশে বসা মোটেই নিবাপদ নয। নাবিকেল গাছে প্রাযই বিষাক্ত সাপ থাকে। আমবা যখন নাবিকেল পাড়তে যাই, তখন নাবিকেলেব পাতাব কাছে যাই না। একটা কাঠেব সংগে চাকু বেঁধে নাবিকেলেব বোঁটা কেটে দেই।

দূবে বসে বিশ্রাম কবাব সময দেখলাম, একটা সাপ ফোঁস্ কবে নাবিকেল গাছে উঠছে। তোমবা বোধ হয় জান না, কি কবে সাপ গাছে উঠে। যা দেখেছি তাই বলছি।

প্রথমত সাপ ফোঁস্ কবে গাছেব কাছে যেয়েই একেবাবে চুপ মেরে গেল, তাবপব দেখলাম মাটিব ওপব যেমন কবে চলে ঠিক তেমনি গাছেব গোড়া পেবিয়ে একটা গর্তে ঢুকল। গাছটাকে পেঁচ দেবাব মত সাপটা লম্বা ছিল না। আমি একদৃষ্টে সাপেব দিকে চেয়ে রইলাম। সাপ গাছে উঠছে দেখতে পেয়ে দু'টি কাঠবিড়াল কিচির-মিচির আরম্ভ করে দিল। কোথা থেকে সাপেব শত্রু দু'টি বেজি গাছেব গোড়ায় ঘোরাফেরা আবম্ভ করল। কাঠবিড়ালের কিচিব-মিচিব, বেজিব রক্তচক্ষু দেখতে

বেশ লাগছিল। হঠাৎ দেখলাম সাপ গাছের 'খোড়ল' থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল, অমনি দু'টা বেজি সাপকে আক্রমণ করল। আর কি সাপের রক্ষা আছে? একটা বেজি সাপের মাথায় কামড় দিয়ে ধরল, অন্য বেজি সাপের মাঝখানে এমনি করে কামড় দিয়ে ছোবল দিচ্ছিল যে, সাপের অর্ধেকটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। তারপর উভয় বেজি সাপের কিছুটা রক্তমাংস খেয়ে বিদায় নিল। আমিও আর বসলাম না, পথ ধরলাম। সাপের বৃক্ষ চড়া দেখা এই পর্যন্তই শেষ। শুনেছি এক গোছের সাপ লাফিয়ে চলে, সেরূপ সাপ কিন্তু কখনও দেখিনি।

আমাদের দেশে অর্থাৎ আফ্রিকাতে সর্বত্র নারিকেল গাছ জন্মায় না। যে সকল স্থান সমুদ্রের লেভেল থেকে তিন-চার শত ফুট উচ্চে অবস্থিত এবং ট্রপিকেল এলাকার অন্তর্ভুক্ত, সেই সকল স্থানেই নারিকেল গাছ হয়। অনেক কথক কিন্তু নাইরবীতেও নারিকেল গাছের স্বপ্ন দেখেন! তাঁদের গল্প আমার কাছে মোটেই ভাল লাগে না।

সন্ধ্যা হবার পূর্বেই একটি গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রামের লোক আমাকে থাকতে অথবা খেতে ডাকল না। আমরা কখনও কাউকে অযাচিতভাবে থাকতে বা খেতে ডাকি না। একটি ঘরের বারান্দায় বসলাম এবং বিশ্রাম করে নিকটস্থ নালাতে স্নান করে ফেরবার সময় একটি ভুট্টার ক্ষেত হতে কয়েকটি ভুট্টা নিয়ে এলাম। ভুট্টা আগুনে পুড়িয়ে তাই খেলাম। রাত্রে বাইরেই শুয়ে থাকলাম। গ্রামে জানোয়ারের ভয় ছিল না। যদি জানোয়ারের ভয় থাকত, তবে গ্রামের লোক নিশ্চয়ই আমাকে ঘরে থাকতে বলত।

সকালে ঘুম থেকে উঠবার পূর্বেই একটি লোক আমার শরীরে হাত দিল। মানুষের স্পর্শে ঘুম ভাঙল। যে লোকটি আমাকে জাগিয়েছিল, সে আমার সমবয়সী। আমাকে ডেকে বললে, সে একখানা ঘর তৈরী করবে, আমি যদি তার ঘর তৈরীর কাজে সাহায্য করি, তবে সেও আমার

জন্য একখানা ঘব তৈরী কবতে সাহায্য কববে। আমার হাতেব কাছে তীর-ধনু দেখিয়ে বললাম, "এড্ভেন্চাব কবতে বেবিয়েছি, ঘব তৈরী আমাব পক্ষে সম্ভব হবে না।"

সমবয়স্ক যুবকের নাম তাহিব। তাহিবদেব গ্রামেব সকলেই আববদের পাল্লায় পড়ে বিদেশী ধর্ম, মতবাদ গ্রহণ কবেছিল; বর্তমানে সেই গ্রামের সকলেই বিদেশী মতবাদ পবিত্যাগ কবেছে এবং গ্রাম উন্নয়নে আত্মনিয়োগ কবেছে। তাহিবদেব গ্রামে তু' বৎসব পূর্বে মাত্র কযেকখানা পাতাব ঘব ছিল, বর্তমানে সেখানে তু' ডজন মাটিব ঘব হযেছে। তাহিবদেব গ্রামে আবব এবং ইণ্ডিয়ান্দেব দেখামাত্র বিতাডন কবা হয়, কোন ইউবোপীয়ান্ পাদবী গ্রামে ঢুকলে কেউ কথা বলে না। বিদেশীদেব সংগ এই গ্রামের লোক একেবাবে পবিত্যাগ করেছে।

তাহিব বললে, "তুমি এড্ভেন্চাব কবতে চাও, ভাল কথা। এখান থেকে তু' মাইল দূবে একটি জংগল আছে, সেখানে কাঠ কাটতে আমরা যাই। সেখানে অনেক বকমেব জানোয়াব দেখতে পাবে। যদি ইচ্ছা কব তবে ঘব বানানো হযে গেলে উভযে মিলে এড্ভেন্চাব কবতে যেতে পারি।"

আমাব লক্ষ্য ছিল, সোনাব খনি খুঁজে বেব কবা। জংগলে হিংস্র জীব থাকে, সবাই জানে। এব মাঝে বিশেষত্ব কি থাকতে পারে? তাহিবকে জিজ্ঞাসা কবলাম, "বিদেশী মতবাদ ত পবিত্যাগ কবেছ, কিন্তু বিদেশীদেব কাছ থেকে কিছু জানবাব শুনবাব ইচ্ছা আছে কি?"

তাহিব বললে, "কেন এই কথা বলছ, বিদেশী মানেই অত্যাচারী, কোনও বিদেশী আমাদেব জন্য কিছু কবেছে কি? সবাই মজুব খাটিয়ে বিদায় দিয়েছে অথবা ধরে নিয়ে গোলাম কবেছে। তোমাব বিদেশী প্রেম দেখে বাস্তবিকই তুঃখিত। যাও সাহায্য চাই না, যেখানে ইচ্ছা যেতে পাব।"

বিলম্ব না করে আবাব দক্ষিণেব দিকে বওনা হলাম। সন্ধ্যাব পূর্বে একটি ভাবতীয় এবং আবব-অধ্যুষিত গ্রামে পৌছলাম। ভাবছিলাম গ্রামে নিশ্চয়ই ভুট্টা পাওয়া যাবে, কিন্তু গ্রামেব আশেপাশে কোথাও ভুট্টাব ক্ষেত না পেয়ে দুঃখিত হলাম। একজন আস্কাবী (পুলিশ) বললে, নিগ্রোবা বিদেশীদেব গ্রামে বাত্রে থাকতে পাবে না। সূর্যাস্তেব পূর্বেই যেন আমি গ্রাম ছেড়ে চলে যাই, নতুবা জেলে রাত কাটাতে হবে এবং আমাব দাদুব তৈরী অতি যত্নেব তীব-ধনু পুলিশ কেড়ে নেবে।

তাড়াতাড়ি কবে গ্রাম হতে বেবিয়ে পড়লাম। চলছিলাম মোটর-বাস্তা ধবে। একজন ইউবোপীয়ান্ ইচ্ছা কবেই তাব মোটবখানা আমার দিকে লক্ষ্য কবে প্রবল বেগে চালাচ্ছিল। প্রাণরক্ষাব জন্য বাজপথ পবিত্যাগ কবে জংগলে প্রবেশ কবলাম। ইউবোপীয়ান্ লোকটা আমাকে হত্যা কবতে না পেরে দুঃখিত হয়েছিল।

একটু বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা কবে দেখ, কালো আদমী নিগ্রো হত্যা করা কতকগুলি শ্বেতকায়েব প্রাণে একটুও লাগে না। তাবা আমাদেব মানুষ মনে কবে না। একজন নিগ্রো হত্যা কবা এবং একটা সাপ হত্যা করা ইউবোপীয়দেব কাছে সমতুল্য। সাপ আমরা ঘৃণা কবি, ভয়ও করি। সাপ হত্যা কবতে পাবলে একটা শত্রু নিপাত হ'ল মনে কবে শান্তি পাই। আমাদেব দেশে কতকগুলি ইউবোপীয়ান্ আছে, তারা আমাদেব সাপের মত ঘৃণা এবং ভয় করে। ইউবোপীয়ান্‌দের মধ্যে এমন লোকও দেখা যায়, যাঁবা আমাদেব উন্নতির জন্য প্রাণ দিয়েছেন এবং যথাসর্বস্ব দেবার জন্য প্রস্তুত। সব ইউবোপীয়ান্‌কে একই পর্যায়ে ফেলা কোনও মতেই যুক্তিযুক্ত হবে না।

দেশ আমাদের, আমবা মজুরী কবি, অথচ আমরা আরব, ইণ্ডিয়ান্ এবং ইউরোপীয়ান্ অধ্যুষিত গ্রামে রাত্রে থাকতে পারি না, এটা কেমন

কথা? ইউরোপীয়ান্ এবং আররদের আমরা রীতিমত ভয় করি। ইণ্ডিয়ান্দের ভয় করি না। যদিও ইণ্ডিয়ান্রা আমাদের ঘৃণা করে।

বাধ্য হয়ে শহরের বাইরে এক নিগ্রো গ্রামে থাকতে হ'ল। সেখানে খাদ্যের অভাব হয় নি। রাত্রে একজন লোক তার ঘরে থাকতে দিয়েছিল। তাদের গ্রামে বাঘের মত এক রকমের হিংস্র জীব প্রায়ই আসত এবং সুযোগ পেলেই শিশু নিয়ে যেত। ভাবলাম, সেরূপ জীব হত্যা করে গ্রামের লোককে সাহায্য করা অতীব কর্তব্য। যে লোকটি আমাকে তার ঘরে থাকতে দিয়েছিল, তাকে বললাম, "ভাই, আমি বাইরে থাকব, অন্তত একটা শত্রুকে নিধন করা চাই। বেগতিক দেখলে ঘরে ঢুকব এবং দরজা বন্ধ করে দেব।" লোকটি আমার কথায় সম্মত হ'ল।

এক ঘুম দিয়েই বাইরে এলাম এবং একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার দেখে তীর নিক্ষেপ করলাম। জানোয়ারটা চীৎকার করে পালাল। এরূপ বীভৎস চীৎকার কেউ শুনে নি। গ্রামের সকলেই সেই চীৎকার শুনেছিল, কিন্তু ঘর হতে বের হয়ে দেখে নি জানোয়ারটা কোন্ জাতের জীব। মধ্যরাত্রেও আর একটি জানোয়ারকে ঘায়েল করলাম। পরদিন সকালে জংগলের কাছে দু'টি হায়েনা মরে পড়ে রয়েছে দেখতে পেয়ে, গ্রামের লোক হায়েনার চামড়া উঠাতে গিয়েছিল। সবাইকে বাধা দিয়ে বললাম, "মাটিতে পুতে ফেল, এতে হাত দিয়ে ধরেছ কি মরেছ, জানোয়ার দুটোর সর্বাংগ বিষাক্ত। আমারই বিষতীরে মৃত্যু হয়েছে।" সকলে মিলে হায়েনা দুটোকে কবর দিল। আমি আমার গন্তব্য স্থানে রওনা হলাম।

তোমাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, আমাদের অনেক শিশু হায়েনা খেয়ে ফেলে। এটা আমাদের মা'দের দোষেই হয়। আবার অনেক বৃদ্ধ বনে জংগলে শুয়ে থাকলে তাদেরও শৃগাল এবং হায়েনা খেয়ে ফেলে। এই প্রকারের সংবাদ ভিত্তি করে অনেক বিদেশী বিভিন্ন রকমের গল্পের অবতারণা করে।

আফ্রিকাব "বনে জংগলে" নাম দিয়ে অনেকে বই লিখেন, কিন্তু তোমাদেব জানবাব জন্য বলছি বনে জংগলে যে সকল হিংস্র জীব থাকে তাদেবও কতকগুলি নিয়ম-কানুন মানতে হয়। কোনও হিংস্র জীব অনর্থক অন্য জীব হত্যা কবে না। অথবা যাবা অসভ্য নামে পবিচিত তারাও এমন কোন কাজ কবে না যাতে বোমাঞ্চ লিখবাব মত উপকরণ আছে। এব পবেব কথা হল আফ্রিকাব ভৌগোলিক তথ্য যাবা একটু জানতে পাববে তাদেব কাছেই আফ্রিকাব আজগুবি কথা মোটেই ভাল লাগবে না। আফ্রিকাতে এমন অনেক স্বাস্থ্যকব স্থান আছে, যে স্থানেব জলবায়ু মানুষেব কাছে ঔষধ থেকেও ভাল।

আমাদেবই দেশে ইয়ালা নামে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামেব লোক প্রায় সকলেই স্বাস্থ্যবান। ইয়ালা গ্রামেব পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে গেছে। নদীব জল দেখলে সেই জলে কাবো পা ধুইবাবও ইচ্ছা কববে না। কুচ্‌কুচে কালো ঘোলাটে জল সেই নদী বযে নিয়ে যায অনেক দূবে সাগবে। কিন্তু বহু দিন থেকে ইয়েলো জ্বরে অথবা টাইফয়েড বোগে আক্রান্ত যে-কোন বোগী ইয়ালা নদীব জলে স্নান কবা মাত্র আরাম হয়। নদীব জল ওজনে ভাবী। খেতে মোটেই ইচ্ছা হয় না, কিন্তু কোনও মতে দু' গ্লাস জল যদি গিলে ফেলতে পারা যায় তবেই আবম্ভ হবে দাস্ত। দাস্ত শেষ হবাব সংগে সংগে রোগেবও শেষ হবে।

ভুলেও আমবা নদীব জলে মল-মূত্র ত্যাগ কবি না। আমাদেব দেশেব পার্বত্য নদীর জল সেজন্যই পবিত্র এবং বোগেব জীবাণু তাতে থাকতে পাবে না। ইয়ালা গ্রামেব পেছন দিয়ে যে নদী বয়ে যাচ্ছে তাতে রোগীবা মল-মূত্র ত্যাগ কবে না। দবকাব হলেই তাবা নদীতীব বালিতে মল-মূত্র ত্যাগ করার পব নূতন বালি দিয়ে ঢেকে বেখে দেয়। দু' ঘণ্টার মধ্যেই বালি, সকল রকমের জীবাণু নষ্ট কবে ফেলে।

জাননা বিদেশের লোক নদীব জল পবিত্র রাখার জন্য কতটুকু চেষ্টা কবে! আমরা এত সাবধানে থাকা সত্বেও আমাদের অসভ্য বলা হয়। দুঃখ নাই বন্ধু, আমাদের শক্তি হোক, তোমাদের মত একটু সভ্য হয়ে নেই তখন দেখবে আমাদের গুণগরিমা। তখন হয় ত বিদেশীবা তাদের কলমের গতি বদলাবে। তখন আফ্রিকার নিগ্রোদের গুণেব কথা বলে বড বড় বই লিখবে।

একবাব আমাদেব গ্রামে এক তুরুক জেনাবেল এসেছিলেন। তাঁর চোখেব তাবা নীল ছিল, চুল ছিল লাল, শবীবেব বর্ণ দুধেব মত সাদা ছিল। আমি কিন্তু তাঁকে সুন্দব মানুষ বলতে পাবি নি। সবটা শবীবই রুক্ষ। আমাদেব শবীবে লাবণ্য আছে এমন কি আমাদের বৃদ্ধদেব যদি ভাল কবে স্নান কবানো যায়, বৃদ্ধেব শবীবেও কোমলতা বুঝতে পাবা যায়। কিন্তু তুরুক লোকটিব শবীবে কোমলতা ছিল না যেমন অন্যান্য শ্বেতকায় শবীবে কোমলতা থাকে না। তুরুক জেনাবেল বলছিলেন, "যদি সৌন্দর্য দেখতে হয় তবে দেখা যায় কালো লোকের শবীরে।" গ্রামের লোককে লক্ষ্য কবে বলছিলেন, "তোমরা যদি মাথাব চুল ছোট কবে কাট, ভাল পোশাক পর, তবে দেখবে তোমবাই সবচেয়ে সুন্দর মানুষ।"

তুরুক জেনাবেলেব প্রশংসা বাক্য শুনে অনেকেই মাথার চুল ছোট কবে কেটেছিল। ঘব পবিষ্কাব বাখাব জন্য চেষ্টা করছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই নিজের উদ্যমে টেবিল চেয়ার তৈরী করেছিল। বিছানা পাতবাব জন্য খাট তৈরী কবেছিল। গ্রামের অবস্থা পরিবর্তন হয়েছিল।

তোমাদের বোধ হয় জানা নাই, আমাদেব দেশের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য কতকগুলি পাদরীর অধীনে পরিচালিত হয়। যে পাদরী আমাদের গ্রামের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের পরিচালনা করতেন, তিনি আমাদের গ্রামে

এসেই ভীষণ খাপ্পা হলেন। তিনি বললেন, "চেয়ার টেবিল, শুইবার খাট এ-সব হল বিদেশী সভ্যতা, তোমাদের নিজের কৃষ্টি রয়েছে, তোমাদের নিজের ভাষা রয়েছে, তোমরা আফ্রিকার প্রাচীন জাত, তোমরা কেন বিদেশী সভ্যতা অর্জন করবে? নিজের সভ্যতায় ফিরে যাও, টেবিল চেয়ার ভেঙে ফেল। শুইবার খাট বড়ই অপরিষ্কার জিনিস। খাটে শুলে আমাদেরই ঘুম হয় না, তোমরা শেষটায় খাটে শুয়ে না ঘুমিয়ে শরীর দুর্বল করে ফেলবে। তা হতে আমি দেব না, আজই খাট ভেঙে ফেল, পূর্বে যেমন করে মাটিতে উলংগ হয়ে শুতে তেমনি শুয়ে থাকবে। তাতে শরীর এবং মন ভাল থাকবে।"

পাদরী স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিভাগের লোক, তাঁর কথা অমান্য করার কারো অধিকার ছিল না। কি আর করা যায়, উপায়ান্তর না দেখে চেয়ার টেবিল হতে আরম্ভ করে খাট পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এর পর থেকে আর কেউ চেয়ার টেবিল তৈরী করে নি। ভালই হয়েছে। চেয়ার টেবিলের প্রতিও মায়া হয়, আমাদের ঘরে এমন কিছু নাই যার প্রতি আমাদের টান আছে। প্রকৃতপক্ষে আমরা গ্রামে বাস করেও আরবদের মত তাঁবুর বাসিন্দা।

আমরা তাঁবুর বাসিন্দা কেন বলছি, শুনে রাখা ভাল। মানুষের প্রতি সহানুভূতি আসে তখনই যখন মানুষ নিজের দুঃখের কথা অপরের কাছে বলতে পারে।

বর্তমানে আমরা যে গ্রামে বাস করছি সে গ্রামখানা হালে পত্তন করা হয়েছে। পূর্বে আমাদের গ্রাম অন্যত্র ছিল। পূর্বের গ্রাম বৃটিশ সরকার জোর করে কেড়ে নিয়ে একজন বৃটনকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করেছেন। পূর্বের গ্রাম উচ্চভূমিতে ছিল। জ্বর অথবা পেটের অসুখ কারো হ'ত না। বর্তমানে নূতন গ্রামে অনেকের জ্বর হয়, পেটের অসুখ ত লেগেই আছে।

তাঁবুতে যাবা বাস কবে তাদেব গ্রাম্য সুখ-দুঃখ নাই। আমবা নূতন গ্রাম কবেছি, আবাদ কবেছি আপ্রাণ পবিশ্রম কবে। হয়ত এক দিন সবকাবী আদেশ হবে গ্রাম বিক্রি কবতে হবে। রিজার্ভ শব্দটি উঠে গিয়ে কোনও শ্বেতকায প্রভুব জমিদাবীতে আমাদেব গ্রাম অন্তর্ভুক্ত হবে। তখন আবাব আমবা নূতন জাযগা খুঁজে নূতন কবে গ্রাম পত্তন কবতে বাধ্য হব। সেজন্যই গ্রামেব প্রতি অন্তবেব দবদ কাবো নাই।

গ্রামেব লোকেব কাছে একখানা ছেঁড়া কাপড়েবও মূল্য আছে, চেয়াব টেবিল ত মূল্যবান সম্পত্তি। আমাদেব ঘবে ঘরে যদি বর্তমানে সেই সম্পত্তি থাকত তবে আজ আমবা বৃটিশেব সংগে লড়াই কবতে পাবতাম না। পাদবীব কুবুদ্ধিপ্রসূত উপদেশ এখন আমাদের কাজে লেগেছে। কেনিযা কলোনীতে যাদেব বাড়িতেই চেয়াব টেবিল এবং খাট আছে তাবা হল সবকাবেব "একান্ত বাধ্য" প্রজা। তাদের সংগে আমাদেব সম্পর্ক নাই। বর্তমানে তাবাই গ্রাম ছেড়ে শহববাসী হয়েছে। গ্রামেব লোকেব সংগে সহযোগিতা কবত না বলে গ্রামেব লোক বিলাসী বিদেশী শাসকেব গোযেন্দাদেব গ্রাম ছাড়তে বাধ্য কবেছে। অনেকগুলি গুজবাতী পুস্তকে পড়েছি এই ধবণেব লোক নাকি ইণ্ডিযাতে অনেক আছে এবং তাদেব সহযোগিতাব জন্যই বিপ্লবে বাধা পড়েছে।

বৃটিশ আমাদেব গ্রামগুলিকে "নিগ্রো বিজার্ভ" বলে। সেখান থেকে কথিত "একান্ত বাধ্য" প্রজাব উচ্ছেদ হযেছে। তাবা এখন শহবেব পাশে স্থান পেয়েছে এবং তাদেব প্রাণবক্ষাব জন্য পুলিশ ফৌজ নিযুক্ত করা হয়েছে।

আমাদেব অসুখ হলে ইংলিশ ডাক্তাবেব কাছে ঔষধেব জন্য যাই না। এব অনেকগুলি কাবণ আছে। ইংলিশ ডাক্তাবেব ঔষধ খেয়ে কম বোগী আবাম হতে দেখেছি। আমাদেব ডাক্তাবেব ঔষধে কম রোগী মারা যায়। অনেকে বলে আমাদেব ডাক্তাব ভূতের পূজা করে। কথাটা একেবাবে মিথ্যা। আমাদেব ডাক্তাব যখনই কোন লতাপাতা

সংগ্রহ করতে যান তখনই তিনি লতাপাতার কাছে বসে তাদের গুণাবলী বলতে থাকেন। যারা সেখানে উপস্থিত থাকে তারাই লতাপাতার গুণাবলী শুনতে পায়, এবং কোন্ লতার কি গুণ অনেকেই জানতে পারে, লতাটাকে চিনতেও পারে। পাতা অথবা শিকড় সংগ্রহের সময় একই নিয়ম প্রতিপালিত হয়। এতে লাভ হয় খুব বেশি। গ্রামে ডাক্তার না থাকলেও যে কেহ লতাপাতা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

রোগীকে যখন কোনও ঔষধ দেওয়া হয় তখন তার সামনে যে ঔষধ দেওয়া হয় তার গুণাবলী বলা হয়। তা দেখে বিদেশীরা মনে করে তন্ত্র মন্ত্র করা হচ্ছে। বিদেশীরা যা ইচ্ছা মনে করুক আমরা জানি আমাদের মধ্যে ভাওতা অথবা প্রতারণা নাই।

বিদেশীরা আমাদের সম্বন্ধে কিরূপ কুধারণা পোষণ করে তার একটি নমুনা দিচ্ছি। শুক্লপক্ষের রাতে আমরা সাধারণত কুণ্ডলী করে অনেক লোক বসি এবং আমাদের মধ্যে যে-কোনও লোকের, গ্রামের, দেশের অথবা বিদেশের গল্প করে সময় কাটাই। আমাদের একত্রে বসা দেখে একজন আরব গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং শহরে যেয়ে একজন বৃটিশ অফিসারকে জানায় "কিকুউ উপজাতিকে ভূতের পূজা করতে সে দেখেছে"

ভূত, প্রেত, জিন্ এই ধরণের শব্দ আমাদের ভাষায় নাই। এই ধরণের শব্দ রয়েছে আরবী ভাষায়। আরব জাতের প্রত্যেকটি নরনারী ভূতের ভয়ে ভীত। আরবদের মধ্যে একটি লোকও রাত্রে একাকী পথ চলতে পারে না। তাদের সামনে পেছনে, ডাইনে বামে সর্বত্র ভূত থাকে। আর আমরা গভীর রাতেও একাকী চলতে ভয় পাই না। ভূত আমাদের মনে অথবা ভাষাতে নাই।

একবার আমাদের দাদু এক পাদরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমরা ভূতের কথা প্রায়ই বলে থাক কিন্তু কখনও ভূত দেখেছ কি ?"

পাদরী বলেছিলেন, তিনি ভূত দেখেন নি কিন্তু অনেকে দেখেছে।

বেশ ভাল কথা পাদরী, ভূত আছে স্বীকার করলাম, এখন বলত ভূত খায় কি এবং থাকে কোথায় ?

পাদরী বলেছিলেন "ভূত খায় না এবং থাকে অন্ধকারে লুকিয়ে।"

আমাদের দাদু বলেছিলেন, "বালুকণা কোথায় থাকে তাও তোমরা জান অথচ ভূত কোথায় থাকে জান না, সে কেমন কথা ?"

পাদরী আমার দাদুর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি। কিছু না বলেই চলে গিয়েছিলেন।

আমাদের মধ্যে বাহাদুরী করার নিয়ম নাই। পাদরী চলে যাবার পর আমাদের দাদু পাদরীর সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নি। অথচ আরবের বাড়িতে চাকরি করার সময় দেখেছি, যদি কোনও শ্বেতকায় আরবের বাড়িতে আসতেন তবে আরব লোকটি মনে করত যেন তার পয়গম্বর এসেছেন। তারপর শ্বেতপ্রভু চলে যাবার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টাব্যাপী শ্বেতপ্রভু কি বলছিলেন তাই নিয়ে আলাপ করত এবং শ্বেতপ্রভু আর কাহারও বাড়িতে না গিয়ে তার বাড়িতে গিয়েছিলেন তা নিয়েও অহংকার করত। ইণ্ডিয়ান্‌দেরও সেরূপ অহংকার করতে দেখেছি। শ্বেতকায়রা আরবদের যেমন ঘৃণা করে তেমনি ঘৃণা করে ইণ্ডিয়ান্‌দের।

বন-জংগলের কথা পূর্বে কিছু বলেছি, এখন গভীর বনের কথা বলছি। গভীর বনের কথা শুনে ভয় পেয়ো না। আমরা মানুষ, আমাদেব ভয় করার কিছুই নেই। শুনলে স্তম্ভিত হবে, যখন আরব এবং পর্তুগীজরা আমাদের দেশেব লোককে দাস করার জন্ম গ্রামে প্রবেশ করত, তখন খুব লড়াই হ'ত। আরব অথবা পর্তুগীজদের হাতে থাকত বন্দুক। তারা বন্দুকের সাহায্যে মানুষ শিকাব কবত। আমাদেব পূর্বপুরুষবা তীব-ধনুব সাহায্যে আরবদের সংগে লড়াই করতেন। আবব অথবা পর্তুগীজরা আমাদের সংগে কিরূপ ব্যবহাব কবত তোমবা যদি লাল-বে-লালেব গল্প শোন তবেই বুঝতে পাববে আরব কত দুর্দান্ত ছিল। এখানে লাল-বে-লালেব গল্প বলে তোমাদেব সময় নষ্ট করব না। লাল-বে-লালের গল্প আমরা শুনেছি, তাও বহু পুরাতন, আমাব নূতন কথা শুনলেই তোমবা আনন্দ পাবে এবং সেই সংগে হয়ত তোমাদেব কিছুটা রোমাঞ্চও হবে।

আমাদের পূর্বপুরুষবা পরাজিত আরবদের গোলাম করতেন না, তাদেব প্রতি অন্যায় ব্যবহাবও করতেন না, তা বলে ছেড়েও দিতেন না। আরব এবং পর্তুগীজদের গ্রামে থাকতে দিতেন। ইচ্ছা করলে তারা বিয়ে করতে পারত, জমি তো প্রচুর ছিল। যাদের ইচ্ছা হ'ত তারা হাল চাষ করে জীবিকা অর্জন করত। সেরূপ আরব এবং পর্তুগীজদের আমরা আর গ্রামে থাকতে দেই না। তারা আমাদের বিপথগামী করে, বৃটিশ প্রভুর কাছে ধরিয়ে দিয়ে নানারূপ শাস্তির ব্যবস্থা করে। এখন আরব এবং পর্তুগীজরা শহরবাসী। আমরা শহরে থাকি না। ভালই হয়েছে, দুষ্ট লোকের সংগে না থাকাই ভাল।

আমি বড়ই দুষ্ট ছেলে, সেজন্য গভীব জংগলে প্রবেশ করতে একটুও ভয় পাই নি। ভীতিবিহ্বলতাব মধ্যেও আনন্দ আছে, সেই আনন্দে পশু-ভাব জাগে আব কখন জেগে ওঠে সাহসেব ঔদার্য। গভীব বন কাকে বলে পূর্বে বলেছি তবুও আবাব বলছি, গভীব বনে হিংস্র জীব দূবেব কথা, সাপ পর্যন্ত থাকতে ভয় পায়। এরূপ কথা কি কখনও তোমবা শুনেছ? আমাব ত মনে হয় না এরূপ কথা কেউ তোমাদেব কাছে বলেছেন। আফ্রিকাব ট্রপিকেল অঞ্চলে গভীব জংগলে যে সকল বৃক্ষ হয়, লতাপাতা হয, তাব প্রত্যেকটাতেই কাঁটা থাকে। সবচেয়ে বড় কাঁটা যে কয়টি আমি দেখেছি ইচ্ছা কবলে তাতে ঝুলতে পাবতাম, এবং সবচেযে ছোট কাঁটা, সব সময় চক্ষেও দেখা যায় না। গণ্ডাব, হাতী, হরিণ, সিংহ এ-সব জীব গভীব জংগলেব পাশ দিয়েও যায় না। ঝড যখন বইতে থাকে তখন গাছে গাছে, ডালে ডালে ঘর্ষণ হয, পাতা পডে, ডাল ভাঙে। যদি একটা ডাল একটা সাপেব উপব পডে তবেই সাপেব অস্তিত্ব আব থাকতে পারে না। প্রকৃতিব কি সুন্দব নিয়ম! সাপও তাব বিপদ কোথায় বুঝতে পাবে। আমি কেন গভীব বনে প্রবেশ কবেছিলাম সেকথা তোমরা নিশ্চয় জিজ্ঞাসা কববে? হাঁ,সে কথাই বলছি, আবও বলছি কোথায় গভীব বন হতে পাবে।

লোকে বলে এশিয়া, ইউবোপ এবং আফ্রিকা এই তিনটায় মিলে হয়েছে পুবাতন মহাদ্বীপ। আমাব মনে হয় আফ্রিকা পুবাতন নয়, নূতন। এখনও আফ্রিকা মহাদেশে নদীব সংখ্যা বেশি নেই। হয় ত একই সংগে তিনটা মহাদেশই সাগবেব নীচ থেকে মাথা উঠিয়েছিল কিন্তু আমাদেব দেশে কৃষিকার্য না হওয়াব জন্য এখনও দেশের পূর্বাবস্থাই বয়ে গেছে। যে সকল স্থান হতে ঝম্-ঝম্ কবে জল নির্গত হয় এবং সাগবের দিকে চলে, আমাদেব ভাষায় তাদের বলি খাড়ি। খাড়িব দু'দিকে গভীব জংগল হয়।

যেখান থেকে আমি বওনা হয়েছিলাম সেটাই হ'ল খাঁটি কিকুউ

অঞ্চল। কয়েক সপ্তাহ ভ্রমণ কবাব পব কিকুউ অঞ্চলের শেষ সীমায় পৌছি, তারপবই আবস্ত হযেছিল মাসাই অঞ্চল। মাসাইদেব আচাব-ব্যবহার আমাদেব মত নয়। যদিও আমবা মাংস খাই, কিন্তু কোনও জীবেব বক্ত খাই না। মাসাইবা গৃহপালিত পশুব বক্ত চুষে যায়। মাংস ত খায়ই, এব পবেও আমাদেব সংগে তাদেব পার্থক্য অনেক বযেছে। আমরা ভুট্টার ছাতু সিদ্ধ করে খাই, তাবা খায জংলী আলু সিদ্ধ কবে। আমবা সুযোগ পেলেই লেখাপড়া কবি, মাসাইবা লেখাপডা মোটেই কবে না। একেবাবে অবুঝ তাবা, সেজন্য পল্টনী চাকবিতে তাদেব নেওয়া হয না। মাসাই অঞ্চলেব কাছেই একটা খাডি। খাডিতে প্রবেশ কবতে মাসাইবা নিষেধ কবেছিল। তাবা বলেছিল, একটা সিংহ খাড়িতে প্রবেশ করে আব বেব হতে পাবছে না। সিংহটাব করুণ ক্রন্দন প্রাযই শোনা যায়। হয়ত কাছে মানুষ পেলেই আক্রমণ কববে। সিংহ যখন বাগে তখন তার মত নির্ভীকতা আর কোন পশুতে দেখা যায় না। সিংহেব আক্রমণ সম্বন্ধে একটুও চিন্তিত না হয়ে নীচেব দিকে নামতে আবস্ত কবলাম। কি ভীষণ সে বন! যেদিকে চোখ যায় সর্বত্রই অজগব বৃক্ষে পূর্ণ। অজগব বৃক্ষেব কাঁটা বেশ বড হয়। তাতে আমাব ভয় ছিল না। অজগব বৃক্ষেব কাঁটা বেয়ে অনেক উপবে উঠবাব শক্তি আমাব ছিল।

প্রথমেই কতকগুলো গিনী ফাউলেব দেখা পেলাম। চলন্ত জলে আনন্দে নেচে নেচে খেলা কবছিল তাবা। কখনও জল থেকে উঠে ঘাস খাচ্ছিল। গিনী ফাউল জল থেকে কোনরূপ খাদ্য কুড়িয়ে খায় না। গিনী ফাউল দেখাব জন্য একদিকে চুপ কবে বসেছিলাম। কতক্ষণ বসে আছি, গিনী ফাউল দেখছি, হঠাৎ শুনতে পেলাম সিংহেব গর্জন। জন্তুটা মহা-বিপদে পড়েছে আর কি! যেদিক থেকে সিংহেব গর্জনেব আওয়াজ আসছিল সেদিকে রওনা হলাম। বেশি দূব যেতে হল না, দেখলাম সিংহটা তিনটা কাঁটাওয়ালা গাছেব মধ্যে বয়েছে, একটুও নড়তে পাবছে

না। সিংহটা আমাকে দেখতে পেল। অন্য সময় হলে সিংহের ডাকের শব্দেই বন কাঁপত এবং চলা অথবা আক্রমণের দাপটে কে কোথায় পালাত তার ইয়ত্তা থাকত না। সিংহটা আমাকে দেখে অনেকটা



আফ্রিকাব অজগব বৃক্ষ

আশ্বস্ত হ'ল—তার চাহনি দেখেই বুঝতে পারলাম। সিংহটা যে দিক দিয়ে আটক হয়েছিল সেদিকে না যেয়ে পেছন দিক দিয়ে যেয়ে কতকগুলো কাঁটা কেটে ফেললাম। সিংহটা পেছন দিকে [illegible]তেছিল,

ভাবছিল পেছন দিকে হটলে মুক্ত হবে, কিন্তু জানত না পেছন দিকে আরও বিপদ। একটু পেছন দিকে হটে আসায় আমার বেশ সুবিধা হ'ল। সিংহের থাবাব বাইরে থেকে সামনের কাঁটাগুলো কেটে দিযেই একটা গাছেব পেছনে দাঁড়ালাম। সিংহটাব বেবিয়ে যাবাব সুযোগ কবে দিয়েছিলাম। হাজার হোক পশু ত, ভাবছিল যত পেছনে যাবে ততই মুক্ত হবে, কিন্তু তাব পেছনে বড় বড় কাঁটা ছিল। একটা কাঁটা সিংহটাব পেছনে লাগা মাত্র সামনে এগিয়ে গেল। তাবপব সিংহকে আর পায় কে? এক লাফে নদীতে ঝাঁপ দিল। নদীব জল সিংহটাকে অনেক দূব টেনে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু সিংহটা মবল না।

তোমরা ত শুনেছ আফ্রিকাব গভীব জংগল শুধু হিংস্র জীবে ভর্তি, তা কিন্তু সত্য নয়। যে সকল স্থানে হিংস্র জীব থাকে সেই স্থানগুলোব কথা পূর্বে বলেছি, এখন গভীব বনে আমি কি কবছিলাম তাই বলছি।

সিংহটাকে মুক্ত করে দিযে বেশ আনন্দ পেয়েছিলাম। আনন্দ হবাব কথাই, আমাদেব কাছে বিড়াল, চিতাবাঘ এবং সিংহ একই শ্রেণীর প্রাণী। সিংহেব বাচ্চা নিয়ে ছোটবেলায় অনেক খেলা করেছি। নাইবোবির কাছে অনেক সিংহ দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের লোক সিংহেব বাচ্চা চুবি করে আনতে জানে, কিন্তু সে কাজটি এখন আব কেউ কবে না। আমবা অনেক সভ্য হয়েছি, সেরূপ দুষ্ট কাজ কবব কেন? দেখা গেছে বিড়াল-ছানা, চিতাবাঘের বাচ্চা অথবা সিংহের বাচ্চা চুবি করে এনে যদি ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তবে সেই বাচ্চাকে বিড়াল, চিতাবাঘ অথবা সিংহ মাই খেতে ত দেয়ই না, উপরন্তু মেবে ফেলে। সিংহের বাচ্চা পোষা বড়ই কষ্টকর, সেজন্য বর্তমানে কেউ সিংহের বাচ্চা চুরি করে না। বৃটিশ প্রভুরা অনেক সময় সিংহের বাচ্চা চুরি কবে আনতে বলেন। আমরা এনে দেই কিন্তু ফিরিয়ে নেই না।

সিংহের বাচ্চা ফিরিয়ে না নিলে শ্বেতকায় প্রভুরা বিষ খাইয়ে তাদের হত্যা করেন। আমরা সেরূপ বিষ পাই না। আমরা অনেক বিষ পাই যার প্রভাব অল্প সময়ে মানুষের শরীরেই কাজ করে না, সেই বিষ দিয়ে পালিত পশু হত্যা করা বর্বরতা ছাড়া আর কি হতে পারে?

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ লোকালয় দেখতে পেয়ে চমকে উঠলাম। এই সকল স্থানে লোকালয় কি করে হ'ল? সাহস করে লোকালয়ে গেলাম। দেখলাম, কয়েকজন শ্বেতকায় প্রভু বন্দুক নিয়ে বসে আছেন কিসের সন্ধানে। আমাকে দেখামাত্র একজন শ্বেতকায় প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "এদিকে কি করে এলে?"

আমি বললাম "প্রভু, এদিক দিয়েই আমার মামার বাড়ি যেতে হয়। আমি চলেছি এন্‌টেবীর দিকে, আর কয়েক দিন হাঁটলেই ভিক্টোরিয়া হ্রদের দেখা পাব। সেখানে হ্রদের তীর ধরে দু'দিন হাঁটলেই আমার মামার বাড়ি।"

"হাঁ বুঝতে পেরেছি, থাকতে চাস্ ত থাকতে পারিস্, কাজ করতে হবে, মাইনে পাবি না, থাকবি কি?"

"না হুজুর, আজই মাত্র থাকব, কাল সকালে রওনা হ'ব। শুনতে পাচ্ছি মামার বাড়িতে কেউ নেই, সবাই চলে গেছেন বিদেশে। মামী বড়ই কষ্টে আছেন, আর কিছু না পারি কয়েকটা মাছ ধরে দিয়ে আসব।"

শ্বেতকায় প্রভু কথা না বলে জংগলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কতক্ষণ পর গুড়ুম্ গুড়ুম্ করে ফায়ার করলেন। যেদিকে গুলি ছুঁড়লেন সেদিকে কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। আমি জানতাম না, কি লক্ষ্য করে শ্বেতকায় প্রভু ফায়ার করেছেন। শ্বেতকায় প্রভু হয়ত মনে করেছিলেন তাঁর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে। কতক্ষণ পরে দেখা গেল একটি সিংহ জলে হাবুডুবু খাচ্ছে—এটি সেই সিংহ যাকে আমি মুক্ত করেছিলাম।

সিংহটার প্রতি আমার দয়া হয়েছিল। দেখলাম সিংহটা মাঝে মাঝে জলে তলিয়ে যাচ্ছে। কালবিলম্ব না করে আমার তীর-ধনু এবং অন্যান্য সব-কিছু রেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বেশ সাঁতার জানতাম, সেজন্য সিংহটার পেছনের পা ধরে তীরে পৌছতে বেশি দেরী হ'ল না। সিংহটার মাথায় গুলি লেগেছিল। জলের ভেতর থেকে সিংহটাকে উপরে উঠাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। সিংহটাকে তীরে উঠাবার পর শ্বেত প্রভুরা তাড়াতাড়ি করে এলেন। প্রথম ফটো তারপর উপরে উঠিয়ে আবার ফটো নিলেন। দ্বিতীয় বারে যখন ফটো তোলা হয় তখন আমি ছিলাম না। সিংহটার প্রতি আমার দয়া হয়েছিল একথা পূর্বেই বলেছি, সেজন্য দ্বিতীয় বারের ফটো তোলার সময় দূরে দাঁড়িয়েছিলাম।

শ্বেত প্রভুদের সেদিন কত আনন্দ! গভীর বন থেকে সিংহ শিকার করতে সমর্থ হয়েছেন, সেটা 'রেকর্ড' বই আর কিছু হতে পারে না। বিদেশের লোক আফ্রিকার গভীর বনে সিংহের কথাই শুনে বেশি তার একটি অপূর্ব প্রমাণ দেখাবার সুযোগ তাদের হয়ে গেল। বিদেশীরা আমাদের দেশে না আসুক সেরূপ ইচ্ছা আমাদের নাই। চীনারা আমাদের দেশে এসেছে, আমাদের সংগে থাকে এবং আমাদের যাতে উন্নতি হয় তারও চেষ্টা করে। চীনা, জাপানী, শিক্ষিত ইণ্ডিয়ান্ এবং অন্যান্য শিক্ষিত লোক যাতে আমাদের দেশে না আসে সেজন্য বৃটিশ সরকার নানা রকমের মিথ্যা সমাচার বিদেশে প্রচার করেন। তার দৃষ্টান্ত সাপ্তাহিক গুজরাতী বম্বে সমাচারে প্রায়ই আমি পড়েছি। অবাক হয়েছি মিথ্যা প্রচারের বহর দেখে। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিলে ভাল হবে।

নাইরোবী শহরে আমি ছিলাম এবং সেখানকার বাসিন্দাদের সংগে পরিচিত না হই অন্তত তাদের দৈনন্দিন কাজের সংগে পরিচিত ছিলাম। হঠাৎ একদিন বাজারে গিয়ে শুনলাম গরুর মাংস বিষাক্ত, কেউ যেন গরুর মাংস না কিনে। নাইরোবীতে গরুর মাংস শুধু পোষা কুকুরের খাদ্যের

জন্যই কেনা হয়। আরবেব বাড়িতে একটা কুকুব ছিল; তাব জন্য দু' পাউণ্ড গরুর মাংস রোজ কিনতে হত। গরুব মাংস না পেয়ে অন্য মাংস কিনেছিলাম।

সন্ধ্যাব পব আবব প্রভু তাঁব বন্ধুদের কাছে গল্প করছিলেন। তিনি বলছিলেন, কেনিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে মাসাই (এক রকমেব নিগ্রো) বাস কবে, তাদের বেঁচে থাকাব একমাত্র উপায় গরু। মাসাই কোনও কাজ কবে না, দই, দুধ এবং গোমাংস খেয়েই জীবন ধারণ কবে। এদের কাজে লাগাবাব জন্য অনেক চেষ্টা কবা হয়েছে কিন্তু কিছুতেই তারা কাজ করবে না। অবশেষে আইন অনুযায়ী গরুব ডাক্তাব পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং গোপনে বলা হয়েছে গরুব ডাক্তাবেরা যেন মাসাইদেব গরু বোগাক্রান্ত হযেছে বাহানা কবে গরুর বংশ নিপাত করে। মোম্বাসা, দাব-এ-সেলাম প্রভৃতি বন্দর হতে যেন কোনও সমুদ্রগামী জাহাজ গোমাংস না ক্রয় কবে তারও ব্যবস্থা হযেছিল। বন্দবে বন্দবে প্রচার করা হয়েছিল কেনিয়াব গো-জাতি বোগাক্রান্ত, কেউ যেন গোমাংস না কিনে।

এদিকে গরুব ডাক্তার গো-হত্যা আবম্ভ কবেছে দেখে মাসাইরা মহাত্মা গান্ধীব প্রচলিত অহিংস মতে এক নূতন পথ অবলম্বন করেছে। তারা গরুব পাল ঘেরাও কবে বসে আছে। গরুব ডাক্তারকে বলে দিযেছে যে পর্যন্ত তাদেব হত্যা না করা হবে সে পর্যন্ত তাদের গরুর কাছেও কেউ যেতে পারবে না।

মাসাইদেব শত্রু নাই। আমরা কখনও তাদের ঘৃণা করি না অথবা তাদেব সর্বনাশ চিন্তা করি না। কিংস্ রাইফেল সৈন্যদলে হয় বাগাণ্ডা নয় কিকুউ জাতেব লোক কাজ করে, তারা পবিষ্কার কবে সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে যে তারা মাসাইদের গুলি করবে না।

এর পরেই আবব প্রভু বল্লেন, "এবাব হয়ত আমাদের ডাকা হবে,

যদি ডাকা হয় তবে যাব বই কি? অনেকগুলো কাফ্রি হত্যার সুযোগ পাওয়া যাবে।" কিন্তু আবব প্রভুব যাওয়া হয় নি, বৃটিশ প্রভুদের কি সুবুদ্ধি হযেছিল যাতে গরুব ডাক্তাবদের ফিবিযে আনা হয়।

অথচ প্রচাব কবা হয়েছিল কেনিযাব সব গরুই বিষাক্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ভেবে দেখো যাবা এরূপভাবে মিথ্যা প্রচাব করতে পাবে তাবা মানুষেব শত্রু কি মিত্র?

সিংহটাকে আমি যে মুক্ত কবেছিলাম সেই কথা শ্বেত প্রভুদেব বললাম না; কি জানি বাগ কবে যদি আমাকেও সিংহেব মতই হত্যা কবে ফেলেন। তাবা আমাকে রাত্রে থাকতে এবং খেতে দিয়েছিলেন। পরদিন সকালে সকলেব কাছে বিদায় নিযে স্থান ত্যাগ কবেছিলাম। শ্বেত প্রভুবা অনেক সময় একেব জিনিস অন্যে চুবি কবেন এবং আমাদেব উপব দোষ চাপিযে দেন। সেরূপ যাতে কিছু না ঘটে সেজন্য প্রকাশ্য দিবালোকে বিদায নিযেছিলাম। দিনটা ছিল বড়ই সুন্দব, চলতে বেশ আবাম লাগছিল। পথ চলাব সময় সিংহটাব কথা অনেকক্ষণ ভেবেছিলাম।

শ্বেত প্রভুদেব কেম্প্ হতে একটু দূবেই দেখা হ'ল একজন মাসাইয়ের সংগে। লোকটাকে উলংগ বললেও চলে। আবল-তাবল বকছিল। আমাব মনে হয় ইংবেজীতে কথা বলছিল। তাব পায়ে কিন্তু একজোড়া ইংলিশ জুতা ছিল। লোকটাব পাগলামীতে একটুও ভীত না হয়ে জিজ্ঞাসা কবলাম, "মুসাই, কথা বলতে পাবি কি?" আমাদেব নিয়ম হ'ল তাই, কোন অপরিচিত লোকেব সংগে কথা বলতে হলে আদেশ নিতে হয়।

লোকটা বললে, "হাঁ, কথা বলতে পার, কিন্তু বাজে কথা নয়, একেবারে কাজের কথা।" কাজেব কথা কি আর বলি। পথ চলেছি, পথের সন্ধান ছাড়া জিজ্ঞেস করার কিছুই ছিল না। তবুও সাহসের উপর নির্ভর করে বললাম, "আপনি যেদিক দিয়ে এসেছেন সেদিকের ঘাসেও বোধ হয় কাঁটা আছে, খালি পায়ে যেতে পারব কি?"

—হাঁ, পারবি, চলে যা। কাউকে বলিস্ না, একটা উলংগ লোক দেখেছিস্ যাব পায়ে ইংলিশ জুতা বযেছে, মনে থাকবে ত ?

—মনে থাকবে মুসাই, এখন যাই ?

—যাস্ নে একটু দাঁড়া, এদিকে কযেকটা শ্বেতকায় দেখেছিস্ ?

—দেখেছি।

—তাবা কি কবছে ?

—কেম্প্ কবেছে, বেশ আনন্দ কবছে। আপনি বোধ হয় তাদেব জানেন।

—জানি নিশ্চযই, তাবাই আমাকে উলংগ কবে বিদায় দিয়েছে। এদিকে কতদূব গেলে গ্রাম পাব বলতে পাবিস্ ?

—তা বলতে পাবি না, তবে গ্রাম কাছেই, দেখছেন ও নদীটা ক্রমশ বড় হযেছে।

—তুই সেদিকে যাচ্ছিস্ নাকি ?

—হাঁ।

"তোব সংগেই যাব।" লোকটা আমাব সংগ নিল। সূর্য যখন ঠিক মাথাব উপব, তখন আমবা এক মাসাই গ্রামেব কাছে পৌছলাম। লোকটা বললে, "যা ত একখানা চামড়া নিযে আয়, উলংগ হযে ত গ্রামে যাওযা যায না।"

"এদিকেব লোক প্রাযই উলংগ থাকে। মুসাই, চলুন আমাব সংগে, এক টুকবা কেন একটা বড় চামড়া দিতে পাবব, হয়ত সূতাব কাপড়ও পাওয়া যেতে পাবে।" লোকটা চল্‌ল আমার সংগে, কিন্তু খুবই সংকোচ বোধ কবছিল। গ্রামেব মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছ'টি পবিবাব বাস করে। প্রায় সকলেই বাইবে চলে গিয়েছিল। শুধু কয়েক জন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা শিশুদেব রক্ষণাবেক্ষণ কবেছিলেন। একজন বৃদ্ধার কাছে একখানা চামড়া চাওযামাত্র তিনি একখানা জাপানী লুংগি দিলেন। লোকটা লুংগি

পবল, তারপব আবার বিড়বিড় কবে কি বলতে লাগল। তাকে জিজ্ঞাসা কবলাম, "আপনি কি বলছেন?" লোকটা মাথা চাপড়িয়ে বললে, "আমি সভ্য হয়েছিলাম, সেজন্য এখানে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না। হয় ন্যাসালেণ্ড, নয় ত উত্তব বোডেসিয়াতে যেতে হবেই। বলত সেখানে যাবাব কি কোনও উপায় নেই?"

একজন বৃদ্ধেব কাছে ন্যাসালেণ্ডেব পথ জিজ্ঞাসা কবতেই তিনি বললেন, "এই যে নদীটা বযে যাচ্ছে, তাব বাঁ তীব দিয়ে একটা একপেয়ে পথ আছে। সেই পথ ধবে চলবে তিন দিন। সামনেই দেখতে পাবে একটি হাতীব চিববিশ্রামেব স্থান। সেখানে কোনও উৎপাত কববে না, এমন কি বাতও কাটাবে না। তাবপব যাবে আবও দু'দিন। তৃতীয় দিন সন্ধ্যাব সময় তোমবা ভিক্টোবিয়া হ্রদেব সীমান্তে পৌছবে। সামনেই একটা জলাভূমি দেখতে পাবে। সেখানে অনেক লোক মাছ ধবতে যায়। যদি তোমবা জেলেদেব সাহায্য কব, তবে অন্ন-বস্ত্রেব অভাব হবে না।"

অন্ন-বস্ত্রেব কথা হ'ল কথাব কথা, এই প্রকাবেব বাজে কথা বলাব আমাব প্রবৃত্তি হ'ত না। বৃদ্ধকে বাগালাম না। আমাব ইচ্ছা হ'ল যেখানে হাতী মবে সেই জায়গাটা দেখতে দোষ কি? অপবিচিত লোকটাকে বললাম, "আমিও সেদিকে যাচ্ছি, আপনাব যদি ইচ্ছা হয় ত আমাব সংগে যেতে পাবেন।" দ্বিরুক্তি না কবে লোকটি আমাব সংগে চলল আমবা বৃদ্ধেব বর্ণিত পথ ধবলাম। পথে খাদ্যেব অভাব ছিল না। এদিকে ওবেঞ্জ বৃক্ষ প্রচুব ছিল। তৃষ্ণা হলেই ওবেঞ্জ পেড়ে খেতাম। ক্ষুধা পেলেই আম কুড়িয়ে পেট ভবে খেয়ে পথ চলতাম। এদিকেব আম বডই মিষ্টি, একটুও টক নেই, অথচ গাছ থেকে পডে পচে, খাবাব লোক নেই। বাত্রে ছোট্ট একটি আগুন জ্বালিয়ে শুয়ে থাকতাম, বন্য জীবেব দেখাও পাওয়া যেত না।

আমাদের ভ্রমণ বেশ ভালই হয়েছিল। হাতী মরার স্থানটা দেখার বড় ইচ্ছা ছিল, সংগের লোকটিকে বললাম, "কাছেই হাতী মবার স্থান, চলুন দেখে আসি।" যদিও লোকটাব যাবাব ইচ্ছা ছিল না, তবুও আমার অনুবোধ বক্ষা কবল। আমবা একপেয়ে পথ ছেড়ে ডাইনের দিকে



আমি এবং ইংরেজী বাক্যবাগীশ বন্ধু

চলতে থাকলাম। একটু দূবে যেয়েই দেখি নদী বেশ প্রশস্ত হয়েছে; জলেব সংগে কাদা মিশে ঘোলাটে জল নীচের দিকে চলেছে। বেশি

দূরে নয়, একশ' হাত দূরে একটা হাতী মরে পড়েছিল, আরও একটু দূরে আর একটা হাতী মর মর অবস্থায়—মরতে পারলেই যেন বাঁচে। হাতীটা একটুও নড়ছিল না। কতক্ষণ পরে শুধু শুঁড়টা উপরের দিকে উঠিয়ে দিচ্ছিল। হাতী মরার করুণ দৃশ্য দেখতে ভাল লাগছিল না। এটা ভাল করে বুঝলাম, যেখানে হাতীটা দাঁড়িয়েছিল তার আশেপাশে কোন পোকা ছিল না। আমাদের দেশে এক রকম উদ্ভিদ আছে, যার পাশ দিয়েও কোন পোকা যায় না। পাতায় বসা মাত্রই পোকা মরে যায়। হাতী মরার স্থানের চারদিকে সেরূপ উদ্ভিদ অফুরন্ত রয়েছে দেখতে পেয়ে হাতীর বুদ্ধির প্রশংসা করেছিলাম।

সংগের লোকটা কিন্তু এই বিষয় নিয়ে একটুও মাথা ঘামাত না। তার মুখে একটি কথা লেগেই ছিল, সেই কথাটি 'নন্‌সেন্স'। তার কথা তার মুখেই ছিল, এর কি মানে হয় জেনে লাভ কি? বৃদ্ধের কথিত নির্ধারিত দিনে আমরা জেলেদের সন্ধান পেয়েছিলাম। জেলেরা অপরিচিত লোকটাকে একটা শার্ট এবং পেন্ট দিয়েছিল। আমি কিন্তু এদের সাহায্য গ্রহণ না করেই গন্তব্য স্থানের দিকে রওনা হয়েছিলাম।

এদিকের লোক ভাত খায়। ভাত খাওয়া অভ্যাস না থাকায় অনেকেই আমাকে রুটি খেতে দিত। রুটিও আমার ভাল লাগত না, অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে নিজেই ভুট্টার ছাতু লেই করে খেতে আরম্ভ করলাম। আমার গন্তব্য স্থান এখনও অনেক দূরে।

ভুট্টার লেই খাওয়া সর্বত্র হয়ে উঠত না, সেজন্য ভাত এবং রুটি খেতে অভ্যাস করতে আরম্ভ করলাম। এদিকের বাসিন্দা প্রায়ই মাসাই। মাসাইদের মোটেই ভাল লাগত না। এরা ভুলেও চুল কাটত না। চুল যতই লম্বা হতে থাকে ততই মাথায় এক রকম ছাই মাখিয়ে মাথাতে একটা ছাতা গড়ে তুলে। ছাতাটা বেশ ভারি হয়। উকুন হয় না মোটেই, তবে মাথায় জল দেবার উপায় থাকে না।

একদিন এক মাসাইএর বাড়িতে অতিথি হলাম। লোকটা বেশ আদর করে থাকতে দিলে। তার মাত্র একখানা ঘর। স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাস করে। লোকটার স্ত্রীর মাথায় মস্ত বড় একটা চুলের ছাতা। আমার মাথায় চুল নাই দেখে মাসাই স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি চুল কেটে ফেলে দিয়েছ তাতে কি মাথা ঠিক থাকে?"

রমণীর কথায় জবাব না দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমরা মাথায় চুল রেখে কেমন থাক?"

স্ত্রীলোকটি বললে, "বৃষ্টিতে বাইরে যাওয়া কষ্টকর ব্যাপার। একবার চুলের ছাতাটা জলে ভিজে গেলে অন্তত সাত দিন যায় শুকাতে। তোমার কাটা চুল দেখে আমারও ইচ্ছা হয় চুলগুলি ছোট করে কেটে ফেলতে।"

—ইচ্ছা হয ত কেটে ফেল, আমি কেটে দিতে পারি, আমার সংগে একখানা কাঁচি রাখি।

স্ত্রীলোকটি অনেকক্ষণ কি ভাবল, তারপর বললে, "আচ্ছা আমার মাথাটা পরিষ্কার কর তারপর অন্যদের কথা।"

স্ত্রীলোকটির চুল কাটতে অন্তত এক ঘণ্টা সময় লেগেছিল। আশ্চর্যের বিষয় একটিও উকুন দেখতে পাই নি। মাথাটা পরিষ্কার করে দেবার পর স্ত্রীলোকটি নিকটস্থ নদীতে স্নান করতে গেল।

স্ত্রীলোকটির স্বামী বললে, সেও চুল কাটবে। আমি তাকে বললাম, "তোমার স্ত্রী আসুন, তারপর তাঁর আদেশমত কাজ করব।" নিগ্রো সমাজে পুরুষের আদেশ চলে বাইরে, ঘরোয়া ব্যাপারে স্ত্রীলোকের আদেশই মানতে হয়।

অনেকক্ষণ পরে মহিলাটি ঘরে ফিরে এলেন এবং বললেন, "আমার ঘরের সকলের মাথার চুল কেটে ফেল"

বিনা বাক্যব্যয়ে চুল কাটতে আরম্ভ করলাম। গৃহিণী বলতেছিলেন,

"জীবনে আজই স্নান কবে আবাম পেয়েছি। হয় ত বেশ ভাল ঘুমও হবে।"

কাচ্চা-বাচ্চা সকলের চুল কাটতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সকলেই নদীতে স্নান কবতে গেলাম। গৃহিণী তখন রুটি তৈবী কবতে ব্যস্ত ছিলেন।

স্নান কবে ঘবে ফিরে গৃহিণীব কদর্য হাত দুটোব দিকে তাকাতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কতকগুলি ভুট্টার চূর্ণ চেয়ে নিযে চূর্ণগুলি জলেব সঙ্গে একখানা চামচেব সাহায্যে মিশিয়ে নিযে উনুনে বসিযে দিলাম। কতক্ষণ পবেই জলাক্ত চূর্ণ নাডতে থাকলাম। কয়েক মিনিটেব মধ্যে চূর্ণ লেই-এ পবিণত হল, সুন্দব গন্ধ বেব হতে আবস্ত হল। গৃহিণী দেখলেন এত অল্প সময়ে, এত পবিষ্কাব কবে এক অপরূপ খাদ্য তৈবী কবেছে বিদেশী। সকলেই আমাব তৈরী লেই একটু একটু কবে খেল এবং বললে বেশ ভাল খাদ্য ত; কাল সকালে আমবাও লেই খাব। এদেব লেই খাওযা দেখবাব জন্য আমিও থেকে গেলাম। পবেব দিন যখন গৃহিণী লেই তৈবী কবতেছিলেন তখন লেই-এ নুন, মাংস এবং কলা ফেলে দিতে বললাম। আমাব আদেশ অনুযায়ী লেই হল। এদেব ঘবে মাত্র একখানা চামচ ছিল। যাতে প্রত্যেকে চামচ ব্যবহাব কবতে পাবে সেজন্য প্রত্যেকেব জন্য চামচ তৈবী কবে দিলাম।

সকাল থেকেই লেই খাওয়া আবস্ত হ'ল। শিশুবা যখনই খেতে চাইছিল তখনই হাঁডি হতে বড চামচ দিয়ে কিছুটা লেই একটা প্লেটে ঢেলে আপন মনে নিজ নিজ চামচ দিয়ে খেয়ে প্লেট ও চামচ ধুয়ে বেখে বাইবে চলে যাচ্ছিল। লেইএব স্বাদ বুঝতে পেবেছে বুঝতে পেবে হাঁডি এবং প্লেট রাখবাব জন্য একটি কাঠেব মাচা তৈবী কবে দিলাম। গৃহিণীব কাজ অনেক কমে যাওয়াতে এবং স্নান কবে আরাম বোধ কবাতে তিনি এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে নিকটস্থ পবিবাবের সংগে

আমাকে পরিচয় কবিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই পরিবাবেবও পবিবর্তন যাতে হয় আমাকে সেজন্য অনুবোধ কবেছিলেন।

নিকটস্থ পবিবার এক মাইল দূরে বাস করত। তাদেব বাড়িতে শিশুব সংখ্যা খুবই কম। মাত্র দু'টি। প্রকৃতপক্ষে তিনটি পবিবাব একই ঘরে থাকত। এদেব শিশুব সংখ্যা কম কেন জানতে ইচ্ছা হল।

একজন গৃহিণী বললেন, তাঁব সন্তান বাঁচে না। শিশুব জন্ম হবাব পবই কি এক বোগ হয় এবং শিশু মাবা যায়। দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটিব সন্তান হয় না।

কথা প্রসংগে জিজ্ঞাসা কবে জানলাম উভয় মহিলা পূর্বে মোয়াঞ্জা নামক শহবে ভাবতীয ব্যবসায়ীদেব বাড়িতে কাজ কবতেন। বিষয় জানতে পেবেই জিজ্ঞাসা কবলাম তাদেব "শহুবে বোগে" পায় নি ত?

উভয়েই স্বীকাব কবলেন তাদেব শহুবে বোগ হয়েছিল। শহুবে বোগ তাদেব মধ্যে ছিল না। বিদেশী বলতে আববদেবই বুঝায় বেশি। এর পবেই পর্তুগীজ, বর্তমানে ইণ্ডিযান্ এবং বৃটন। এদেব কাছ থেকেই শহুবে বোগ এঁবা পেয়েছিলেন।

বিদেশী বোগ নিবাবণেব ঔষধ আমাব জানা ছিল। যে-কোনও রকমেব বিদেশী বোগ হোক সেই ঔষধে সম্পূর্ণ বকমে আবোগ্য হয়। দু'জন স্ত্রীলোককে নিয়ে ঔষধেব অন্বেষণে বেব হলাম। প্রথম দিন ঔষধ পাওয়া গেল না, দ্বিতীয় দিন আমবা একটি ঝবনাব কাছে যেয়ে ঔষধ পেলাম। এক রকমেব পাতা হ'ল এব ঔষধ। পাতা ছিঁডবাব পূর্বে পাতাকে লক্ষ্য কবে কি বলছিলাম শোন ঃ—

"হে পাতা, মহা পাতা, ক্ষতবোগনাশিনী
'বিদেশী বোগেব' যম তুমি, বহু ক্ষমতাধাবিণী
খসখসে পাতা তুমি, কাজল হল তোমাব রূপ,
দুর্গন্ধরূপ গন্ধে তুমি

নাশ তুমি
সকল অন্তর বাইরের কুরূপ।
তোমাকে ধন্য, তোমাকে ধন্য
নিচ্ছি তোমায় আমার বোনের জন্য
তুমি নাশো যত বিদেশী কামরূপ।"

উল্লিখিত কথা বলে দু'টি পাতা উঠিয়ে দু'জনকে খেতে দিলাম। উভয়ে পাতা খেলেন। দুর্গন্ধে তাদের মুখ ভরে গেল। মুখ ধুতে নিষেধ করলাম। কতক্ষণ পরেই তাদের মুখের দুর্গন্ধ চলে গেল। জিহ্বা পরিষ্কার হল। বাড়িতে পৌঁছে বল্‌লাম; "আপনারা ঘরের বাইরে নিভৃত স্থানে বসে থাকুন। সন্ধ্যার পূর্বে ঘরে ফিরে আসবেন।"

মাসাই জাত অতি সহজে বিদেশীদের প্রলোভনে ভুলে যায়। কিকুউ স্ত্রীলোক সহজে গ্রাম ছেড়ে শহরে যায় না। আমাদের জাতের স্ত্রীলোক বিদেশী:কে বিশ্বাস করে না। তারা জানে "শহুরে রোগ" কত বিপজ্জনক। অবশ্য আমাদের বৃদ্ধেরা শহুরে রোগ আরাম করার ঔষধ বিশেষভাবেই জানেন। বাস্তবা শহুরে রোগে আক্রান্ত হয়ে অসময়ে মরে, সে কথা কে না জানে?

নূতন পরিবারে মোট পনের দিন ছিলাম। পনের দিনের মধ্যে একটি গৃহপালিত জীব হত্যা করতে দেই নি। মাসাইরা গরু পালন করতে বড়ই ওস্তাদ কিন্তু তারা যে নিয়মে জীব হত্যা করে, আমরা সে নিয়মকে কঠোর এবং নিষ্ঠুর নিয়ম মনে করি। কোনও জীবের গলা কাটা আমরা পছন্দ করি না। যে-কোন জীবকে আমরা এক আঘাতে হত্যা করি।

আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে মাসাই পরিবার একটি জীব হত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু যখন শুনতে পেল গলা-কাটা জীবের মাংস আমি খাই না, তখন মাসাই লোকটি আমাকে খৃস্টান মনে করেছিল। মাসাইদের

মধ্যে যাবা একটু সভ্য হয়েছে তাবা সকলেই খৃস্টধর্ম অবলম্বন করেছে। খৃস্টানেবা কোনও জীবেব গলা কাটে না, এক আঘাতে হত্যা করে। মাসাইদেব মধ্যে যাদেব কোনও ধর্মের প্রচলন নাই তারা প্রত্যেক জীবেব গলা কেটে হত্যা কবে। এই পবিবাবেবও কোনও ধর্ম ছিল না।

পূর্বে আমাদেব মধ্যেও অনেক খৃস্টান এবং মুসলমান ছিল। এবা আমাদেব কাছ থেকে পৃথক হতে চলছিল। তাদেব মন বিদেশী বিষে জর্জবিত হয়েছিল। তাদের ছেলেমেয়ে আমাদেব কাছ থেকে পৃথক থাকতে চেষ্টা করত। বিদেশী বিষে দুষ্ট লোক আরব অথবা বৃটিশ হতে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেত না। আববগণ কখনও আমাদের দেশেব মুসলমানদেব সংগে একত্রে নামাজ কবত না, বিদেশী পাদবীবা কখনও আমাদের দেশেব খৃস্টানদেব গীর্জায় উপাসনা কবত না। তাবা আমাদেব লোককে উপাসনা কবিয়ে দিত মাত্র। নিজেদেব উপাসনা শহবে যেযে তাদেব গীর্জায় কবত। আমবা যখন গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় খুলতেছিলাম তখন প্রত্যেক গ্রামবাসীকে বিদেশী পয়গম্বব এবং তাদেব উপদেশপূর্ণ পুস্তক বর্জন কবাব জন্য অনুবোধ কবা হচ্ছিল। গ্রামবাসী একটুও প্রতিবাদ না কবে বিদেশী আচাব-ব্যবহাব পবিত্যাগ কবেছিল। আমাদেব মধ্যে বিদেশীবা যে বিভেদ আনতে আবম্ভ কবেছিল তাব ধ্বংস প্রথম আঘাতেই হয়েছিল। এখন আমবা বিদেশী পয়গম্ববেব প্রভাব হতে মুক্ত হয়েছি। তবে আমবা এশিয়াবাসীব সংস্কৃতি গ্রহণ কবব না এটা ঠিক, আমবা গ্রহণ কবব ইউবোপীয়ান্ সংস্কৃতি সেই সংগে যোগ দেব আমাদেব সংস্কৃতি।

আমাকে কি খাইয়ে সন্তুষ্ট করবে মাসাই পবিবাব কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। এদেব এরূপ অবস্থা হতে মুক্ত কবার জন্য আমিই প্রস্তাব কবলাম দু'টি বন মোবগ ধবে আনতে। এদিকে বন মোবগের সংখ্যা খুবই বেশি। পেঁপে ত সর্বত্র পাওয়া যায়। অর্ধ পাকা পেঁপে, বন

মোবগেব মাংস এবং ভুট্টার ছাতু একত্রে সিদ্ধ করে উপাদেয় খাদ্য হয়। এরূপ উপাদেয় খাদ্য তৈরী কবতে মাসাই পবিবাবের কেউ জানত না। আমাব আদেশমত বন মোবগ বান্না হবাব সময থেকে অনেকের ক্ষুধা হয়েছিল, তাদেব মুখেব অবস্থা দেখেই বুঝতে পেবেছিলাম। বান্না হযে গেলে সবাই পেট ভবে খেল এবং সকলে এক বাক্যে বল্‌লে, এরূপ খাদ্য কখনও খায় নি। ভবিষ্যতে এই পবিবাবেব লোক আমাব বর্ণিত পদ্ধতিমতেই বান্না কববে আশ্বাস দিয়েছিল। নূতন পদ্ধতিতে বান্না কবতে সময কম লাগবে এবং শবীবেব শক্তিও বর্ধিত হবে বুঝিয়ে দিযেছিলাম।

নূতন পবিবাবে পনব দিন থেকে পুনবায় ইন্‌টাবীব দিকে বওনা হলাম। আমাব ইচ্ছা ছিল না ইনূটাবী যাই, কিসুমু যেতে পাবলেই ভিক্টোবিযা হ্রদেব ওপাবে যেতে পাবব সে ধাবণা আমাব ছিল। কিসুমু আবও অনেক দূবে। পার্বত্য পথেব ভেতব দিয়েই যেতে হবে। পার্বত্য পথ-বলতে বিদেশীবা কি মনে কবে বলতে পাবি না তবে এই পর্যন্ত বলতে পাবি, আমি যে পার্বত্য পথ বলছি তাব সংগে তুলনা দেবার যদি কিছু থাকে তবে এই পার্বত্য পথই তুলনা কবা যেতে পাবে।

পাঁচ হাজাব ফুট উচ্চ মালভূমি হতে ঝিবঝিবে বয়ে যাওযা একটি নালা দেখতে পেযে তাই অনুসবণ কবে চললাম। নালাটিব ডান দিকে একটি একপেয়ে পথ ছিল এবং সেই পথ ধবে চলতে হচ্ছিল। তোমাদেব জানা উচিত এদিকেব গভীব বনের বৃক্ষবাজিতে কাঁটা ছিল না। পূর্বে যত বন-জংগলের কথা বলেছি সর্বত্র কাঁটার কথাই বলেছি বেশি কবে। এদিকে যেমন কণ্টকাকীর্ণ বন-জংগল নাই তেমনি হিংস্র জন্তুব সংখ্যাও কম। বানব, টিযাপাখী এবং অন্যান্য পাখীব সংখ্যাই বেশি দেখতে পেয়েছিলাম।

খবগোশ অথবা বন মোরগের সংখ্যাও কম। হাতী, মহিষ এবং বন

গরুর সংখ্যাই বেশি দেখেছি। প্রকৃতপক্ষে আমার সাহস, আমার বুদ্ধি এবং শক্তির পবিচয় এই জংলী পথেই পেয়েছিলাম। এড্ভেন্চাব বলতে যা বুঝা যায় এই জংলী পথেই অনুভব কবেছিলাম। এড্ভেন্চাবেব গালগল্প অনেক শুনেছ কিন্তু বল ত পথে যদি জংলী মহিষ দেখতে পাও এবং মহিষও যদি দেখতে পায় তবে কি কববে? তোমবা বলবে গাছে উঠে প্রাণ বাঁচাবে, মহিষ তত সহজ জীব নয়। গাছে উঠে প্রাণ বাঁচানো যায় না।

আমিও মহিষ দেখেই গাছে উঠেছিলাম। মহিষেব পালে একটি অথবা দশটি মহিষ ছিল না। একশ' মহিষেব বেশি ছিল। মহিষগুলো যখন দেখলে আমি গাছে উঠেছি তখন তাবা গাছটাব গোড়ায় আড্ডা কবল। তাদেব ধাবণা ছিল গাছ থেকে নামতে হবেই এবং গাছ থেকে নামলেই মেবে ফেলবে। মহিষেব ভাবগতিক দেখে বুঝতে পেবেছিলাম, প্রাণ বাঁচাতে হলে বুদ্ধি খাটাতে হবে।

গাছেব ডাল ভেঙে মহিষেব উপব ছুঁড়ে মাবতেছিলাম এতে মহিষগুলো একটুও নড়েনি অথবা ছুঁড়ে ফেলা গাছেব ডালের প্রতি একটুও আক্রোশ দেখায় নি। উপায়ান্তব না দেখে এক গাছ হতে অন্য গাছে যাচ্ছিলাম এবং লক্ষ্য করছিলাম মহিষগুলোব লক্ষ্য কোন্ দিকে? দূব থেকে অন্যান্য গাছেব উপব বসেই লক্ষ্য কবছিলাম মহিষগুলো সেই গাছটার নীচেই বসে বয়েছে। গাছ থেকে নামলেই আক্রমণ করবে। একটি গাছ হতে অন্য গাছে যেয়ে নালা অতিক্রম করতে পেবেছিলাম। নালাব ওপাব থেকেও দেখছিলাম মহিষগুলো গাছেব নীচেই বসে বয়েছে।

এই অঞ্চলে খাদ্যেব জন্য বিশেষ চিন্তা কবতে হ'ত না। আলু জাতীয় এক রকমেব মূল পাওয়া যায়। মূলগুলি আগুনে পুড়লে খেতে আলুব মতই লাগে। খেতে রুটি হতে অনেক ভাল। শ্বেত প্রভুরাও রুটি খায়, সে রুটি কাগজে মোড়া থাকে, বেশ সুগন্ধ বেব হয়, কিন্তু কোথায়

তৈবী কবে কে জানে? আমবা যখন লেই বান্না কবি তখন হাঁড়িতে হাত লাগাতে হয় না।

আজ তোমাদেব কাছে গল্প বলছি বলেই নানা জাতেব লোকেব খাদ্য নিয়ে সমালোচনা কবছি কিন্তু একাকী গভীব বন দিয়ে পথ চলাব সময় এই সব বাজে কথা মোটেই মনে হ'ত না। প্রাণ বাঁচিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পাবলেই জীবনেব এক কষ্টকব অধ্যায শেষ হয়েছে মনে কবতে পাবতাম।

আব একটি কথা বলতে ভুলে গিযেছিলাম। অতি পবিশ্রমে যখন চোখ বুজে আসত তখন চোখ বুজতে ভয় হত। কি জানি যদি বন্য জানোযাব ঘুমন্ত অবস্থায আক্রমণ কবে এবং আমাব জীবনেব আলো চিবতবে নিবিয়ে দেয়।

অনেকে বলে, মবণেব ভয় তাদেব নাই। জানি না যাবা এরূপ কথা বলে তাদেব কথা কতটুকু সত্য, আমাব কিন্তু মবণেব ভয় ছিল এমন কি মবণভয়েব আতংক সব সময়ই থাকত।

বনে প্রবেশ করে দুঃখিত হয়েছিলাম। আমাব তীব-ধনু, আমাব লম্বা দা এই সব যেন কোনও কাজেব বস্তু নয়। মহিষ আক্রমণ কবেছিল, একটি তীবও অপব্যয় কবিনি। তীবেব সংখ্যা মাত্র কুড়িটি। যদি তীব-গুলো নষ্ট কবে ফেলি তবে কি কবে আত্মবক্ষা কবব—এই ছিল ভয়। লম্বা দা কোমবে ঝুলান থাকত বটে কিন্তু বন্য জীবকে আক্রমণ কবাব মত সাহস আমাব ছিল না।

রাত্রে মস্ত বড একটা আগুন জ্বালিয়ে তারই কাছে বসে থাকতাম। অতি কষ্টে চোখ দুটোকে বুজতে দিতাম না, কিন্তু কখন যে আগুনেব কাছে শুয়ে থাকতাম বুঝতেও পাবতাম না। ঘুম যখন ভাঙত তখন হঠাৎ উঠে দাঁড়াতাম। ঘুমোবার পূর্বে যে ভয়গুলি আমাকে আতংক-গ্রস্ত কবত, সেই ভয়গুলি নূতন করে দেখা দিত। বেঁচে আছি সেজন্য

কাউকে ধন্যবাদ দিতে হ'ত না, পাশের আগুন আর আমার শরীবেব শক্তিকে ধন্যবাদ দিয়ে কি লাভ হবে? আগুন এবং শবীবেব শক্তি ধন্যবাদেব প্রত্যাশী নয়। আগুনেব নাম কবে আগুনকে মন্দ বল, আগুন উত্তব দেবে না। শবীবেব শক্তিকে প্রশংসা কব, শরীবেব শক্তি শবীবেব ভেতবেই থাকে, বলবাব ক্ষমতা নাই তাব।

তিন দিন চলাব পব একটি গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রামেব বাসিন্দা মাত্র তিনটি পবিবাব। তাবা জাতে বান্তু। দক্ষিণ আফ্রিকাব জার্মানদেব দ্বাবা অত্যাচাবিত হযে পায়ে হেঁটে সবটা পথ অতিক্রম কবে এই গভীব জংগলে ডেবা কবেছে। এবা ডাচ ও ইংলিশ বলতে পাবত এবং বেশ শিক্ষিতও ছিল।

আমাকে পেয়ে তাদেব কি আনন্দ! তাদেব আনন্দেব কথা বলবাব পূর্বে আমাব কি আনন্দ হযেছিল তাই বলছি। গভীব জংগলেব মধ্য দিয়ে নদী কলকল কবে বয়ে যাচ্ছিল, নদীব উত্তব তীবে সুন্দব বৃক্ষবাডি দাঁডিযেছিল। দক্ষিণ তীবে তিনখানা চাব-চালা ঘব, একটু দূবে দূবে অবস্থিত ছিল। তিনখানা ঘবেব সামনে মস্ত বড পবিষ্কাব জাযগা। ঘবেব পেছন দিকটাও পবিষ্কাব। সূর্য পশ্চিমদিকে চলে গিয়েছিল, তবুও প্রখব সূর্যকিবণ তিনখানা ঘবকেই আলোকিত কবছিল। ঘরেব সামনে কয়েকটি শিশু খেলা কবছিল। তাদেব প্রত্যেকেব হাতেই বড বড় ডাণ্ডা। ডাণ্ডা দিয়ে ছেলেমেয়েবা মাটিতে আঘাত কবছিল। এরূপভাবে আঘাত কবতে কোনও নিগ্রো শিশুকে দেখতে পাই নি।

পূর্বদিকে একটি প্রকাণ্ড বাগিচা। বাগিচায অনেক রকমেব ফলেব গাছ। ফলবৃক্ষেব নীচে সাপে যাতে বাসা না কবতে পাবে সেজন্য বিশেষ দৃষ্টি বাখা হয়েছিল।

প্রত্যেক ঘব দু' ভাগে বিভক্ত। একদিকে শুয়ে থাকবাব জায়গা অন্যদিকে বসবার। বনেব কাঠ দিয়ে চেয়াব টেবিল তৈবী হয়েছিল।

প্রত্যেকটি জিনিস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এক কথায় বলছি, যেন কোনও শ্বেতকাযেব বাসস্থান।

এই অঞ্চলে বকুল ফুলেব গাছ প্রায়ই দেখা যায়। বকুল ফুলেব সুগন্ধ সকলেই পছন্দ করে, উপবন্তু বকুলেব গোটা ছেলেমেয়েবা আনন্দ কবে খায়। বকুল গাছেব ছাযা যেমন শীতল তেমনি নিবাপদ। সাপ অথবা কাঠবিডাল আড্ডা জমাতে পাবে না এদেব বাড়িব সামনে নদী-তীবে কয়েকটি বকুল গাছ ছিল। নদীতীবে একটিও বড বৃক্ষ ছিল না। ঘাস গজিয়েছিল, তাও পবিষ্কাব কবে কেটে বাখা হযেছিল। ছোট্ট সাপ পর্যন্ত লুকিয়ে থাকাব উপায় ছিল না।

তিন পবিবাব সমবেতভাবে একখানা অতিথিশালা গড়েছিলেন। আমাকে অতিথিশালা দেখিয়ে বল্‌লেন, "আপনি এখানে থাকবেন। আজ আমাদেব পবিশ্রম সার্থক হল। আজ পর্যন্ত কোনও অতিথি আমাদেব বাডিতে আসেন নি। এসেছিল পুলিশ। পুলিশ যদিও নিজেব জাত তবুও তাবা পব হযেছে, তাদেব আমবা অতিথি বলতে পাবি না।"

অতিথিব ঘব দেখিযে আমাকে মল-মূত্র ত্যাগেব জাযগা দেখিয়ে দিলেন। নদীতে মল-মূত্র ত্যাগেব নিয়ম নাই। সে জায়গাটাও বেশ পবিষ্কাব ছিল। পবিষ্কাব-পবিচ্ছন্নতা সর্বত্র বিবাজ কবছিল। পার্বত্য জাতিব মধ্যে মল-মূত্র পবিত্যাগেব জাযগা নির্ধাবিত থাকে না কিন্তু এই গ্রামে তাব ব্যবস্থা দেখে অবাক হয়েছিলাম। অনেক কিকুউ এবং অন্যান্য উপজাতিব গ্রাম ভ্রমণ কবেছিলাম, কোথাও এরূপ ব্যবস্থা দেখতে পাই নি। তারপব গ্রামের পেছন দিকটাতে যেখানে পাহাড় আবন্ত হযেছে সেখানেও বনের পশু লুকিয়ে থাকার উপায় ছিল না। বন-জংগল কেটে তাতে আগুন ধবিয়ে দেওয়া হযেছিল।

এঁরা কাঠ-কয়লা ব্যবহার কবতে শিখেছেন। এঁদের ঘরেব মধ্যে কাঠ-কয়লাব অভাব ছিল না। এত কাঠ থাকতে কাঠ-কয়লা কেন

ব্যবহাব কবা হয় জানতে ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু জানবাব পূর্বেই দেখলাম কাঠ-কয়লা জ্বালিয়ে জল সিদ্ধ কবা হচ্ছে। গরম জলেব প্রাচুর্য এঁদের মধ্যে অত্যধিক। গরম জল দিয়ে হাত-পা ধুয়া, মুখ ধুয়া এবং কুলকুচি করা এ দেব অভ্যাসে পবিণত হয়েছে। গরম জল ব্যবহাব কবা বেল্‌জিয়ান্‌দের কাছ থেকে এঁবা শিখেছেন বলছিলেন এবং গরম জলেব কত উপকার তাও বলছিলেন।

এত গভীর বনে পুলিশ আসার কাবণ জেনে বাখা ভাল। আমাদের দেশে প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিব দশ শিলিং কবে জিজিয়া কব (পোল্‌ টেক্স) দিতে হয়। এই তিনটি পবিবাবেব সক্ষম ব্যক্তি কে কে জানবার জন্য বৎসবে একবাব কবে পুলিশ আসে। মিথ্যা অথবা প্রবঞ্চনা এঁদেব মধ্যে নাই; সেজন্য সক্ষম ব্যক্তিদেব শুধু নাম লিখিযে দিয়েই পুলিশকে বিদায় দিতেন না, হিসাব কবে পোল্‌ টেক্সও দিয়ে দিতেন।

পোল্‌ টেক্স এবং বস্ত্র যোগাড কবতেই এই তিন পবিবাবেব লোক হযবাণ হয়ে পডতেন। এঁবা কেহই পশুচর্ম ব্যবহাব কবেন না। সকলেই বস্ত্র ব্যবহাব কবেন। স্ত্রীলোকেব বস্ত্রেব জন্য বিশেষ বেগ পেতে হয না কিন্তু পুরুষদেব ট্রাউজাব কিনতেই বিপদগ্রস্ত হতে হয় তাঁদেব। একটি ট্রাউজাবেব দাম সাডে বার শিলিং, পবিবাবেব মধ্যে কয়েক জন পুরুষ ছিলেন। অনেকেই হাফ্‌ পেণ্ট পরে লজ্জা নিবারণ করছিলেন। এদিকে বাত্রে বেশ ঠাণ্ডা লাগে এবং বিছানার দবকাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তুলা নিজেদেব বাগানে হয়। তুলার বালিশ, তুলাব তোষক এবং লেপ প্রত্যেকের ঘরেই ছিল। একখানা তাঁতও তাঁদেব ছিল। তাতে পালা কবে কাজ চলত। তাঁতের কাজ দিনরাত চলছিল। এতে সুবিধা হচ্ছিল বেশি। বাত্রে বন্য জীব এ তাঁত-চালকের দৃষ্টি এড়াতে পারত না। বস্ত্র এবং সুতা যা উৎপাদন হ'ত তাতে তিন পবিবারের কোন রকমে চলে যেত, বিক্রি করাব মত হ'ত না সেজন্য তাঁরা দুঃখিত ছিলেন না।

বাস্তবা বড়ই দূবদৃষ্টিপবায়ণ এবং লোককে উপদেশ দেবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। এই তিনটি পরিবারের ইতিহাস অতীব মর্মন্তুদ এবং তাঁদের দুঃখেব কাহিনী বলাই যেন তাঁদেব একমাত্র কাজ।

পশ্চিমেব পর্তুগীজ অধিকাবে এই তিনটি পবিবার বাস কবতেন। নিজেব চেষ্টায় পবিবারেব স্ত্রী-পুরুষ সকলেই লেখাপড়া শিখেন এবং পর্তুগীজদেব কাছে থাকায় সভ্যতার আলো পান। পর্তুগীজ পশ্চিম আফ্রিকাতে বেগাব খাটানোর নিয়ম ছিল এবং এখনও আছে। বেগার খাটা হতে বেহাই পাবার জন্য এই তিনটি পবিবার দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাতে চলে আসেন। সেখানেও তাঁদের প্রতি বুয়র দস্যুরা আক্রমণ চালায়। বুয়বদেব অত্যাচার হতে মুক্ত হবার জন্য পুনরায় নূতন বাসস্থানেব অন্বেষণে বেব হয়ে কেনিয়াব শেষ সীমান্তে গভীব বনে আশ্রয় নিয়েছেন। যাবা আইন অমান্য কবে না বৃটিশ প্রভুরা তাদের উপব অত্যাচাব কবেন না। এখানে আসাব পব বৃটিশেব আইনমতে প্রত্যেক পবিবাব হতে বৎসবে প্রায চল্লিশ শিলিং কবে দিতে হয়, কিন্তু চল্লিশ শিলিং বোজগার করার মত একটিমাত্র উপায় ছিল। গভীর বন হতে হাতীব হাড় এবং শিং সংগ্রহ কবে ওজন দরে বাজাবে বিক্রি কবার পব যা পেতেন তাই পোল্ টেক্স দিয়ে আসতে হত। পোল্ টেক্সের জন্য অর্থ সংগ্রহ কবতে যে ঝুঁকি তাঁদেব নিতে হ'ত সেই ঝুঁকি ছাড়া আর কোনও কষ্ট ছিল না।

এঁদেব বাড়িতে সাত দিন ছিলাম। আমি কিসুমু যাচ্ছি শুনে গ্রামের একজন লোক কিসুমু যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং বললেন, কিসুমু যাবার পথ তাঁর জানা আছে, পথে বিপদের সম্ভাবনা খুবই কম।

এবার আমবা দু'জনে চলতে আরম্ভ করেছি। চলাব পথ খুবই সোজা, উৎবাই আব চড়াই। উৎবাই চড়াই কবা আমাদের বেশ অভ্যাস ছিল সেজন্য চিন্তা কবতে হচ্ছিল না একটুও। পথে দু'টি শ্বেতকায় গ্রামেব পাশ দিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক ছিল। কালো লোক দেখলেই মোটব চাপা দিয়ে নরহত্যা কবাব প্রবৃত্তি তাদেব জেগে উঠে। এই দু'টি গ্রাম বুয়বদেব। বুয়ব দক্ষিণ আফ্রিকাব বাসিন্দা শ্বেতকায় জাতি। এদেব বর্তমান রাষ্ট্রনাযক মিস্টাব মালান। তাঁর প্রতি আমরা বডই কৃতজ্ঞ। পূর্বে কোনও নিগ্রো শ্বেতকায়েব পাশ দিয়ে যেতেও ভয় পেত। মিস্টাব মালান চাইছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকাব জুলুদেব দিয়ে সেখানকাব ভাবত-বাসীদেব অত্যাচাব কবাবেন। জুলুবা নাটালেব ভাবতবাসীকে অত্যাচাব কবেছিল। যখন তাবা ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচাব কবছিল তখন কয়েক জন শ্বেতকায়ও আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং মবেছিলেন। তখন থেকে আমাদেব জাতেব লোকেব মন থেকে শ্বেতকায় ভীতি অপসৃত হয়। এব পবই আমাদেব জাত সর্বপ্রথম শ্বেতকায়দেব বিরুদ্ধাচবণ কবতে আবম্ভ করে। দক্ষিণ আফ্রিকাব জুলুবা যদি ভারতবাসীব বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধাবণ না কবত তবে মাউ মাউ মোভমেণ্ট হ'ত কি না সন্দেহ। বহু পূর্বে সেই দেশেব বুয়বগণ সোনাব খনিব অন্বেষণে এসেছিল, কিছু সোনা পেয়েছিল। তাবপব সোনাব খনিব কাজ ছেড়ে আবাদ কবতে আবম্ভ কবেছে। খামাবে কাজ কবা কঠোব কাজ নয় কিন্তু এদেব ব্যবহাব নিন্দনীয় এবং ঘৃণ্য। এবা কালো লোককে মানুষ বলেই গণ্য কবে না।

তোমরা শুনলে অবাক হবে, ভুলক্রমে যদি কোনও ইণ্ডিয়ান্ এই দু'টি গ্রামেব পাশ দিয়ে যেত, তবে তাকে ধবে নিয়ে জমিতে পশুব মত খাটাত। যখন দেখত ইণ্ডিয়ান্ লোকটা চলতেও অক্ষম তখন তাকে হত্যা কবত। আমরা নিগ্রো, আমাদের প্রতি এরা কি ব্যবহার করবে না বলাই ভাল।

আমাদের ভাষায় প্রবাদ আছে রৌদ্র হতে ধূলিকণার উত্তাপ বেশি, আরব হতে আরব-ভাবাপন্ন নিগ্রোদেব ব্যবহাব অসহ্য। এদিকের ইংলিশ অথবা জার্মানদেব অত্যাচাব হতে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতের অত্যাচার অত্যধিক। বুয়র জাত দক্ষিণ আফ্রিকা হতে কেনিয়াব যে-কোনও জায়গায় বসবাস কবতে আরম্ভ কবেছে, সেই জায়গার পাশ দিয়েও নিগ্রোবা চলাফেরা করতে পারে না। আমবা উভয় গ্রাম পাশ কাটিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম।

ছুই দিন চলাব পবই আমবা একটি বনে প্রবেশ করলাম। বন বেশি বড় নয় তবে বনেব বৃক্ষবাজি খুবই উচ্চ এবং দিবাভাগেও সূর্যালোকের অভাব ছিল। আমাব সাথী ভূতেব উপাসক এবং ভূত এতই ভয় কবতেন যে ভূতেব কথা মনে হলেই তিনি মাটিতে বসে ভূতের উদ্দেশ্যে মাথা নত না কবে উঠতেন না। বলতে পারি না কি কাবণে আমাদেব মধ্যে ভূতেব পূজাও নাই, উপদ্রবও নাই। পূর্বেও ছিল না, বর্তমানেও নাই।

আমাব বন্ধু হঠাৎ থেমে গেলেন। একরূপ কেঁদে ফেলে বললেন, "ঐ যে সামনে ভূত দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন না?"

তর্ক কবাব সময় ছিল না, শুধু বল্‌লাম, "ভূত হত্যা করার কৌশল আমার দাছুর কাছ থেকে শিখেছি, আমাকে শুধু ভূতটাকে দেখিয়ে দিন।" ভূত হত্যা করব শুনে তিনি আমাকে ভূত দেখাতে রাজি হলেন না। তখন আমি সাথীকে ধমক দিয়ে বললাম, "আপনাবা আমাব কাছে দেশান্তব যাবাব যে সকল গল্প বলেছেন সবই মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে।"

সাথী মাথা নত বেখেই বললেন, "দেশ হতে দেশান্তরে আমি যাই নি, আমরা হলাম মাসাই। বাস্তুদেব সংগে এখানে মিলিত হয়েছি। ঐ যে যুবতীকে দেখছেন তার সংগে আমাব বিয়ে হবে। যুবতীর জন্য কিছু বস্ত্র এবং গহনা যোগাড় করাব অপেক্ষায় আছি।"

মাসাইদেব মোটেই পছন্দ কবতাম না, এদেব মধ্যে যত কুসংস্কাব আছে অন্য কোন নিগ্রোদেব মধ্যে তেমন কুসংস্কাব নাই। মাসাইদেব মধ্যে খৃস্টান এবং মুসলমান অনেক আছে। ভূতেব ভয় হতে বক্ষা পাবাব জন্য কেউ ক্রস গলায় বেঁধেছে আবাব কেউ তাবিজ গলায় ধাবণ কবেছে। চিতাবাঘেব দাঁত, এক টুকবা লৌহ এবং একটা পাথব সংগেব লোকটাব গলায় বাঁধা ছিল। কতক্ষণ পবে তিনি মাথা উঠিয়ে বল্‌লেন, "ভূত চলে গেছে, এবাব পথ চলতে কষ্ট হবে না।"

সন্ধ্যাব পূর্বেই আমবা এক নিগ্রো গ্রামে পৌছলাম। গ্রামে অনেক জাতের লোক বাস কবে। উগাণ্ডা, বাগাণ্ডা, কিকুউ, মাসাই, বান্তু, জুলু এবং আবও অনেক জাতেব লোক। সকলেব ভাষাই সোহেলী। উপভাষা যাদেব মধ্যে যা ছিল প্রায় লোপ পেযেছিল। এই গ্রামেব লোক সকলেই মৎস্যজীবী। প্রত্যেকেই বস্ত্র ব্যবহাব কবে। প্রত্যেক পবিবাবেব একখানা কবে ঘব আছে। নবাগতদেব জন্য অতিথিশালা ছিল না। নবাগত ব্যক্তিবা গ্রামেব পবিত্যক্ত গৃহে থাকেন। গ্রামে কযেকখানা পবিত্যক্ত ঘব ছিল।

গ্রামেব সবগুলি ঘবই মেটে ঘব। একখানা ঘবও ছোট নয। প্রত্যেকটা ঘবেব চাল চাবটা এবং খড দিযে ছাওযা। এবা সকলেই আমাদেব মত লেই খায়। এদেশে যব পিশে যেমন চূর্ণ কবা হয় তেমনি মাটিব নীচেব নানা প্রকাবেব শিখব চূর্ণ কবেও লেই তৈবী কবা হয়। এখানে মাছেবও প্রচলন আছে। মাছ ভাজা কবে সকলেই খায়। মাছ খাওয়া মোটেই ভাল লাগত না, সেজন্য লেই খাবাব আয়োজন কবতে বাধ্য হয়েছিলাম।

গ্রামেব লোকেব মুখে হাসি লেগেই ছিল যেন তাঁদেব অভাব ছিল না, সকলেই যেন সসম্মানে বাস করছিলেন, অসুখ-বিসুখ যেন কারো ছিল না। এই গ্রামে আসাব পব আমাবও মনের পবিবর্তন হয়েছিল। যেদিন







সিনেমার জন্য ছবি তোলা হচ্ছে।

গ্রামে পৌছেছিলাম সেই রাত্রেই এক সিনেমা কোম্পানী ফটো উঠাতে এসেছিল। গ্রামের লোক প্রায় সকলেই জংলী পোষাক পরেছিল। অনেকে মুখে চুণকালি লাগিয়েছিল, গরু এবং মহিষের শিং দিয়ে মাথার টুপি করেছিল। অনেকে দাঁতে লাল কালি লাগিয়ে এসেছিল। যেন এই মাত্র রক্ত খেয়েছে। কালো চামড়ার উপর লাল রং বেশ ভাল করে ফুটে উঠে না, সেজন্য চুণের কাছে অথবা চুণের উপর লাল রং ঢেলে দিলে বীভৎসতা ফুটে উঠে ভাল করে। তারা তাই করছিল।

এরূপ করে সাজবার পর সকলে গেল একটা ময়দানে। ময়দানের চারদিকে বড় বড় গাছ। কোনও গাছে মাটি দিয়ে সাপ তৈরী করে রাখা হয়েছিল। মাটির বাঘেরও অভাব ছিল না। আমাদের দেশে চিতাবাঘ ছাড়া অন্য কোনও রকমের বাঘ নাই, তবুও মাটির বাঘ বনের মধ্যে রাখা হয়েছিল যেন আক্রমণ করবে একটু পরেই। তারপর ছিল সিংহ এবং হাতী। সবই মাটির।

আমার জাত-ভাইরা মাঠের মাঝখানে সারি বেঁধে দাঁড়াল, তারপর আরম্ভ করলে জুলু ধরণে হুংকার দিতে, সেও এক বীভৎস চীৎকার। অনেকটা মহিষের চীৎকারের মত, স্বর অনেকটা মুখের মধ্যেই থেকে যায়। কতক্ষণ পরে এলেন দু'জন শ্বেতকায়। তাঁদের হাতে বড় বড় কেমেরা ছিল।

নরপশুরা এতক্ষণ চীৎকার করাতেই পরিশ্রান্ত হয়েছিল। নূতন করে চীৎকার করতে সকলে পারল না। এর পরই আরম্ভ হল দুই দলে দাংগা। সত্যিকারের দাংগা নয়। যখন দাংগা হচ্ছিল তখন কেমেরা চালক ফটো তুলতেছিল। ফটো তোলা হয়ে গেলে প্রত্যেককে দু'শিলিং দিয়ে বিদায় করা হয়েছিল। আমার সাথী ওদের সংগে গিয়েছিল। তার দু'শিলিং পাওয়াকে ঘৃণার চক্ষেই দেখতেছিলাম। আমার মনে হয় না, কিকুউদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা

দু'শিলিং নিযে শ্বেতকায়দেব আদেশ অনুযায়ী এই ধবণেব জাতিদ্রোহী কাজ কববে।

সাথীকে জিজ্ঞাসা কবলাম, "দু'শিলিং দিয়ে কি কববেন ?"

—ঠিক বলেছেন সাথী, দু'শিলিং দিযে কি হবে জানতে চেয়েছেন, এই ত ? পাবতপক্ষে দু'শিলিং খবচ কবব না, ইচ্ছা আছে ভিক্টোবিয়া হ্রদে মাছ ধবে মাছ বিক্রি কবব এবং পোল্ টেক্স যাতে যোগাড হয় তাবই চেষ্টা কবব। সেই সংগে দু'শিলিং যোগ দিলে দশ শিলিং হতে কতক্ষণ ?

সাথীব কথা শুনে দুঃখ হযেছিল। বৃটিশ, ইণ্ডিযান্, আবব এবং অন্যান্য বিদেশীবাও পোল্ টেক্স দেয়। তাদেব আয কবাব পথ বযেছে, আমাদেব সেই পথ একেবাবেই বন্ধ, সেজন্যই আমবা সামান্য অর্থেব জন্য কাতর হয়ে পডি। বন্ধুকে মনেব কথা বললাম না, কিসুমু যাওয়াই লক্ষ্য। শুনলাম পবেব দিন বাত্রে পুনবায ছবি উঠানো হবে। কি ছবি এবং কেমন কবে ছবি উঠানো হয দেখবাব জন্য থেকে গেলাম।

সন্ধ্যা হযে গেছে। গ্রামেব লোক সবাই নিজ নিজ ঘবে শুয়েছে। এটা হল প্রথম চিত্র। তাবপব কয়েকখানা ঘবেব দবজা খুলে কয়েকটা লোক বেবিয়ে এল। এদেব প্রত্যেকেব হাতেই ছোবা। ছোবা নিয়ে তাবা চলল গ্রামেব বাইবে একটা জংগলে। সেখানে একজন শ্বেতকায়কে পূর্বেই দড়ি দিয়ে গাছেব সংগে বেঁধে বাখা হয়েছিল। আসলে শ্বেতকায় লোকটি মানুষ ছিল না। ববাবেব প্রতিমূর্তি মাত্র। কিন্তু কাছে যেযেও মনে হয় না এটা প্রতিমূর্তি।

এই লোকগুলি সেখানে যেযেই শ্বেতকায়েব প্রতিমূর্তিটাকে একটা বড দা দিয়ে এক কোপে কেটে ফেললে। মাথাটা জোডা দেওয়া ছিল। জোডা দেওয়া স্থানে আঘাত কবা মাত্র মাথাটা খসে গেল এবং ছিন্ন গলা দিয়ে ফিকে লাল বং বেব হয়ে আসছিল, মনে হচ্ছিল যেন রক্ত বের হচ্ছে।

এর পব এবা যা আবম্ভ করেছিল তা বাস্তবিকই নিগ্রো জাতিব কলংক। এবা প্রতিমূর্তিটাকে টেনে নিয়ে আগুনে ফেলে দিলে। আগুনেব চাবদিকে উন্মত্তেব মত দৌড়াতে থাকলে। অনেকক্ষণ পবে যে লোকটা দলপতি সেজেছিল সে জ্বলন্ত আগুন হতে প্রতিমূর্তি মানুষটাকে বেব কবে চাকু দিযে কতকটা মাংস কেটে নিজেই মুখে দিলে। এব পব সকলেই যেন নবমাংস খাচ্ছে ভান কবতেছিল। এরূপভাবে তথাকথিত নবমাংস খাওযা চলছিল প্রায এক ঘণ্টা। তথাকথিত নবমাংস খাওযা হযে গেলে একজন শ্বেতকায প্রভু প্রত্যেক অভিনেতাকে পাঁচ শিলিং দিযেছিলেন। আমাব সাথীও পাঁচ শিলিং পেযেছিলেন।

ফেববাব পথে সাথীকে বললাম, "সাথী, এটা হল চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্র বিদেশে যাবে। বিদেশীবা বুঝবে আমবা সত্যিই নবমাংস খাই। আমাদেব নবমাংস ভোজনকাবীরূপে বিদেশীবা জানতে পাববে। শ্বেতকায় প্রভুবা ছবিতে যখন দেখবে তাদেবই জাত-ভাইকে হত্যা কবে আমবা মাংস খেয়েছি তখন তাবা কি আমাদেব ঘৃণা কববে না?"

আমাব সাথী বললেন, "ভুল কবেছেন বন্ধু, আমি যদি না যেতাম তবে অন্য লোক যেত, আমি কেন আমাব বোজকাব নষ্ট কবব। মনে বাখবেন আমাদেব ভবিষ্যৎ আমবা নির্ধাবণ কবব যখন আমাদেব অনেকেই আমাদের দুঃখ-দুর্দশা বুঝতে পাববে। আজ যদি আমাদেব দেশে সত্যিকারেব কোনও আন্দোলন হয, তবে কি শুধু দাঁড়িয়ে দেখব আমবা? আন্দোলন আবম্ভ হোক, আমবা আন্দোলনে যোগ দিয়ে নিহত হই, আমাদের সংবাদ বিদেশে প্রচাব হোক, তখন দেখবেন এই ধবণেব ছবিব কোনও মূল্য থাকবে না।"

সাথীব কথায় সায় দিতে পাবি নি। শুধু বললাম, "যা ইচ্ছা তাই করুন।"

পবেব দিনই আমবা স্থানত্যাগ কবলাম। পথ খুবই ভাল। বাবো মাইল চলতে চাব ঘণ্টা লেগেছিল। সামনেই কিসুমু বন্দব। অনেক দূব থেকে হ্রদেব ঢেউ তীবে প্রচণ্ড বেগে আঘাত কবতেছিল। এই আমাব প্রথম সাগব-দর্শন। সাগব দেখামাত্র দাঁডালাম। এরূপ দৃশ্য কল্পনাও কবতে পাবি নি। সাগব—যাব জলেব শেষ নাই, সাঁতবিযে পাডি দেওয়া যায় না! যাকে দেখামাত্র বিহ্বলতা হয়! সেই সাগব অনেকক্ষণ দেখলাম তাবপব সাগব-তীবে এলাম। সাগবেব ঢেউ আবও মাবাত্মক। প্রত্যেক ঢেউ পাহাডেব মত উচ্চ। সাগব-তীবে ধপাস্ ধপাস্ আঘাত কবে। বালি আঘাত সহ্য কবে। কত ভাববাব বিষয, সাগব-তীবে বসে!

ভিক্টোবিযা হ্রদেব তীবে অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, শুধু দেখতেই ভাল লাগছিল। আমাব সাথী পূর্বেও ভিক্টোবিয়া হ্রদ দেখেছিলেন। বোধ হয হ্রদেব সৌন্দর্য তাকে বিমোহিত কবতে পাবছিল না। আমাকে ডেকে বললেন, "উঠুন, বসে থেকে কি লাভ হবে? শহবে আমবা থাকতে পাবব না, নিকটস্থ গ্রামে যেতে হবে।" সাথীব ডাকে উঠতে হল। কাছেই একখানা গ্রাম ছিল, আমবা সেই গ্রামে গেলাম। গ্রাম হ্রদেব তীবে অবস্থিত। গ্রামেব এক দিকে হ্রদ অন্য তিন দিকে পবিষ্কাব বালুকণাসমন্বিত ভূমি। বাস্তবিক পক্ষে সমুদ্র-তীব ছাডা এমন গ্রাম অন্যত্র হতে পাবে না। গ্রামেব প্রত্যেকেই জেলে। প্রত্যেকেই মাছ বিক্রি কবে বেশ শিলিং উপার্জন কবছিল। শিলিং উপার্জনেব দিকে আমাব লক্ষ্য ছিল না, ভিক্টোবিয়া হ্রদ কত লম্বা দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল। হ্রদ কত লম্বা দেখতে হলে জাহাজে উঠা চাই। ওপাবে যেতে হলে অনেকগুলি শিলিংএব দবকার। আমার দ্বারা এতগুলি শিলিং বোজগাব কবা সম্ভব হবে না। একমাত্র পথ রয়েছে জাহাজে চাকরি নেওয়া, আমি সেই অপেক্ষায় থাকলাম।

আমবা যে গ্রামে ছিলাম সেই গ্রামে খাদ্যেব অভাব ছিল না। প্রচুব পবিমাণে ভুট্টার ছাতু পাওয়া যেত। মাটিব হাঁড়ি কিনে গ্রামের প্রধানের ঘবেব বারান্দায় রান্না করে খাচ্ছিলাম। প্রধান আমাকে বেশ ভাল বাসতেন। তিনি বলতেন, কিকুউ জাতেব লোক এই দিকে বড় আসে না। অন্যান্য গ্রামবাসীদেব মত আমি চতুব ছিলাম না। আমাব হাফ পেণ্ট পুবাতন ছিল। প্রধান বলছিলেন, কোনও মৎস্য-ব্যবসায়ীব সংগে আমাব পবিচয় কবিয়ে দেবেন, চাকবি হতে কতক্ষণ?

একদিন সকালে শহবে গেলাম। শহবে কোথাও একটি নিগ্রো পবিবাব দেখতে পাই নি। সবাই ইণ্ডিয়ান্। যত রকমেব কাববার সবই ইণ্ডিয়ান্দেব হাতে। শ্বেতকায়রা সবকাবী কর্মচাবী মাত্র। এই ধাবণা নিয়ে শহব হতে ফিবে এলাম। প্রধানকে আমার অভিজ্ঞতা বললাম। প্রধান একটু হাসলেন, তাবপব বল্লেন, "শ্বেতকায় প্রভুদেব শহবে যেযো না। তবুও ইণ্ডিয়ান্বা গা ঘেসতে দেয়, শ্বেতকায প্রভুবা তাদেব শহবে হাঁটতেও দেয় না।"

জিজ্ঞাসা কবলাম, "শ্বেতকায় প্রভুদেব শহব কোথায়?"

ইন্টেবী, সেই দিকে যেও না। হয ত মোটব-চাপা পড়েই মাবা যাবে। মবতে ইচ্ছা কবছিল না সেজন্য ইন্টেবী যাওয়া মন হতে ধুয়ে মুছে ফেলে দিলাম। কিন্তু দুঃখ হচ্ছিল এই ত আমাদের দেশ। আমবা কি ইণ্ডিয়ান্দের মতও হতে পাবব না?

শান্তি ছিল না একটুও। প্রায়ই শহবে যেতাম এবং দেখতাম—শুধু দেখতাম। কি যে দেখতাম তা মনেও থাকত না। বাজারে যেয়ে দেখতাম বহু বকমেব জিনিস ইণ্ডিযান্বা কেনা-বেচা কবছে। নিগ্রোবা বিক্রি কবছিল নানা বকমের বৃক্ষচর্ম, শুষ্ক ফল, কুডানো পাথর, বড় বড় মাছেব আঁইশ ও কাঁটা এবং কিনছিল সবই। ভাবছিলাম যদি নিগ্রোরা বিদেশী মধ্যম ব্যক্তির কাছে তাদের সওদা বিক্রি না কবে নিজেব জাতের

কাছে বিক্রি কবত, তবে নিজেব জাত মধ্যম ব্যক্তির কাজ করে সমৃদ্ধিশালী হতে পাবত। পরবর্তীকালে মধ্যম ব্যক্তি মাত্রেই যে ধাপ্পাবাজ হয় বুঝতে পেবেছিলাম—তা নিজেব জাত অথবা ভিন্ন জাতেব লোক হোক।

প্রায় ইণ্ডিয়ানেব বাডিতে নিগ্রো চাকব দেখতে পেয়েছিলাম। একদিন ইচ্ছা হয়েছিল একজন ইণ্ডিযানেব বাড়িতে কয়েক মাস চাকবি করি। একজন পবিচিত লোককে বলামাত্র সে বললে, "ইণ্ডিয়ান্‌দেব বাড়িতে চাকবি কবে শুধু বাবুই হবে, ভবিষ্যৎ নষ্ট কববে। বাবু হওয়া আমাদেব শোভা পায় না।"

পবিচিত লোকটিব উপদেশ মোটেই ভাল লাগছিল না, তাকে বললাম, "আমি চাকরি চাইছি, আমাব ভাল-মন্দ আমি বুঝব, পাব ত একটা চাকবি যোগাড় কবে দাও।"

—আচ্ছা চল, এখনই চাকবি করে দিচ্চি।

আমবা চললাম মেইন্ বোড ধরে। কতক্ষণ যেযেই লোকটা আমাকে জিজ্ঞাসা কবলে, "তোমাব নাম কি?"

—আমাব নাম জব্বো।

একটা বাডিব দবজাব কডা নাডা মাত্র একজন স্ত্রীলোক দবজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা কবলেন, "কি চাই?"

—আপনি বলেছিলেন একটি ছেলে চাই, এই ছেলেটিকে নিয়ে এসেছি, বাখতে পাবেন?

—টাকা পয়সা চিনে ত?

—পবীক্ষা করে দেখুন।

মহিলা আমাদের বাডিব মধ্যে নিয়ে গেলেন। আমবা রান্নাঘরে বসলাম। মহিলা অনেকগুলি শিলিং এবং সেণ্ট নিয়ে এলেন এবং আমাকে বললেন, "এর ভেতব থেকে দশ সেণ্ট-এর একটি রৌপ্যমুদ্রা বেব কর ত?"

অনেকগুলি দশ সেণ্টের রৌপ্যমুদ্রা ছিল, তার থেকে একটি উঠিয়ে মহিলার হাতে দিলাম। মহিলা বুঝলেন আমি সেণ্ট, দশ সেণ্ট, পঞ্চাশ সেণ্টের মুদ্রা কি হয় জানি। তখন মনিব্যাগ্ হতে কতকগুলি নোট ফেলে দিয়ে বললেন, একখানা পাঁচ শিলিংএর নোট বের কর। যতগুলি নোট ছিল তার মধ্যে ছিল শুধু পাঁচ এবং দশ শিলিংএর নোট। কুড়ি শিলিংএর নোট ছিল মাত্র একখানা। নোট পরীক্ষায় পাশ করার পর মহিলা বললেন, "জম্বো, তুমি মাসে পাঁচ শিলিং পাবে, বস্ত্র পাবে আরও পাবে উত্তম খাদ্য, উচ্ছিষ্ট খেতে হবে না। তোমাকে বাজার করতে হবে এবং আরও কিছু কাজ করতে হবে। পূর্বের ছেলেটা শিলিংও চিনত না, সেণ্টও চিনত না, তাকেও তাড়াব না, সে বস্ত্র ধুয়ার কাজ করবে।"

ইণ্ডিয়ানের বাড়িতে চাকরি করিয়ে দিয়ে লোকটি চলে গেল। সেই দিনই আমার জন্য একটি নূতন পেণ্ট এবং গেঞ্জী কিনে আনলাম। বাজার করতে পারছিলাম কিন্তু হিসাব দিতে পারছিলাম না। বাজার করে ঘরে ফিরে মহিলাকে একটি একটি করে জিনিস উঠিয়ে দাম বলে দিলাম, তিনি জিনিসগুলির দাম লিখলেন, তারপর বাঁ হাতের রক্ষিত অবশিষ্ট শিলিং এবং সেণ্টগুলি তাঁর সামনে রেখে দিয়ে বললাম, এই নিন বাকি পয়সা। বাজার করা দেখে মহিলা সুখী হলেন এবং বললেন, তিনি আমাকে মানুষ করে ছেড়ে দেবেন।

গিন্নী আমাকে প্রথম যোগ অংক শিখালেন। কি করে দুটো সংখ্যা যোগ করতে হয় শিখে নেবার পরই আপনা হতে আরম্ভ করলাম বেশি সংখ্যক অংকের যোগ করতে। একদিন আপন মনে যোগ অংক করছিলাম, এমনি সময় গিন্নী এলেন এবং যোগ অংক করছি দেখে আমাকে বিয়োগ অংকও শিখিয়ে দিলেন। এর পরে আমার আগ্রহ দেখে পূরণ এবং ভাগও শিখিয়ে দিলেন।

একদিন কতাব কাছে আমাব পবীক্ষা হল। আমাব অংক কষা দেখে কর্তা গিন্নীকে বললেন, "একে গুজবাতী শিখাতে আবম্ভ কব।"

আমি আবম্ভ কবলাম গুজবাতী শিখতে। ছ' মাসেব মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয ভাগ শেষ হযে গেল। গিন্নীব বাডিতে গুজবাতী সংবাদপত্র আসত তাই পড়তে আবম্ভ কবলাম। এক দিকে পাঠ অন্য দিকে কায়িক পবিশ্রম উভয চলতে থাকল। অবশেষে গিন্নী আমাকে কাপড কাচাব কাজ হতে মুক্ত কবে দিযে কয়লা আনা এবং ভাডাব কাজে নিযুক্ত কবলেন। বাডিতে যত পবিশ্রমেব কাজ সবই আমি কবতাম।

একদিন গিন্নী নিজেই বললেন, "তোমবা হলে নিগ্রো, খেটে খেতে হবে। তুমি হাজাবো গুজবাতী শিখো তোমাকে কেউ কুডি শিলিংএব বেশি মাইনে দেবে না। তুমি যাতে অলস না হও সেজন্য তোমাকে পবিশ্রমেব কাজ হতে দূবে সবিয়ে দিযে বাবু তৈবী কবতে মোটেই ইচ্ছা নাই।"

ছ'মাসেব মধ্যে গুজবাতী ভাষাতে আমাব বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীব দক্ষিণ আফ্রিকাব সত্যাগ্রহ, তাব আত্ম-জীবনী, বাঙালীদেব বিদ্রোহ সবই পডে নিযেছিলাম কিন্তু তাঁদেব লেখাব মধ্যে ঈশ্বব, ভগবানে ভক্তি—এই ক'টি বিষয় আমাব ভাল লাগত না। আমাব মনে হ'ত, ইণ্ডিয়ান্‌বা আবব এবং পর্তুগীজদেব জাত-ভাই। সেজন্য বোধ হয় ভাল লাগত না বাঙালীদেব আত্ম-বলিদান।

আমি যে ভদ্রলোকেব বাডিতে থাকতাম তাঁব নাম ছিল লালজী রহমৎ উল্লা। তাঁব স্ত্রীব নাম ছিল ফতেমা বেগম। একদিন জিজ্ঞাসা কবলাম, "আপনাবা কোন অবতারকে মেনে চলেন?"

বেগম বললেন, "আলী নামে এক অবতার ছিলেন, আমরা তাঁব আদেশ মেনে চলি।"

তাবপব জিজ্ঞাসা করলাম, "আলীর দেশ কোথায় ছিল?"

বেগম বললেন, "আলী ছিলেন মোহাম্মদের আত্মীয়।"

আরব জাত আমাদের প্রতি অত্যধিক অত্যাচার করেছিল বলে তাদের কারো প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ছিল না এবং বর্তমানেও নাই, সেজন্য বল্লাম, "মহাত্মা গান্ধীকে অবতার করে নিলেই ভাল হয়, দেশী লোক, বিদেশের লোক নিয়ে টানাটানি করে কি লাভ?"

বেগম মনের কথা গোপন রেখে বললেন, "জম্বো, তোমার এই সব কথা নিয়ে চিন্তা করে কোন লাভ হবে না. আশা করি তুমি তোমার নিজের দেশ স্বাধীন করবে। তাই যদি করতে পার তবেই মনে করব তোমাদের জন্য অনেক কিছু করেছি।"

প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা হ'ল না। ভিক্টোরিয়া হ্রদের ওপারে কি আছে জানার বাসনা ছিল, সেজন্য জাহাজের চাকরি পাবার ইচ্ছায় একদিন জাহাজ-ঘাটের অফিসে গেলাম। ইচ্ছা করেই একখানা বম্বে সমাচার সংগে নিলাম। জাহাজ-ঘাটে যত কেরানী এবং সুপারভাইজার সবই গুজরাতী। একজন গুজরাতী কেরানী আমার হাতে বম্বে সমাচার দেখতে পেয়ে সোহেলী ভাষায় বললেন, "কাগজখানা দাও, একটু দেখে নেই।"

গুজরাতী ভাষায় বললাম, "এতে এমন কোনও সমাচার নাই যা তুমি প'ড়ে আনন্দ পাবে, বহু পুরাতন কাগজ।"

কেরানী ত অবাক! আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি গুজরাতী জান?"

—নিশ্চয়।

—আচ্ছা, একটু পড়ে শুনাও ত?

সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়ে শুনালাম। কেরানী আরও অবাক হল। জিজ্ঞাসা করল, "কত বৎসরে গুজরাতী শিখেছ?"

—ছয় মাস।

গুজরাতী কেরানী আরও অবাক হল। হবার কথাই, কোনও নিগ্রো

গুজরাতী শিখতে চেষ্টা করে না। কোনও ভাষা আয়ত্ত করা নিগ্রোদের পক্ষে এত সহজ, বিদেশীরা ধারণাও করতে পারে না।

কেরানী জিজ্ঞাসা করল "এই দিকে কেন এসেছিলে?"

কেবানীকে অতি বিনয় করে বললাম, "বাণা, মোয়াঞ্জা দেখাব বড়ই ইচ্ছা, যদি জাহাজে কোনও কাজ যোগাড় করে দিতে পাব যেমন বয়, কুক, কয়লাওয়ালা ইত্যাদি তবে বড়ই বাধিত হব।"

—আগামী বুধবারে একখানা জাহাজ যাবে, তুমি এস।

বুধবাব দিন সকালে সকলেব কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজ-ঘাটে গেলাম। সেখানে কেবানীব সংগে দেখা হ'ল। কেরানী জাহাজেব একজন সাহেবেব কাছে নিয়ে গেল। সাহেব আমাকে তাব বয়ের কাজ দিল। কথা থাকল আমি তাব বয়ের কাজ অতি সামান্যই করব, করতে হবে মাসাজ। লোকটাব রুমেটিজম্ ছিল। শরীবের রক্ত চলাচল কবাবাব জন্য মাসাজেব দবকাব হ'ত। রোগ আক্রমণ করলে বিছানা হতে উঠতে পাবত না। ইন্‌টেবীতে দু'জন নিগ্রো তাব সেবা কবত, জাহাজে আমি একাই সেবা কবব ঠিক হয়েছিল।

এই দিকেব ইউবোপীয়ান্‌বা গরম জলে স্নান কবে না। দেশ গরম, সেজন্যই শীতল জলে স্নান করে। আমি শুনেছিলাম যাদের গ্রন্থিতে ব্যথা তারা যদি গরম জলে স্নান করে তবে গেঁটে বাতের ব্যথা অনেকটা কম থাকে। ব্যাপার বুঝতে পেরেই জাহাজের স্নানাগার দেখতে গেলাম। প্রত্যেকটা টেপ হতে ঠাণ্ডা জলই পড়ছিল। ঠিক করে রাখলাম জাহাজ ছাড়ামাত্র গবম জল দিয়ে স্নানের টব ভর্তি করে রাখব। ইতিমধ্যে একজন নিগ্রো আমার থাকবাব কেবিন এবং খাবারের জায়গা দেখিয়ে দিল। কেবিনটা শুধু আমার জন্য নির্ধারিত ছিল না। আঠার জন নিগ্রোর এক কেবিনে শুইবার ব্যবস্থা ছিল। কোম্পানী হতে শুধু খড়ের বালিশ দেওয়া হ'ত, আর কিছুই নয়। তাতেই

আমাদেব জাতেব লোক সন্তুষ্ট থাকত। দুঃখেব বিষয়, গুজবাতী মহিলা আমাকে উত্তম সুযোগ দিয়েছিলেন; সেজন্যই কাঠেব উপরে শুতে প্রথম কয়েক দিন কষ্ট পেতে হয়েছিল, পবে অভ্যস্ত হয়েছিলাম।

জাহাজে উঠেছিলাম সকালেব দিকে। প্রথমত জাহাজ ভাল কবে দেখে নিলাম। দেখবাব মত অনেক কিছুই ছিল অন্তত আমাব পক্ষে। অসভ্য জংলী জাতেব লোক আমি, আমাব পক্ষে সবই নূতন। যাদেব মা-বোন নেংটা থাকে, শিক্ষাব নামগন্ধও যাদেব মধ্যে নেই, তাদেব পক্ষে সভ্যতাব সবই নূতন।

জাহাজ দেখা তিনটাব মধ্যেই শেষ হল। শ্বেত প্রভু চাবটাব সময় আসবেন, তাঁকে মাসাজ কবতে হবে। মাসাজ হতে বক্ষা পাবাব জন্য কযেক বালতি গবম জল কবে তাতে এক পোয়াব মত শহুবে বোগেব পাতা ছেড়ে ছিলাম। শহুবে বোগেব পাতা আমাদেব দেশে সর্বত্র পাওযা যায়, এমন কি জাহাজেও বস্তায বস্তায সেই পাতা ছিল।

শ্বেতকায় প্রভুব কেবিন ঝাঁট দিযে বিছানা পবিষ্কাব কবে বেখে দিলাম। প্রভু কেবিনে প্রবেশ কবেই বললেন তাঁব ডান পাযেব গোড়ালিতে ভযানক ব্যথা। প্রভুকে একটু অপেক্ষা কবতে বললাম। তাড়াতাড়ি এক বালতি গবম জল এনে তাঁব ডান পা আস্তে গবম জলে ডুবিয়ে দিলাম। শ্বেতকায় প্রভুব বেশ আবামই লেগেছিল নতুবা চোখ বুজবেন কেন? আধ ঘণ্টাব পর পা উঠিযে মুছিযে দিলাম। প্রভু জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটতে আবম্ভ কবলেন। তাঁব পাযেব ব্যথা চলে গিয়েছিল। তাঁব ত পায়ের ব্যথা গিয়েছিল কিন্তু আমাব মাথা ঘুবতে আবম্ভ কবেছিল। উত্তাল তবঙ্গমালা ভেদ কবে জাহাজ চলছিল। বুদ্ধি খাটিয়ে স্নান কবে বেশ আবাম পেয়েছিলাম। ভিক্টোবিয়া হ্রদ, হ্রদ নয়—সাগব। সাগরেব জল লোনা আর ভিক্টোরিয়া হ্রদেব জল লোনা ছিল না, এই যা প্রভেদ। যখনই বমিব ভাব হচ্ছিল তখনই স্নান করে আবাম পাচ্ছিলাম। বাত দশটার সময়

শ্বেতকায প্রভুব শবীব টিপবাব আদেশ হল। আমি বললাম, "প্রভু, শরীর টেপবাব পূর্বে স্নান করুন, আমি আপনার জন্য বিশেষ জল তৈবী কবে বেখেছি। আমিই স্নান কবিযে দেব।" প্রভু বাজি হলেন। তাঁকে বাথরুমেব টবে বসিয়ে দিযে ধীবে ধীবে গবম জল দিযে টব পূর্ণ করে দিলাম। আমাব প্রভু আবামেব সহিত চুপ কবে বসে থাকলেন। বসে থাকলেন অনেকক্ষণ। তাবপব যখন উঠলেন তখন আমিই টাওয়েল দিযে তাঁব সর্বাংগ মুছিযে দিলাম। কেবিন হতে বেব হযে মুক্ত বাতাসে বেব হওয়ামাত্র তাঁব মুখ হতে গান বেবিযে এল। বুঝলাম প্রভুব আব শবীব টিপতে হবে না। কেবিনে ঢুকেই প্রভু বললেন, "জম্বো, এখন তুমি শুতে পাব, কাল সকালে এস।"

আমাব বযস বেশি নয়, মাত্র আঠাব কি উনিশ কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে যে কাজটি আমাব প্রভুব জন্য কবেছিলাম তাতেই তাঁব শবীব হতে গাউট বোগ অপসৃত হযেছিল।

জাহাজে ছিলাম মাত্র চৌদ্দ দিন অর্থাৎ দুই সপ্তাহ। জাহাজ মোযাঞ্জাতে (MUANZA) পৌছবাব পব আমাব প্রভু আমাকে পাঁচ পাউণ্ড দিয়েছিলেন। আমি পাঁচ পাউণ্ড নিই নি, পাঁচ শিলিং নিযেছিলাম। 'অর্থই অনর্থেব মূল'—এ-কথা বেশ ভাল কবে বুঝতে পেবেছিলাম।

প্রভুকে চাব পাউণ্ড পনেব শিলিং ফেবত দেওয়াতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কবলেন, "জম্বো, মাত্র পাঁচ শিলিং বেখে বাকিটা ফেবত দিলে কেন?"

—এব বেশি দবকার নাই, বাণা। আমি এবাব দেখব ওপারের লোক কেমন আছে।

শ্বেত প্রভু সব ভুলে গেলেন। আমি নিগ্রো, তিনি শ্বেতকায়, তাও ভুলে গেলেন। নিগ্রো প্রথায় আমাব কবমর্দন কবে বললেন,

"তুমি ভবিষ্যতে তোমাব দেশের গৌরব হবে, বিদায় বন্ধু, আমাক কথা মনে বেখো।" শ্বেতকায়দের মধ্যেও এমন অনেক লোক আছেন যাঁবা বাস্তবিকই মহৎ। আমরা কালো লোক, সামান্যতেই তুষ্ট। আমাব প্রভুব কথায় তৃপ্ত হয়ে পবেব দিন জাহাজ-ঘাটে ফিরে এসে প্রভুকে বলেছিলাম, "বাণা, মনে বাখবেন আপনি গাউট হতে আরোগ্য হন নি। এই নিন দু'টি পাতা, চিবিয়ে খেয়ে ফেলুন তবেই গাউট হতে রক্ষা পাবেন, আব গাউট আক্রমণ কববে না।" বাণা তৎক্ষণাৎ পাতা দু'টি চিবিয়ে খেলেন। আমিই কবমর্দনার্থ হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনি কবমর্দন কবলেন। তাবপব আমি তাঁব কাছ থেকে বিদায় নিলাম চিবতবে।

আবার একা চলতে আরম্ভ কবলাম। পথ ভালই ছিল। সেদিন বিকালে একটি ছোট্ট শহরে পৌছি। শহবেব বাসিন্দা সকলেই ভারতবাসী। গ্রামে বাত্রে থাকা নিষেধ। এদিকের ভাবতবাসী আমাদের বেশ ঘৃণা করে। এক মাইল চলে গিয়ে একটি নিগ্রো গ্রাম পেলাম। গ্রামে একটি নিগ্রো বিদ্যালয় ছিল, রাত্রে পথিক বিদ্যালয়ে থাকতে পাবে। আমিও বিদ্যালয়ে আশ্রয নিলাম। তখন সন্ধ্যা হয়েছিল। একজন অর্ধ ইণ্ডিয়ান্ কতকগুলো ছাত্রকে বলছিল, "নিগ্রো জাতির আত্ম-সম্মান বজায় রাথার জন্য প্রাণ দিতে হবে।" এব অনেক কথা শোনাব পব আমিই বললাম, "প্রাণ দেব কেন ? আমবা বলি আত্ম-সম্মানেব কথা, কিন্তু তুমি আমি ছাড়া বড় বড শব্দেব অর্থ কেউ কি বুঝতে পাবে ? একজন দু'জন যদি প্রাণ দেয়, তবে তাব ফল কি ভাল হবে ? বাজে কথা বলে মানুষকে উত্তেজিত কবো না, কোনও শ্বেত প্রভু অথবা ইণ্ডিয়ান্ প্রভুদেব সামনে এ-সব কথা বললে পদাঘাতে পিলে ফাটিয়ে দেবে।" লোকটা প্রায় আধ ঘণ্টা বাজে কথা বলল, তাবপব চলে গেল তার বাড়িতে; আমি শুয়ে থাকলাম আরাম কবে। কতক্ষণ পবে লোকটা ফিরে এল কয়েকখানা রুটি নিয়ে। সে আমাকে জাগালে এবং বললে, "ভাই, রুটি খাও।" চোখ মেলে রুটি নিলাম বটে, কিন্তু খেলাম না। ঘিএর গন্ধ সহ্য কবতে পাবতাম না। লোকটা ইণ্ডিয়ানেব ছেলে, সেজন্যই বাজে জিনিস খেতে পছন্দ কবে। আমরা মাখন খাই বটে, কিন্তু ঘি মোটেই খাই না। লোকটা আমার কাছে বসল এবং বলল, "ভাই, সুদিন আসছে, আমাদেব দাপটে বৃটিশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে।"

লোকটাব কথা মোটেই ভাল লাগল না, বললাম, "বৃটিশের কথা ছেড়ে দাও, আরব এবং ইণ্ডিয়ান্‌দেব কাছে যেতে পার ?"

লোকটা বললে, "এখন আমরা কিছুই পাবি না, ভবিষ্যতে পারব, শক্তি অর্জন কর।"

আমি বললাম, "রুটি দিয়েছিস্ বলে ভাবিস্ না তোকে আমি বিশ্বাস করি, তোর বাবা ইণ্ডিয়ান্, তুই ত এক পা মক্কার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আছিস্। আমাদের কথা আমরা ভাবব। তোরা হলি বিদেশী, সুযোগ পেলেই বাপের পথেই যাবি, আমাকে আর বুঝাতে হবে না।"

"সকলে সমান নয় বন্ধু, আমি নিগ্রো, আমার মা নিগ্রো, আমরা সকলেই নিগ্রো। আমার বাবা মাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"ভাল করেছে, আবার ডাকলেই চলে যাবে, ভাবনা কিসের?"

"আমরা আর যাব না, বুঝতে পেরেছি ইণ্ডিয়ান্ হওয়া কত কঠিন এবং কত অপমানজনক।"

"বেশ ভাল কথা, এখন ঘুমোতে দাও, তোমার দেওয়া দুর্গন্ধযুক্ত রুটি ফেরত নিতে পার। সুবিধা হলে, কাল সকালে কিছুটা ভুট্টার আটা দিও, এখন যাও।"

সকালেও সেই ইণ্ডিয়ান্টা এসেছিল এবং মেয়েলোকের মত চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছিল। তার মানসিক অবস্থা আমাদের মত ছিল না। কি যেন ক্রমাগত ভাবছিল। বিদেশীদের ছেলেরা এরূপই হয়। লোকটাকে একটুও বিশ্বাস হ'ল না। পরে এর সংগে দেখা হয়েছিল। বুঝতে পেরেছিলাম সে যা বলেছিল সবই সত্য, সে খাঁটি নিগ্রোতে পরিণত হয়েছিল। সে একটি সভাতে উপস্থিত ছিল, সেই সভার সভাপতি ছিলেন মাকাটি নামে এক অর্ধ ইণ্ডিয়ান্। এখন দুঃখ হয় লোকটাকে কেন এত কটু বাক্য বলেছিলাম। মাকাটি কি করে আমাদের আপন জন হয়েছিলেন সে কথাই বলছি।

গুজরাতী ভাষা অতি যত্নের সহিত শিখেছিলাম। মাঝে মাঝে গুজরাতী পুস্তক পড়তাম। গুজরাতী ভাষার সংবাদপত্রও প্রায় যেত

না। একদিন দেখলাম বম্বে সমাচার নামে একখানা দৈনিক সংবাদপত্র পথের পাশে কে ফেলে গিয়েছে। সংবাদপত্র দিয়ে একটা পুরাতন রুটি বাঁধা ছিল। রুটি নষ্ট হয়েছিল, রুটিটা ফেলে দিয়ে সংবাদপত্র পড়তে আরম্ভ করলাম। সংবাদপত্রে মাকাটি নামে এক যুবকের প্রবন্ধ ছিল। প্রবন্ধে সে লিখেছিল, "যদিও আমার পিতা একজন গুজরাতী তবুও আমি গুজরাতী নই, আমি খাঁটি কিকুউ। গুজরাতীদের মধ্যে কাস্টইজম্ রয়েছে—হিন্দু মুসলমান রয়েছে, খৃস্টান আছে কিন্তু আমার মায়ের যে ধর্ম তাতে সেরূপ কিছুই নাই। আমরা সকলেই কিকুউ। যে আমাদের ভাষা বলে, যে আমাদের মধ্যে থাকে তাকেই আমরা কিকুউ বলি। গুজরাতীরা আমাদের ঘৃণা করে বৃটিশের মতই। তারা আমাদের সংগে একত্রে খায় না, এক ঘরে থাকতে দেয় না, এমন কি কাফের বলতেও কসুর করে না। অতএব আমার পিতা যদিও গুজরাতী, তবুও আমি গুজরাতী নই, আমি কিকুউ।"

সংবাদপত্রে মাকাটির ঠিকানা ছিল না। ইচ্ছা হয়েছিল সুযোগ পেলেই মাকাটির সংগে সংযোগ স্থাপন করব।

আমাদের কাজ চলছিল। আমরা প্রায় গ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলেছিলাম। যাকে বিদেশীরা প্রাথমিক বিদ্যালয় বলেন সেই বিদ্যালয়ে আমরা বিদেশী ভাষাও শিক্ষা দিতাম। গুজরাতী ভাষা শিখেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে কেনিয়া কলোনীতে প্রথম ভাষা হল সোহেলী। সোহেলী রোমান্ অক্ষরে লিখা হয়। তারপরই হল গুজরাতী ভাষা। রাজভাষা ইংরেজী আমাদের মধ্যে প্রচলন করার জন্য খুবই চেষ্টা চলছিল কিন্তু এই নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। সোহেলী ভাষার মাধ্যমে জ্ঞাতব্য বিষয় যাতে শিখতে ও জানতে পারি তার পক্ষে ছিল এক দল, অন্য দল ছিল ইংলিশ ভাষার প্রচলনের পক্ষপাতী। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী শিখলে বৃটিশের কাছ থেকে বেশি মাইনে পেতে পারবে। এই বিষয়

নিয়ে একটি বড় সভা হবাব কথা হয়। সেই সভা নাইবোবীতে না করে আমাদের পাশের গ্রামে কবাবই আয়োজন হয়।

আমাদেব সভা কবতে মণ্ডপ তৈবী কবতে অথবা খাদ্যেব্র সংস্থান করতে হয় নি। যাঁবা আসবেন তাঁদেব জন্য ছোট ছোট পাতাব ঘব তৈরী হয়েছিল মাত্র। সকলকেই নিজ নিজ খাদ্য সংগে করে নিয়ে এসেছিলেন।

সভাতে কে সভাপতি হবেন তাই নিয়ে চিন্তা কবতে হল না। যাঁরা উপস্থিত হবেন তাঁদেব মধ্যে একজন সভাপতি হবেন। সবাই চায় কিকুউ জাতেব উন্নতি, নামেব প্রচার কেউ চাইছিল না। সংবাদপত্র ছিল না যাতে সভাপতিব নাম প্রকাশ কবা অথবা যে কর্ম-তালিকা নির্ধারিত হয তাই প্রকাশ কবা যেতে পাবত। একদিনে বাজা হবাব প্রত্যাশা কারো ছিল না। আমবা জানতাম, আজ আমরা যে সামান্য শিক্ষার প্রসাবণ করছি যখন বৃটিশেব সংগে লড়াই আবম্ভ হবে তখন সবই নষ্ট হবে। আমাদেব একমাত্র উদ্দেশ্য বৃটিশেব সংগে লড়াই কবা এবং সেই যুদ্ধে কে বাঁচবে কে মববে তাব কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। সেজন্যই বোধ হয় আমাদের মধ্যে যাঁবা শিক্ষা বিস্তাব করতেন তাঁদেব মধ্যে কেহই দেশদ্রোহী ছিলেন না।

যেদিন সভা হবাব কথা ছিল তাব পূর্ব হতেই প্রত্যেক গ্রাম হতে প্রতিনিধি আসতেছিলেন। সকলেই জংগলেব মধ্যে আত্মগোপন কবে রয়েছিলেন। সভাব বাত্রে মাত্র একটি ছোট্ট বাতি জ্বালিয়ে একজন যুবক বলতেছিলেন, "আমাদেব ভাষা সোহেলী; অতএব সোহেলী ভাষাতেই আমাদেব ভাইবোনদেব জ্ঞানেব উন্মেষ কবাব। বিদেশী ভাষা আমবা ঘৃণা কবি না। বিদেশী ভাষা শিক্ষা কবাব জন্য মেধাবী ছাত্র অথবা বর্ণশংকব ছাত্রদেব নিয়োগ কবব। আমি একজন বর্ণশংকর—গুজরাতী পিতার কাছ থেকে শিখেছি গুজরাতী, গৃহ-শিক্ষকের কাছ

থেকে শিখেছি ইংবেজী কিন্তু যদিও আমার মাতৃভাষা সোহেলী তবুও আমি সোহেলী ভাষা প্রথম শিখতে পারি নি, পবে আয়ত্ব করেছি মাত্র। দু'টি বিদেশী ভাষা শিখতে অনেক পবিশ্রম কবতে হয়েছিল কিন্তু নিজের মাতৃভাষা শিখতে কাবো কাছে যেতে হয় নি। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে মাতৃভাষা আয়ত্ব করার পর দু'খানা পুস্তক প্রণয়ন কবেছি, প্রথম পুস্তকের নাম রুটি, দ্বিতীয় পুস্তকেব নাম মাটি। উভয পুস্তক আমাদেব মধ্যে বহুল প্রচাব হয়েছে এবং লোকেব মনে ধাবণা হয়েছে আমরা কারো গোলাম নই, আমবা মানুষ, আমাদেব বাঁচবাব অধিকাব আছে। শুধু বাঁচবাব অধিকার আছে জানলেই হয় না। যাবা আমাদের বাঁচবার অধিকাব কেড়ে নিচ্ছে, তাদের কাছ থেকে সেই অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে। যদি ছিনিয়ে নিতে হয় তবে লড়াই কবতে হবে। লড়াই-এব প্রস্তুতিব প্রথম অধ্যায় হল বিদ্যালয়েব মাধ্যমে সংঘটন কবা। বিদ্যালয়ে যদি আমবা বিদেশী ভাষা শিখতেই জীবন কাটিয়ে দেই তবে সংঘটন হবাব উপায় থাকবে না। আমবা বেতন-বৃদ্ধি চাই না, চাই স্বাধীনতা। আমাব প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যদি কাবো কিছু বলবাব থাকে তবে তিনিই শুধু আসবেন, অন্যথায় আসবেন না।

এই প্রদীপের সাহায্যে আমার মুখই আপনারা দেখছেন, আর কারো মুখ, কাবো কাছে পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমাদেব জীবন মরণেব জন্য প্রস্তুত। যারা আমার মত মরণের জন্য প্রস্তুত তাদের মুখ বিশ্বাসঘাতকেব কাছে অপবিচিত থাক, আমাদের মুখের পবিচয় আমাদের মা বসুন্ধবাব কাছে দেব। যখন তাঁব প্রিয় সন্তান তাঁবই ক্রোড়ে বক্তাক্ত কলেবরে আশ্রয় নেবে, তখন আমাদের মা আমাদিগকে সাদব সম্ভাষণ জানিয়ে কোলে তুলে নেবেন।"

সভার কাজ পনের মিনিটে হয়ে গেল। অন্ধকাবের মধ্যে আমরা মিশে গেলাম।

ইচ্ছা হচ্ছিল মাকাটিব সংগে দেখা করি, কিন্তু মাকাটি কে এবং কোথায় থাকেন তা জানবার উপায় ছিল না। আমাদের মধ্যে মাকাটি নামেব প্রচলন আছে বলেও জানা ছিল না। মাকাটি মানে রুটি, রুটি কি কারো নাম হতে পারে? কিন্তু মাকাটি যেভাবে কথা বললেন এবং তাঁব মুখে যে জ্যোতি দেখেছিলাম তাতেই মনে হয়েছিল আমবা নিশ্চয়ই কৃতকার্য হব। মাকাটিব পুস্তকে বুয়ব যুদ্ধেব অনেক কথা ছিল। আমরাও কেনিয়া দেশটাকে দ্বিতীয় ফ্রি ওবেঞ্জ কলোনীতে পরিণত কবতে উদ্‌যোগী হচ্ছিলাম।

সভা হয়ে যাবাব এক বৎসব পবে একদিন একজন গুজবাতীব সংগে দেখা হয়েছিল। গুজবাতী লোকটি প্রত্যেক গ্রামে যেতেন এবং ছেলে বুড়ো সকলকে সোহেলী ভাষা শিখবাব জন্য উৎসাহিত করতেন; সেই সংগে বিদেশী বিতাড়নেব কথাও উত্থাপন কবতেন। ইণ্ডিয়ান্‌দেব তিনি বিদেশী বলতেন না। তিনি বলতেন, ইণ্ডিয়ান্‌রা মোটেই বিদেশী নয়, বর্তমানে বিদেশী হয়ে থাকবাব সুবিধা পাচ্ছে। ভবিষ্যতে যখন তোমবা বৃটিশকে তাড়াতে সক্ষম হবে তখনও যাদেব বিষদাঁত ভাঙ্‌বে না, তাবা কেনিয়া পবিত্যাগ করে অন্যত্র যাবে।

গুজরাতী লোকটির সংগে গুজবাতী ভাষাতেই কথা হচ্ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কবলেন, "জক্কো, তুমি গুজবাতী শিখলে কখন?"

—একবাব বিদেশে গিয়েছিলাম বাণা, তখন গুজরাতী শিখেছিলাম।

—বিদেশ কোন্ দেশ, জক্কো?

—টাংগানিয়াকা।

এটা ত তোমাদেবই দেশ। মাঝে ভিক্টোরিয়া হ্রদ। একই ভাষা তারা বলে। আর্থিক দুর্গতি তাদেরও তোমাদেরই মত। টাংগানিয়াকা কি করে বিদেশ হল?

—সবাই বলে তাই বলছি, বাণা।

—তোমার পক্ষে বলা শোভা পায় না। তুমি আমাদের সভ্য, তোমার কথার মূল্য আছে, যারা কোন বকমেব শিক্ষা পায় নি তাদের পক্ষে আফ্রিকাব সর্বত্র বিদেশ এমন কি তাদের জন্মভূমিও বিদেশ। মনে রেখো জব্বো, আফ্রিকা মহাদেশের বিদেশীরা কম অত্যাচার করে নি। উত্তবে আববগণ উপনিবেশ স্থাপন কবেছে। আফ্রিকার উত্তর দিকটা এখন আবব দেশেরই একটি অংশ। দক্ষিণে ডাচ বসবাস করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা এখন তাদেব। কিন্তু আমি ত হিসাব জানি। হিসাব মতে, কি উত্তব অথবা কি দক্ষিণ আফ্রিকা কোথাও বিদেশীর সংখ্যা এক শতেব মধ্যে দশজনও নয়, অথচ আফ্রিকাব উত্তর দিকটা হয়ে গেল আরব দেশেব অন্তর্ভুক্ত আব দক্ষিণ দেশটা হয়ে গেল ডাচ্দের দেশ। তারপব কেনিযা, উগাণ্ডা এবং টাংগানিয়াকা হয়ে যাবে অন্য কারো দেশ, তখন তোমবা যাবে কোথায় ?

—চিন্তাব কথা বটে, জব্বো বল্লে।

—সবই চিন্তাব বিষয জব্বো, এখন শোন আমাব কথা। আমি একজন ভারতবাসী—লালজী আমাব নাম। মাকাটি আমারই পুত্র। মাকাটির মাকে বিয়ে কবেছিলাম রুটিব লোভ দেখিয়ে, সেজন্য আমাব পুত্রেব নাম বেখেছিলাম মাকাটি। চেষ্টা করেছিলাম মাকাটিকে ইণ্ডিয়ান্ করতে। সে চেষ্টা বিফল হয়েছে। প্রথমত আমাদেব সমাজে নিগ্রো অথবা অর্ধ নিগ্রোর স্থান নাই, দ্বিতীয়ত আমি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি সে সমাজ হল ভাবতেব সর্বনিম্ন স্তরেব। নিজের দেশে আমি যে কাজ করতাম সে কাজ আফ্রিকার কোন লোকই করে না, এমন কি কল্পনাও করতে পাবে না মানুষ হয়ে মানুষেব সমাজে থেকে এত হীন কাজ মানুষ কি করে করতে পারে ?

নিজের সমাজেব কথা যখন ভাবি তখন সাহস করে না আমার পুত্র ইণ্ডিয়ান্ হোক, সে আমার ধর্ম গ্রহণ করুক। তার মায়ের ধর্ম, আচার

ও ব্যবহার শুধু তার কাছে উত্তম নয়, আমার কাছেও উত্তম। আমার পুত্র মাকাটি ভাল করেই জানে তার মা নিগ্রাণী, সে নিগ্রো—ভারতবাসী নয়। আমিই তাব সেই জ্ঞান জন্মিয়ে দিয়েছি। আমি যে কাজ করতাম সেই কাজটা কি আমার পুত্র জানতে চেয়েছিল। সে ভাবছিল, আমি স্বদেশে চামারেব কাজ করতাম। চামারের কাজ অতীব উত্তম কাজ সে কথা কে না জানে? আজ নাইরোবী, মোম্বাসা এবং অন্যান্য শহবে যে সকল চর্মকাব রয়েছেন তাঁবা সকলেই ধনী, সকলেই সমাজের শীর্ষস্থান দখল কবে বয়েছেন কিন্তু আমি যে কাজ কবতাম শুধু একদিন মাকাটিকে বলেছিলাম। আমাব কথা শুনে সে উন্মত্ত হয়েছিল। তার মনে এত ঘৃণা জন্মেছিল যে কয়েক দিন সে অন্ন গ্রহণ কবে নি। এখন সে শান্ত। মাকাটি বলছিল, যদি সে তাব মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে পারে তবে পিতৃভূমি মুক্ত কবাব জন্য ও চেষ্টা করবে। তার আশা—বড় আশা। তার প্রথম আশাই ফলবতী হয় কি না কে জানে?

লালজীকে জিজ্ঞাসা কবলাম, "আমাকেও বলুন, আপনি আপনার দেশে কি কাজ করতেন?"

—হাঁ শুনে বাখ, এখন আব বলতে লজ্জা কবে না। তোমাদের দেশে অর্থেব বিনিময়ে কি কেউ অপরেব মল-মূত্র পরিষ্কার কবে?

আমি বল্লাম, "অর্থেব বিনিময়ে কেউ কাবোকে এমন কাজ করতে এমন কি বলতেও সাহস পাবে না। আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন মা বাবা আমাদের পরিষ্কার রাখার জন্য এই কাজটি করতেন। শুনতে পাই হাসপাতালে নার্সরা বোগীব মল-মূত্র পবিষ্কার কবেন, সেজন্য নার্সদের কেউ বলে বোন, আর কেউ বলে মা। যা'হোক, এখন ও কথার শেষ এখানেই ভাল। এখন বুঝতে পারলাম আপনি ইণ্ডিয়ান্ হয়েও কেন আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন। আপনার মত আবও কি ইণ্ডিয়ান্ আছেন যাঁরা আমাদের সমর্থন করেন?"

—নিশ্চয়ই, তবে মুষ্টিমেয়। তোমাব জেনে রাখা উচিত, যাদের অনুকবণ করছ তাদেব দলপতি জেনাবেল ক্রুগারকে ব্যবসায়ীবা ঠকিয়েছিল। আমি ব্যবসায়ী নই, মজুব মাত্র। তোমাদের প্রতারণা করব সে আশা আমিও বাখি না, তোমাদেবও সেরূপ মনোবৃত্তি রাখা শোভা পায় না।

তোমাদেব মধ্যে অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ, যুদ্ধ করবার জন্য অস্ত্র কোথা হতে পাওযা যাবে। তাব উত্তবে অনেককে অনেক কথা বলেছি, এখন তোমাকে আবও বিশদভাবে বুঝিয়ে বলছি অস্ত্র কোথা হতে পাওয়া যাবে।

বুয়ব জাতকে অস্ত্র দিয়ে জার্মানবা সাহায্য করেছিল। জার্মানরা বেলজিয়ম সবকাবেব সাহায্যে অস্ত্র পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু মনে বেখো জব্বো, তোমাদেব জন্য কেউ অস্ত্র পাঠাবে না। তোমাদের ব্যবহাবের অস্ত্র তোমাদেবই সংগ্রহ কবতে হবে। সে অস্ত্র যোগাড় হবে তোমাদেব উষ্ণ বক্তেব বিনিময়ে। মা বসুন্ধবা তাতে তৃপ্ত হবেন, পৃথিবীব উৎপীড়িত লোক তোমাদেব জযগান কববে।

আমি চলছিলাম সেলিস্‌বাবীব দিকে। এদিকেব পাহাড়গুলো ভিক্টোবিয়া হ্রদেব দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়েছিল। ভাবতীয় গ্রাম পাচ্ছিলাম, কিন্তু থাকবাব স্থান পাচ্ছিলাম না। অবশেষে একটি গ্রামে একজন উগাণ্ডাবাসী—জাতে বাগাণ্ডা—আমাকে তাব ঘবে নিয়ে গেল। উগাণ্ডাতে একজন সুলতান আছেন। জাতে নিগ্রো। লোকটা বৃটিশ সবকাবকে মনিব মনে কবে এবং দেশেব লোকেব শত্রুতা কবে। আমাকে যে লোকটা স্থান দিয়েছিল, তাব ঘবটা ছিল একটি আড্ডা। সেই ঘরে যাবাই আসছিল, তাবাই উগাণ্ডাব সুলতানকে হত্যা কবাব চক্রান্ত করছিল। ওদেব কথা আমাব মোটেই ভাল লাগছিল না। আমি বলছিলাম, "এত চিন্তা কবছ কেন তোমবা? আমাকে দেখিযে দাও, দূব থেকে একটি বিষাক্ত তীব নিক্ষেপ কবব আব সুলতান মাবা যাবে।"

যারা আমাব কথা শুনছিল তাবা কিন্তু একটি কথাও বলছিল না। এটা আমাদেব নিয়ম। যখন কোন বিষয অপছন্দ হয়, তখন কথা বলতে নাই। অতি বুদ্ধিমানদেব সাথে আমাব কোনও সম্বন্ধ ছিল না। আমি হলাম কিকুউ, আমবা যেমন সামনা-সামনি যুদ্ধ কবতে পাবি তেমনি গোপন যুদ্ধেও আমাদেব অভ্যাস আছে এবং ছিল। কতবাব আমরা আবব এবং পর্তুগীজদেব দেশ থেকে গোপন যুদ্ধ কবে তাড়িয়েছি, আমাব দাদু প্রাযই সেই ঘটনাবলী বলতেন। বাগাণ্ডা জাত আমাদেব চেয়েও কঠিন, কিন্তু মাথা নত কবেছিল আববদের কাছে। হবার কথাই, তাদেব চাষেব জমি বেশি ছিল। তুলা উৎপাদন কবত এবং বিক্রি করত মিসরীদের কাছে। মিসবী আবব আবও কঠিন, আবও দয়ামাযাহীন। সুদান দেশটা কত যুগ ধবে লুটে খেয়েছে, সে কথা আমাব দাদুও বলতে পাবেন না। মিসবীদেব মুখে 'কাফির' শব্দ লেগেই আছে। নিগ্রো

হলেই কাফিব। আমি কিন্তু কাফিব হতেই ভালবাসি। আববদের আল্লার ধাব ধাবি না। আমাদেব চন্দ্র, সূর্য, বৃষ্টি, সুন্দব বসুন্ধবা হলেই হ'ল। আমবা ত অন্যেব ক্ষতি কবি না. সেজন্য আমাদেব আল্লাব দবকার হয় না। আমাদেব সূর্য পৃথিবীব সর্বত্র সমানভাবে আলো দেয। আববরা আমাদেব সংগে শত্রুতা কবে—কাফিব বলে, সেজন্য আমাদেব সূর্য আববদেশে বেশি কবে আগুন বর্ষণ কবে। সূর্যেব সংগে নিশ্চয়ই দেখা হবে, তখন বলব আববদেব প্রতি যেন দয়া দেখায়। সূর্য হ'ল আমাদেব ভাই, আমবা মবলে সূর্যেব দেশে আশ্রয় পাই। এটাও আমাদেব মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ।

কযেক সপ্তাহ পবে ডুডুমা শহবে পৌছলাম। গ্রাম্য এবং অগ্রাম্য কতকগুলি লোকেব সংগে পবিচয় হ'ল। তাবাও সোনাব খনি অন্বেষণে এসেছিল, অনেকে সোনাব সন্ধান পেযেছিল কিন্তু সোনা তাদের মনাকর্ষণ করতে পাবে নি। দেশমাতৃকাব ডাক তাদেব কাণে অনবরত ঢাক পেটাচ্ছিল। সোনাব খনি পবিত্যাগ কবে তাবা ফিবে চলেছে স্বদেশে। আমাকেও তাদেব সংগে যেতে বললে। ভাবলাম আমি তাদেব সংগে যেয়ে কি কবব ? আমাদেব সাধাবণ ভাষা সোহেলী। লিখা হয় রোমান অক্ষবে। তাতে শতকবা পঞ্চাশটা আববী শব্দ। নিজ ভাষার অক্ষর পর্যন্ত জানি না, দেশে যেয়ে কি কবব ? এদেব বললাম, ভেবে দেখব। গুজবাতী শিখেছি তাদেব বললাম না। একজনকে জিজ্ঞাসা কবলাম, দেশে গেলে আমাকে কি কাজে নিযুক্ত কবা হবে ?

—শিক্ষা-প্রচাবে, বন্ধু !

—আমি ত বোমান অক্ষব পর্যন্ত জানি না।

—বোমান অক্ষর এক ঘন্টায় শিক্ষা করা যায। বাজে কথা বলে হয়রাণ করিস্ না, জম্বো। তুই কি কাজ করবি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

পথের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ সেই লোকটা আমাকে ধাক্কা

দিয়ে পথে ফেলে দিলে। আঘাত খুব কমই লেগেছিল। উঠলাম, শরীর ঝেড়ে ফেললাম কিন্তু প্রত্যাঘাত কবলাম না। সেই লোকটা হেসে বললে, "তুই গাছ কাটবি তাতে আঘাত লাগবার সম্ভাবনা বেশি যদি অসতর্ক থাকিস্। অসতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিলে—ধাক্কা দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম গাছ কাটাব সময় অসতর্ক হয়ে পথে দাঁড়ালে যেমন বিপদে পড়তে হয়, তেমনি গাছ কাটাব সময়ও অসতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে অত্যধিক বিপদেব সম্ভাবনা থাকে।

তারপব সোহেলী আমাদেব মাতৃভাষা, শিখতে কতক্ষণ? দিনবাত চেষ্টা কববি, আমবা সাহায্য কবব, তাবপব তোকেই শিক্ষক কবে কোনও গ্রামে পাঠাব। আমবা হলাম কিকুউ, আমাদেব পুবাতন ইতিহাস, আমাদেব বীবত্ব, আমাদের গাম্ভীর্য দেখে আবব এবং পর্তুগীজ ভীত হয়েছিল। বৃটিশ পবাজিত হবে, ভয়ে পালাবে, সেই সংগে তাদেব অনুচর আবব এবং ইণ্ডিয়ান্ হয় আমাদেব সংগে মিশে যাবে নয় ত তারাও পালাবে। এতগুলি বিষযেব সমাধান কবতে প্রস্তুতিব দরকার, চল স্বদেশে যাই।

সোনা দিয়ে কি হবে? যে সোনা এখান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যাব সেই সোনা বিক্রি কবতে হবে হয় আরব নয় ত ইণ্ডিযান্দের কাছে। তাবাই ত প্রায সবটা খেয়ে ফেলবে, যেটুকু আমাদেব দেবে তা হবে নগণ্য, লাভ হবে শুধু সোনা দেখা এবং সোনা উঠাতে পবিশ্রম কবা, এব বেশি কিছুই নয়।"

এবা যা বলছিল তা অতীব সত্য। স্বর্ণখনি দেখা অথবা সোনার মোহ কেটে গেল। আমি তাদেব কথায় সম্মত হয়ে দেশে ফিরে যাবার সম্মতি জানালাম এবং বললাম, দু' মাস পর দেশে ফিবে যাব।

আমাদেব কথা এবং কাজ এক। কথা দিয়ে যদি কেহ কথা না রাখে তবে তাকে আমবা গ্রাম থেকে বহিষ্কাব করি এবং গ্রামের লোকের সংগে

যদি কখনও দেখা হয় তবে কথা না বলাই পছন্দ করি। গ্রামের শত্রুর সংগে কথা বলা কি ভাল? যারা কথা দিয়ে কথা রক্ষা করে না তারা সাধারণ শত্রু নয়, বিশেষ শত্রু, বিদেশী শত্রু হতেও ভয়াবহ।

বন্ধুদের বলেছিলাম তু' মাসেব মধ্যে গ্রামে ফিবে যাব। আমার কথা এবং কাজ এক। কথা এবং কাজ ঠিক রাখতে অর্থেব দরকার হয়। ভাবছিলাম এত দূব থেকে কি কবে তু' মাসেব মধ্যে ফিরতে পারব? ডুডুমা শহবে একজন গুজবাতীব সংগে দেখা হয়, তিনি অনেকগুলি রোগে ভুগছিলেন। তিনি কিস্থমু যাবেন শুনে তাঁর বাড়িতে গেলাম। গুজরাতী ভাষায় কথা বললাম। তাঁকে এ কথাও বললাম যে বিনা ঔষধে অনেক বোগ সারাতে পারি। ইণ্ডিয়ান্‌বা ঔষধেব চেয়ে তুকৃতাকে বিশ্বাস কবে বেশি। গুজরাতী ভদ্রলোক বিনাবাক্যব্যয়ে আমাকে কিস্থমু পর্যন্ত যাবাব সাথী অথবা সহায়ক রূপে নিতে বাজী হলেন।

বেলগাড়িতে ভ্রমণ অল্পই কবেছি। গুজবাতী মশাইয়েব কৃপায় রেলগাড়িতে বসতে পারলাম। ডুডুমা হতে গাড়ি যাবে মোয়াঞ্জা। গাডিতে নানা রকমেব চিত্র আঁকা ছিল। ইংলিশ সংখ্যা লিখতে ও পডতে জানতাম। গাডিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া আর একটি শ্রেণী ছিল, সেইটি হ'ল নিগ্রো শ্রেণী। কেনিয়া কলোনীতে নিগ্রো শ্রেণীব গাড়িতে তু'খানা বেঞ্চ থাকে কিন্তু এই দিকেব গাডিতে একখানাও বেঞ্চ ছিল না, কতকগুলি চাটাই পাতা ছিল। চাটাইয়েব উপবে বসলাম। চাটাই হতে তুর্গন্ধ আসছিল। চাটাইগুলি যদি বৌদ্রে শুকানো হ'ত তবে আর তুর্গন্ধ ছাড়ত না। তুর্গন্ধ সহ্য কবা অভ্যাস ছিল, সেজন্য বেশি কষ্ট হচ্ছিল না।

গাড়ি মোয়াঞ্জা পৌছল। গাডি হতে নেমে গুজবাতী মশাইয়েব সংগে দেখা কবলাম। তিনি বললেন, রাত্রে মোয়াঞ্জাতে থাকবেন। পরের দিনের সন্ধ্যার জাহাজে কিস্থমু যাবেন।

উপযাচক হয়ে বাত্রে গবম জল দিয়ে তাঁকে স্নান করিয়ে দিলাম। গবম জলে অনেক বকমেব পাতা ছিল। চোখে জল না লাগাবার জন্য অনুবোধ কবা সত্ত্বেও দু'এক ফোঁটা জল তাঁব চোখে পড়েছিল। এতে চোখে বেশি যন্ত্রণা হয়। অবশ্য সেজন্য গালমন্দ শুনতে হয়েছিল কিন্তু স্নানান্তে গুজবাতী বোগীব বোগেব অনেক উপশম হয়েছিল। চোদ্দ দিনই গুজবাতী ভদ্রলোককে পূর্বেব নিযমে স্নান কবিয়ে তাঁব বোগেব অনেক আবাম কবতে পেবেছিলাম। এই ভদ্রলোক আমাব বাড়ি পর্যন্ত পৌছান ভাড়া দিয়েছিলেন।

বন্ধুরা তখনও দেশে পৌছে নি, আমি কিন্তু গ্রামে পৌছে গিয়েছিলাম। গ্রামে পৌছে কোথায় গিয়েছিলাম, কি কাজ করেছিলাম এবং ভবিষ্যতে কি কাজ কবব বলাতে সকলেই সুখী হয়েছিল।



মাউ মাউ পবিচালিত বিদ্যালয়।

গ্রামেব লোককে বললাম, এক দিকে শিক্ষা কবব অন্য দিকে শিক্ষা দেব। গ্রামেব লোক বুঝল আমার কথাব পেছনে বাক্যবাগিশী নাই।

পল্টনে ভর্তি না হবার জন্য গ্রাম ত্যাগ করেছিলাম, গ্রামে এসে দেখলাম রিক্রুটিং বন্ধ হয়েছে। আমরা যদিও উলংগ, যদিও নিরক্ষর এবং অসভ্য তবুও আমরা আমাদের ভালমন্দ বুঝতাম, আমরা কেন পল্টনে ভর্তি হব? যারা পল্টনে ভর্তি হয়েছিল তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিদেশে। তারা ফিরে আসবে কি না, কে জানে। গ্রামের লোক পল্টনে ভর্তি হওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। জোর জবরদস্তি চলছিল না।

আমাদের প্রতি শক্তির প্রয়োগ বৃথা, সেই কারণ না বললে অনেকেই বুঝতে পারবে না। গ্রামের প্রতি প্রত্যেকের আকর্ষণ থাকে। আকর্ষণ থাকলেও আমরা যে একেবারে গ্রামের উপরই নির্ভর করি তা নয়। বনে জংগলেও থাকতে পারি। জমি আমাদের ছিল না। যে সামান্য জমি ছিল বৃটিশ ধনীরা গ্রহণ করে নি। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল অনুর্বর। ভুট্টা হয় বটে কিন্তু পরিমাণে খুবই কম। প্রকৃতপক্ষে আমাদের খাদ্য আলুজাতীয় এক রকমের উদ্ভিদের শিকড়। সেই শিকড় বনে জংগলে কেনিয়ার সর্বত্র পাওয়া যায়। বস্ত্র আমরা অল্পই ব্যবহার করি, পশু-চর্মই আমাদের বস্ত্র। নুন তেল না হলেও আমাদের চলে। অতএব কিসের জন্য আমরা পরপদানত হব?

. মজার কথা হল, আমাদের মধ্যে যারা সরকারী কাজ করে এবং মাসিক বেতন পায়, তাদের মাইনে এতই অল্প যে গ্রামে এসে কোনরকম বাহাদুরী করতে পারে না। কয়েক জন যে বাহাদুরী না করত তা নয়, কিন্তু অনেকেই বাহাদুরী করতে লজ্জিত হত। অনেকে ইউরোপীয়ান্‌দের প্রশংসা করতে চাইত কিন্তু আমাদের বৃদ্ধেরা যখনই শুনতেন, কেহ ইউরোপীয়ান্‌দের প্রশংসা করেছে তখনই সেই লোকটাকে ডেকে এনে বুঝিয়ে বলতেন, "হাঁ ইউরোপীয়ান্‌রা খুবই ভাল কিন্তু কখনও কি তোমার সংগে একত্র বসেছে অথবা তুমি তাদের সংগে বসার মত সাহস রাখ?" তখনই, ইউরোপীয়ান্‌দের প্রশংসাকারী নিগ্রো

মাথা নত করে চুপ করতে বাধ্য হয়েছে। শুনেছি অন্যান্য দেশের বৃদ্ধেরা বড়ই রাজভক্ত, আমাদেব দেশের বৃদ্ধেবা একজনও রাজভক্ত নন বরং বিপ্লবী। এবও কাবণ আছে। সাধারণত বৃদ্ধেবা ভীত এবং অক্ষম হয়ে পড়েন কিন্তু আমাদের দেশেব বৃদ্ধেবা অক্ষমতা এবং ভীতি দূরে সরিয়ে দিয়ে গভীব বনে নিবাপদ স্থানে চলে যান। অবশ্য গভীর বন মোটেই নিরাপদ স্থান নয়, তবুও গ্রামেব দুঃখ-দুর্দশা দেখার চেয়ে গভীর বনে হায়েনার কবলে পড়া অনেকেই পছন্দ কবেন।

আমরা যখন স্বাধীন হব তখন আমাদেব বৃদ্ধেবা গ্রামেই থাকবেন যেমন থাকে ইউবোপীয়ান্ বৃদ্ধেবা। সপ্তাহে তাবা পাঁচ পাউণ্ড কবে পেন্সন্ পায় যা আমাদেব শিক্ষিতেবা মাসেও পায় না। ইউবোপেব বৃদ্ধেরা সুন্দব বাংলোতে বাস কবে, তাদেব আদেশ প্রতিপালন কবাব জন্য একটি নয়, চাব-পাঁচটি কবে নিগ্রো চাকব এবং চাকরাণী সব সময় প্রস্তুত থাকে। আমাদেব বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাবা যদি সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড করে পান তবে তাঁবাও হায়েনাব কবলে পডবেন না, বনে যাবেন না, তাঁবাও বাংলোতে পবিবাবেব লোক নিয়েই বসবাস কবতে পাববেন।

গ্রামের গ্রাম্য জীবন মোটেই আরামেব ছিল না। কিসুমু, মোয়াঞ্জা, নাইবোবীব চাকচিক্য আমাব মনে অনবরত ভাসছিল। ভাবছিলাম আমরা যে পর্যন্ত স্বাধীন না হতে পাবব সেই পর্যন্ত আমবা ইউবোপীয়ান্-দের মত সুখী হতে পাবব না। অপবেব সুখেব দিকে তাকালে লাভ হয় না মোটেই। নিজেব সুখ কি করে আনতে হয় তারই উপায় চিন্তা করতে হয়।

আমাব বন্ধুবা গ্রামে ফিবে এল। তাদেব সংগে দেখা হবার পর ঠিক হল গ্রামেব বাছা কয়েকটি ছেলেমেয়ের শিক্ষা দেবাব ব্যবস্থা হবে। সোহেলী ভাষা যারা ভাল করে বলতে পাবে তাদেবই শিক্ষা দেওয়া হবে প্রথম। গুজবাতী ভাষা আমি জানতাম, বন্ধুদেব সেই সংবাদ দিলাম

বন্ধুরা বম্বে সমাচাব কিনবে বলল এবং ইণ্ডিয়াতে যা ঘট্‌ছে তার চুম্বক তারা লিখে নেবে। কি করে গুজরাতী ভাষা শিখেছিলাম বন্ধুরা জানল। আমরা শিক্ষাকেন্দ্র খুলে ফেললাম। আমাদের বিদ্যালয় এবং এই বিদ্যালয়ই হয়েছিল কেনিয়ার ভবিষ্যৎ শিক্ষাকেন্দ্র।

শিক্ষাকেন্দ্রের অবস্থিতি এবং কার্যাবলী সবই অপরিকল্পিত ছিল। তবুও কেনিযাব পাদরীমহল যখন শুন্‌ল আমবা একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছি তখন পাদবীবা আমাদের গ্রামে একটি বিদ্যালয় খুল্‌ল। সেখানে শুধু বাইবেল শিক্ষা দেওয়া হ'ত। আমবা তাতে দুঃখিত হলাম না, বাইবেল পড়তে শিখলেই খ্রীস্টান হয় না। অন্যান্য দেশে কি হয় বলতে পাবি না, আমাদেব দেশে কিন্তু ধর্মগ্রন্থকে আমল দেওয়া হয় না। এমনও দেখা গেছে, যে-কোনও কেনিয়াবাসী সারাজীবন ইস্‌লাম অথবা খ্রীস্টানী মতবাদ পোষণ কবে হঠাৎ একদিন বলে বসল, "বিদেশী অবতাবদের কথা অথবা উপদেশ আমাদেব সহ্য হবে কেন? তারা যা বলে কাজে তা কবে না। আমরা কাজ করে দেখিয়ে দেব আমাদের সভ্যতা কত ভাল।"

বিদেশীদের মধ্যে চৌর্যবৃত্তির প্রচলন রয়েছে। আমাদের মধ্যে তা নাই। বিদেশী অবতারগণ সমাজ গঠনেব জন্য যে উপদেশ দিয়েছেন আমরা তা প্রতিপালন করি, অতএব বিদেশী অবতারেব দরকার আমাদের মোটেই নাই। আমরা কাবো জিনিস লুকিয়ে নেই না, জানি তাতে লোকটার ভয়ানক কষ্ট হবে। সে এই বকমের আর একটা জিনিস কোথায় পাবে? আমাদের মধ্যে একটি প্রচলিত গল্প আছে সেই গল্পটি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মুখেই শোনা যায়।

একদা এক বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা একটি বনের কাছে বাস করত। তাদের ঘরে রান্না করার একটি হাঁড়ি, জল রাখবার একটি কলসী এবং কাঠ কাটবার একখানা দা ছিল। দাখানা বেশ ধারালো এবং পরিষ্কার ছিল।

বৃদ্ধ সেই দা দিয়ে কাঠ কাটত। হায়েনা এলে হায়েনার উপর ছুঁড়ে মারত। ঘরের পেছনে সামান্য জমিতে দা-এর সাহায্যে মাটি খুঁড়ে ভুট্টার দানা রোপন করত। দু'একটা সব্‌জির বীচিও মাটির নীচে ঢেকে রাখতে পারত। মাটি ভেদ করে যখন সব্‌জি গজিয়ে উঠত তখন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার কত আনন্দ হ'ত। তাদের একমাত্র দা-ই ছিল বনের হিংস্র জীব হতে রক্ষা পাবার অস্ত্র এবং চাষ করার একমাত্র যন্ত্র।

মিসর হতে সবে মাত্র আমাদের দেশ আক্রান্ত হয়েছিল। মিসরীরা গ্রাম লুট করত, মানুষ পেলেই হত্যা করত। বৃদ্ধ দম্পতি সে সংবাদ পেয়েছিল।

বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা একদিন দরজার কাছে বসে সে কথাই আলোচনা করতেছিল।

বৃদ্ধা বলছিল, "আমাদের এমন কি আছে যা মিসরীরা নিয়ে যেতে পারে?"

বৃদ্ধ সায় দিয়ে বলছিল, "তাই ত, আমাদের কি আছে আর কি নেবে?"

বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা যখন গল্প করছিল তখন পেছন দরজা দিয়ে একটা মিসর-বাসী তাদের ঘরে প্রবেশ করেই দেখল নিগ্রোর ঘরে একখানা সুন্দর দা রয়েছে। সুন্দর দা নিয়ে লোকটা পালিয়ে গেল।

সন্ধ্যা হয়েছে, বৃদ্ধ কাঠ কেটে দেবে, বৃদ্ধা উনুন ধরাবে কিন্তু তাদের ঘরে দা ছিল না। বৃদ্ধ দম্পতি ঘরটা তন্ন তন্ন করেও দা খুঁজে পেল না। অবশেষে বৃদ্ধ বললে, "হয়ত দা কোথাও ফেলে এসেছে।"

বৃদ্ধা বললে, "তা হতে পারে।"

সেই রাত্রে আগুন জ্বালানো হল না। সুযোগ বুঝে হায়েনা বৃদ্ধের ঘরে ঢুকে উভয়কে হত্যা করে উত্তম ভোজন সমাপ্ত করলে।

কয়েক দিন পর মিসরীয় আরবটা একজন নিগ্রো কর্তৃক নিহত হয়।

তার কাছে ছিল বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার দা। দা দেখেই নিগ্রো বুঝতে পারল এই দা বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার। সে তৎক্ষণাৎ চলে গেল বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার বাড়িতে। গিয়ে দেখলে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাকে হায়েনা খেয়ে ফেলেছে। নিগ্রো নিকটস্থ গ্রামেব লোককে ডেকে আনল। সকলেই বৃঁদ্ধ-বৃদ্ধাব হাড় দেখতে গেল। নিগ্রো তখন গ্রামবাসীদেব বললে, "ভাইবোনেরা শোন। আমি বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাব দা একজন আরবকে হত্যা কবে পেয়েছি। নিশ্চয়ই আরব এদের দা না বলে নিয়ে গিযেছিল। যদি এদেব কাছে দা থাকত তবে হায়েনা এদেব হত্যা কবতে পাবত না।" সেই থেকে আমবা অন্যের দ্রব্য না বলে নেই না।

দেখ আমাদেব গল্পগুলি কেমন সুন্দব! আমবা এই বকমের অনেক গল্পেব মালিক, আমবা কেন পবাধীন থাকব? আমাদেব লক্ষ্য স্বাধীনতা—আজ না হয় কাল, কাল না নয় পবশু আমবা শ্বেতকায়দের আমাদেব দেশ থেকে তাড়াবই। প্রাণেব মালিক হলাম আমবা, প্রাণ দেব অকাতরে, বুদ্ধির অভাব হবে না, কাজেব মাধ্যমে বুদ্ধি আপনি এসে যাবে।

আরব এবং পর্তুগীজ নির্যাতন শেষ না হতেই বৃটিশ ধনীর দল, বিশেষ কবে প্রাক্তন বৃটিশ সৈন্য, আমাদেব দেশেব উর্বর ভূমি এক শিলিং অথবা দু'শিলিংএর বিনিময়ে কিনে নিযেছিল। যখন প্রাক্তন সৈন্যেরা ভূমি কিনে নিয়েছিল তখন আমবাই তাদেব জমি পবিষ্কাব করে দিয়েছি, তাদেব খামাব বক্ষা কবেছি, বিপদে সাহায্য কবেছি। প্রাক্তন সৈন্যেরা বুঝতে পেবেছিল শুধু কৃষিতে তাদেব পেট ভরবে না, ব্যবসা-বাণিজ্য কবতে হবে, দেশকে উন্নত করতে হবে। আমাদের বৃদ্ধেবা ভেবেছিলেন, তারাই ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ কববেন কিন্তু বৃটিশ সরকার আমাদের সেই সুযোগ দেয় নি। তারা প্রথমত আরবদের ডেকে আনে। আরবদেব সংগে আমাদের আদায় কাঁচাকলায় সম্বন্ধ। আরবের পবিবর্তে নিয়ে এল ভারতীয় গুজবাতী। গুজবাতীরা এতই বৃটিশভক্ত

যে বৃটিশের আদেশ এবং উপদেশ ছাড়া এক পা নড়তেও রাজী নয়। দ্বিতীয়ত, তারা আরও বেশি নিগ্রো-বিদ্বেষী। আমাদের বৃদ্ধেবা বুঝলেন নিজের পায়ে দাঁডাতে হবে। সেজন্য বৃদ্ধেবা যুবকদেব প্রস্তুত কবতে আরম্ভ করেছিলেন।

হই আমবা উলংগ বর্বর, কিন্তু আমাদেব মধ্যে দেশপ্রেম ছিল। আমাদেব অতীতেব ইতিহাস যদিও লিখা হয় নি তবুও আমবা শুনেছি, আমাদেব পূর্বপুরুষ কত শক্তিশালী ছিলেন। আমাব জীবন-কথাব মধ্য দিয়ে তাব কিছুটা আভাস তোমবা পেয়েছ।

আমরা যদিও উলংগ বর্বব, তবুও আমবা বুদ্ধি বেশ বাখি, আমাদেব কত বুদ্ধি বিদেশীকে অস্ত্রেব মাধ্যমে বুঝিযে না দিলে বিদেশীবা একটুও বুঝতে পাববে না।

পূর্বেই আমাব অথবা আমাদেব দাদুব কথা বলেছি। দ্বিতীয় যুদ্ধ শেষ হবার পব একদিন এক পাদবী এলেন, দাদুব ঘবে গিযে দাদুকে বললেন, "কিম্মা ভাল আছ?"

আমার দাদু বললেন, "হাঁ ভাল আছি, তুমি কেমন আছ?"

পাদরী নিজেব কুশল বলাব পব বললেন, "আমিই এসেছি একটি আনন্দের সংবাদ নিয়ে।"

—কি সংবাদ?

—তোমাদেব সবকাব তোমাকে মস্ত বড একটি উপাধি দিতে মনস্থ করেছেন।

—তাতে কি হবে?

—দশ জন মান্য করবে তোমাকে, ভয়ও করবে আরও পাবে মাসে মাসে কিছু শিলিং।

—আমার মত সকল বৃদ্ধই কি শিলিং এবং উপাধি পাবে?

—না, তুমি পাবে এবং তোমাব মত আবও কয়েকজন পাবে।

—হাঁ, এখন বুঝতে পেরেছি, এত বৎসব আমি নিজের লোকের বৃদ্ধ ছিলাম। আমার অভাব ছিল না, এখন থেকে তোমাদের বৃদ্ধ হতে হবে, গ্রামেব লোকের সংগে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করে তোমাদের জয়গান গাইতে হবে। পবিবর্তে পাব কয়েকটি শিলিং। তাও যদি সব বৃদ্ধ পেত তবে তোমাব কথায় সম্মত হতাম, পাব শুধু আমিই। এটা ত আমাদের নিয়ম নয, বন্ধু। বিদেশীব কাছ থেকে আমরা যদি এক পয়সাও পাই তাও আমাদেব সকলের সম্পত্তি। উপাধি এবং অর্থ শুধু আমাব জন্য, তা কি কবে হয় ?

পাদবী উত্তব দিতে পাবল না। কোথা থেকে একজন অর্ধনিগ্রো নিয়ে এল। বসিয়ে দিল আমাদেব গ্রামে সর্দাব কবে। তাব দম্ভ, তার প্রতাবণা, তাব মিথ্যা কথা আমাদেব অসহ্য হয়ে উঠল। আমরা সবই দাদুকে জানালাম। দাদু বললেন, এখন চুপ কবে থাক। আপাতত আমরা দেশদ্রোহীদেব শাস্তি দেব না। এদেব কার্য বিশেষভাবে লক্ষ্য কর।

দিন গেল, সপ্তাহ গেল, বৎসব গেল, সর্দাবদের সংখ্যা বেড়ে চলল। আমবা ভুট্টাব দানা যে দাম দিয়ে কিনতাম তার দাম বেড়ে চতুর্গুণ হল, যারা বস্ত্র ব্যবহাব কবত তাবা দশগুণ দাম দিয়েও বস্ত্র পেল না। বস্ত্র না পেলেও আমবা চিন্তা কবতাম না কিন্তু আমাদের পেটে হাত পড়ল।

আর ঐ পাশেব বাড়িতে যে লোকটা উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল, তাব বাড়িতে নানা বকমেব খাদ্য দেখা দিল। অনেক নির্বোধ, গ্রাম্য সর্দারেব খাদ্যেব প্রাচুর্য এবং অনেক বকমেব খাদ্য দেখে তার দ্বাবস্থ হতে লাগল।

শুধু আমাদেব দাদু নন, দেশব্যাপী যত দাদু ছিলেন তাঁরা প্রথম হলেন চিন্তিত, তাবপব হলেন ভীত। আমাদের দেশের দুর্দান্ত প্রতাপ-শালী মাসাই এবং বাগাণ্ডা কি করে দেখবার জন্য অপেক্ষা করতেছিলেন।

মাসাই এবং বাগাণ্ডা যারা একদা পর্তুগীজ এবং আরবদের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত প্রতাপে লড়াই করে বনে জংগলে রক্ত-গংগা বহিয়ে দিয়েছিল, তারা বৃটিশ প্রলোভনে এবং বিলাসিতায় পূর্বের বলবীর্য ক্রমেই হারিয়ে ফেলছিল। কিকুউ জাতের মধ্যেও দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি হবার পূর্বেই আমাদের আত্মরক্ষার আয়োজন করতে হবে।

বর্তমানে তিন পবিবার নিয়ে যে গ্রামেব গঠন সেই গ্রামে চতুর্থ পবিবার গ্রামের মণ্ডলরূপে দেখা দিয়েছে। নবাগত চতুর্থ পবিবাবেব সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য দেখে অন্য তিন পরিবার অবাক হচ্ছে এবং কি কবে তাবাও সেই সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হতে পারে তাবই পথ অন্বেষণ কবে। যখন দেখে কোথাও বোজগাবের পথ নাই তখন তাবা পাপেব পথে পা দেওয়া ছাড়া অন্য পথ খুঁজে পায় না।

ক্ষয়রোগ আমাদেব মধ্যে ছিল না। ক্ষয়বোগ দেখা দিয়েছিল, তাবপর শহুবে রোগ ত বহু পূর্বেই দেখা দিয়েছিল। এই অবস্থাতে আমাদেব এক মাত্র কবণীয় কাজ হল বিপ্লব।

আমাদেব বিপ্লবী নেতাবা সকলেই বৃদ্ধ এবং পুবাতন যোদ্ধা। বিপ্লব কি প্রকারে আরম্ভ কবতে হবে এবং বিপ্লবেব পবিণতি কোথায় তাও দেখতে হয়। বিচাব-বুদ্ধিব দববার হয়।

নেতাদেব অন্ত গ্রামে চলে আসবাব কারণ আছে। আমাদের দেশে বৃটিশ আসার পব আরবগণই মোম্বাসাতে বৃটিশ সৈন্তদেব পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করে বশ্যতা স্বীকার কবেছিল। একজন নিগ্রোও বৃটিশ সৈন্তের আশে-পাশে যায় নি। বৃটিশ বড়ই চতুর। আমাদেব দেশে আসবার পব কয়েকজন আরব-ঘেসা নিগ্রোকে তাদের দলে টেনে নিয়েছিল এবং তারাও বৃটিশ সৈন্তের আদেশ প্রতিপালন কবতেছিল। ক্রমে এই আজ্ঞাবহ নিগ্রোরাই বড় বড উপাধি পেয়ে কেনিয়াব বড বড় নিগ্রো বিজার্ভগুলোতে রাজত্ব আরম্ভ কবে দেয়। এবা এতই আবব-ঘেসা ছিল যে সর্বপ্রথম যখন আমবা সোহেলী ভাষাকে বোমান অক্ষবে প্রচাব কবতে চেয়েছিলাম তখন এই আবব-ঘেসা বৃটিশ-দাস শুধু বিরুদ্ধাচবণ করেনি, আমাদেব কয়েকজনকে রাজদ্রোহী প্রতিপন্ন কবে বৃটিশ জেলে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল।

বিদে মিশনারীরা চেষ্টা কবছিল ছোট ছোট উপজাতীয় ভাষাকে সোহেলী ভাষা হতে পৃথক রেখে উপজাতীয় ভাষাগুলি বোমান অক্ষরে প্রচলন কবে, তাতে কিন্তু আমাদেব দেশেব খেতাবধাবীবা বাধা দেয়নি। খেতাবধারীবা বলত নিজ নিজ জেলার ভাষা রোমান অক্ষবে লেখা চাই, সোহেলী ভাষা হবে আববীতে লেখা। এই নিয়ে যাবাই তাদেব সংগে বাক্যযুদ্ধ কবেছিল তাদেরই পবিণাম খাবাপ হয়েছিল।

আমাদের জ্ঞানীগণ এই শ্রেণীব বৃটিশ-দাস এবং আবব-ঘেসাদের পবিত্যাগ করেছিলেন। তারপর প্রশ্ন উঠেছিল মধ্যবিত্ত যারা একের নম্বর সুবিধাবাদী তারা বিদেশী অধ্যুষিত শহরের কাছে থাকবার আদেশ পেয়েছিল। বিদেশীকে গুরুঠাকুর মনে করত। বড় বড় মাটির ঘরে

থাকত এবং কয়েক একর জমির মালিক হয়েছিল। এরাও আমাদের সংগে ছিল না। এদেব মধ্যে কযেকজন ডাক্তারী শিখেছিল। অনেকে বিদেশী পরিচালিত রেলওয়েতে কাজ কবত এবং কালেক্টারীব আশে-পাশে বসে সাধাবণ মানুষেব দবখাস্ত সোহেলী ভাষায় লিখে দিত। এরা কিন্তু রোমান অক্ষরেই সোহেলী লিখত। অনেকের টাইপ-বাইটিং মেশিনও ছিল। যাদের টাইপ-বাইটিং মেশিন ছিল তাদেব আমবা উচ্চ মধ্যবিত্ত বলতাম এবং জানতাম এবা কখনও তাদেব টাইপ-বাইটিং মেশিন ফেলে বনে জংগলে পালাবে না এবং আমাদেব দলে যোগও দেবে না। আমরা তাদেবও দলে টানবার চেষ্টা কবিনি। কবলেও লাভ হবে না জানতাম—হয় ত তাবাই হবে প্রথম নম্ববেব স্পাই।

আবও একটি শ্রেণীকে আমবা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তারা বাইবেব লোক, যেমন উগাণ্ডা বাজ্যেব বাগাণ্ডা জাতি, আমাদেব প্রদেশেব মাসাই জাতি। বাগাণ্ডা জাতিব লোক যদিও আমাদেব মধ্যে থাকে, যদিও আমাদেব প্রচলিত সোহেলী ভাষাই বলে তবুও তাবা আমাদেব সংগে যোগ দেবাব মত শক্তিশালী ছিল না। তাদেব ঘবে পিয়ানো, বেডিও এবং অন্যান্য বিদেশী সামগ্রী দেখে আমবা চমকে উঠতাম। তাবা তাদেব পিয়ানো এবং বেডিওকে নিজেব প্রাণ থেকেও বেশি ভালবাসত। দ্বিতীয়ত কিছু ঘটলেই এরা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশের সাহায্য নিত। গ্রামেব লোককে বিশ্বাস করত না। বিপ্লব করার মত মতিগতিও তাদেব ছিল না।

প্রত্যেক গ্রামে হেড্‌ম্যানরূপে যারা এসেছিল তারা প্রথম নম্বরেব বৃটিশ-দাস। গ্রামের লোকেব চলাফেরা লক্ষ্য রাখাই তাদেব একমাত্র কাজ। তাদের আমরা কোনও মতেই দলে টানতে পাবব মনে করতাম না, কিন্তু এদের প্রতি আমবা অবিচার অথবা অত্যাচাব কখনও করিনি। যারা যেমন করেছে তাদের প্রতি আমরা তেমনি করেছি মাত্র।

প্রত্যেক গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন হবাব পব, যাবা ছিল বৃটিশেব দাস এবং ভাষা আন্দোলনেব সময় আমাদেব লোককে বৃটিশ জেলে পাঠিয়ে যারা হত্যা কবিয়েছিল তাদেব তিনজনকে হত্যা কবি। তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেই এবং পরিবাবের অন্যান্যকে আমাদেব মত বনে-জংগলে বাস করতে আদেশ কবি।

শুধু আইনেব দিকে চেয়ে থাকলে হয় না। শাসকবা তাদেব সহায়ক-রূপেই আইন গঠন কবে, সেজন্য আমবা আইনেব বিচাবেব অপেক্ষা কবা মোটেই পছন্দ কবিনি। যে তিনজন তথাকথিত বড়লোককে হত্যা কবা হয়েছিল তাদেব হত্যাকাবী খুঁজে পাওয়া যায় নি। এতে সুফল হয়েছিল। আমাদেব গ্রামগুলোতে উড়ে এসে যাবা জুড়ে বসেছিল তাবা হুঁসিয়াব হয়েছিল। বুঝতে পেবেছিল জনমতেব বিরুদ্ধাচবণ কবলেই ঘাড়ে মাথা থাকবে না।

এব পবে দেখা গেল একদল লোক হত্যাকাবীব অন্বেষণে সর্বত্র ঘুবে বেড়াচ্ছে এবং যাকে তাকে অত্যাচাবও কবছে। সুখেব বিষয় আমাদেব বিদ্যালয়েব প্রতি এদেব দৃষ্টি ছিল না। কি করে থাকতে পাবে? ছাত্রেবা এত তন্ময় হয়ে লেখাপড়া কবছিল যে বাইবেব দিকে তাবা তাকাতও না। যে-কোনও লোক ছাত্রদেব বিদ্যাভ্যাসেব প্রতি লক্ষ্য বাখত তাবাই বুঝতে পারত এবা অসহায়। তাবা শিক্ষাব দিকে অতীব উৎসাহী। তাদের কেউ সন্দেহ করতে পাবত না। প্রকৃতপক্ষে তাবা ছিল নির্দোষ।

তিনজন সর্দাবেব হত্যাকাবীব অন্বেষণ কবাব পব যখন কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নি, তখন পুলিশ নাইরোবী এবং নিকটস্থ গ্রামেব প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কবে। হত্যাকাবীদের কয়েকজন শহরেব পাশে বাস করত। এদের মধ্যে একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে অমানুষিকভাবে অত্যাচাব করতে থাকে। সুখেব বিষয়, লোকটি মৃত্যু বরণ কবেছিল বটে কিন্তু তার মুখ হতে একটি কথাও বেব করতে পারে নি। এই ঘটনা ঘটবার

পবই এক গুপ্ত সভাতে স্থিব হয়, অজ পাড়াগাঁয়ে নেতাদের বসবাস কবাই যুক্তিযুক্ত।

আমাদের বৃদ্ধ নেতা প্রস্তাব কবলেন, তিনি শহবের নিকটের গ্রামে না থেকে একেবাবে অজ গ্রামে চলে আসবেন এবং সেই গ্রাম হবে বিপ্লবেব কেন্দ্রস্থল।

আমাদেব দেশে সত্যিকাবেব যত নেতা ছিলেন তাঁদেব মধ্যে সকলেই নিজ নিজ বাসস্থান পবিত্যাগ কবলেন। সবকাব একটুও মাথা ঘামালেন না। সাধাবণ লোক চিন্তিত হয়ে পড়ল। গ্রামে যাঁরা নেতারূপে ছিলেন তাঁবা কোথায় গেলেন, প্রশ্ন আপনা হতেই সকলেব মনে জেগেছিল। সাধাবণ লোক সেই প্রশ্নেব মীমাংসা না কবতে পেরে নেতাদেব অন্বেষণে বেব হল। অনেকে নেতাদেব দেখা পেল। যাবা দেখা পেল তাবা বুঝল নেতাবা কেন নিজ নিজ গ্রাম ত্যাগ কবে অন্যত্র চলে গেছেন। অনেকে উত্তেজিত হল, অনেকে ম্রিয়মাণ হল, কিন্তু সকলেব প্রাণেই আঘাত লাগল। সকলেই বুঝল বৃটিশ আমাদেব শত্রু। বৃটিশকে না তাড়ালে অন্যান্য বিদেশীকে তাড়ানো সহজ হবে না।

নেতাদেব অন্তর্ধানেব কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বৃটিশ বুঝল মহা বিপদ। নিজেদেব নিবাপত্তাব জন্য বৃটিশ সবকাব শ্বেতকায়দেব মধ্যে অস্ত্র বিতবণ কবতে থাকল। শ্বেতকায়বা হাত পাকাবাব জন্য নির্দোষী মানুষের প্রাণ হরণ কববে ভয় দেখাতে আবম্ভ কবল। তবুও বৃদ্ধ নেতারা সাধাবণ লোককে উত্তেজিত করা অথবা নিজে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া কোনটাই কবলেন না। তাঁবা শান্তির বাণী গ্রামে গ্রামে গানের মারফতে ছড়িয়ে দিলেন।

আমাদেব প্রধান নেতা থাকতেন নাইরোবী শহর হতে চার মাইল দূরে। তাঁকে সেখান হতে সবানো ভাল হবে কি না তাই নিয়ে আলোচনা চল্‌ল। অবশেষে ঠিক হল তিনিও তাঁর বাসস্থান ছাড়বেন। ঠিক হল

তিনি আসবেন আমাদের গ্রামে। তাঁর থাকবাব জন্ম একখানা ঘর করা হল। চেয়ার, টেবিল, খাট তৈরী করা হ'ল, তারপর তিনি এলেন আমাদেব গ্রামে। ইতিমধ্যে আমাদের দ্বারা অনেকগুলি বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। আমাদের নেতা প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের জন্ম কবিতা পাঠের বন্দোবস্ত করতে আদেশ দিলেন। ইউরোপীয়ান্ সুরে আমাদের কবিতা আবৃত্তি কবাব আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আমাদের নেতার বচিত প্রথম কবিতা আমরা প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক গ্রামে এমন কি নাইরোবী শহরে যেয়েও আবৃত্তি করতে ভুলিনি। সেই কবিতার কি প্রভাব, পৃথিবীর লোক ভবিষ্যতে দেখতে পাবে। এখন আমি আমাদের নেতার রচিত কবিতা আবৃত্তি করছি ঃ—

"সকলের তবে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পবের তবে।"

"মাউ মাউ"

—সমাপ্ত—

গ্রন্থকারের লেখা আরো কয়েকখানি বই

আজকের আমেরিকা	৩৲
আমেরিকার নিগ্রো	২৲
মরণ-বিজয়ী চীন	৬৲
ভয়ংকর আফ্রিকা	২।।০
অন্ধকারের আফ্রিকা	২।।০
বেদুইনের দেশে	১।।০
প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি	১।।০
কোরিয়া ভ্রমণ	১৲
তরুণ তুর্কী	২৲
পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণ	২৲
ত্রিয়েত নামের বিদ্রোহী বীর	২।।০